উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২০ ভাদ্র ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 6 September 2024 Friday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 110 JAL

বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন জাদেজা

এগারোর পাতায়

কন্যাশ্রী, বেটি বাঁচাও অর্থহীন, বলছেন দেব

পাঁচের পাতায়

ভারতকে কড়া বার্তা ইউনূসের

ভারতের সুসম্পর্কের পথে কাঁটা যে শেখ হাসিনাই সেই কথা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিলেন প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস। এক সাক্ষাৎকারে নয়াদিল্লিকে রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেছেন, ভারত যদি শেখ হাসিনাকে রাখতে চায় রাখুক।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

সন্তানদের দেহ কাঁধে মা-বাবা

মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলির এক হাসপাতালে সময়মতো চিকিৎসা না পেয়ে জ্বরে মারা গেল একই পরিবারের দুটি শিশু। হাসপাতাল থেকে দেহ আনতে মেলেনি অ্যাম্বুল্যান্স। অগত্যা মা-বাবাকেই সন্তানদের শবদেহ কাঁধে করে গ্রামে নিয়ে আসতে হল।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

রেজিস্ট্রেশন পেতে ভোর থেকে লাইন

সৌরভ দেব ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : কেউ লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন ভোর ৪টে থেকে। কেউ আবার ৫টা। লক্ষ্য একটাই, টিআইএন নিতে হবে। সকাল থেকে জলপাইগুড়ি পুরসভায় টোটোচালকদের ভিড় পড়ছে। কিন্তু এর মধ্যে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে চালকদের, এমন কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। টোটোর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে হয়রানির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখা গেল এক অন্য ছবি। কাকভোর থেকে মানুষগুলো লাইনে দাঁড়ালেও অনেকের কাছেই নেই রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। অনেকে আবার চালাকি করে অন্যের টিআইএন নেওয়ার জন্য তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর লেখা ফর্ম ফোটোকপি করে নাম পরিবর্তন করে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করছে। পুরসভার তরফে এমন অভিযোগ করা হচ্ছে।

আগে টোকেন

- কাকভোর থেকে মানুষগুলো লাইনে দাঁড়ালেও অনেকের কাছেই নেই রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
- আগে যাঁরা টোকেন নিয়েছেন তাঁদের চলছে টিআইএন দেওয়ার কাজ
- রেজিস্ট্রেশনের জন্য টোটো কেনার কাগজপত্র লাগছে
- ফোটোকপিতে নাম পরিবর্তন করে রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে

জাল নথিপত্র জমা দেওয়ার অভিযোগে বৃহস্পতিবার এক টোটোচালককে হাতেনাতে ধরে ফেলেন পুরসভার কর্মীরা। এই ধরনের অনৈতিক কাজ যাতে তিনি ভবিষ্যতে না করেন সেই বিষয়ে সতর্ক করেন পুরকর্মীরা। পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯ তারিখ পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চলবে। রেজিস্ট্রেশন নম্বর পেতে যা নিয়ম রয়েছে সেই নথি জমা দিতে হবে চালকদের। নথি জাল করার অভিযোগ আমরা পেয়েছি। এই ধরনের কাজ কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না।'

টোটোর রেজিস্ট্রেশন নিতে ভোর ৪টে থেকে পুরসভার গেটে লাইন শুরু হয়ে যায়। প্রতিদিন ২০০ থেকে ২৫০ জনকে রেজিস্ট্রেশনের জন্য টোকেন দিচ্ছে পুরসভা। পাশাপাশি যাঁরা আগে টোকেন নিয়েছেন তাঁদের চলছে টিআইএন দেওয়ার কাজ। অথচ বাইরে প্রায় হাজারখানেক টোটোচালক প্রতিদিন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছেন। প্রথম দুইদিন চেষ্টা করেও রেজিস্ট্রেশন রুমে পৌঁছাতে পারেননি সুবোধ রায়। তাঁর কথায়, 'দিনকয়েক আগে ভোর ৪টেতে এসে লাইনে দাঁড়ানোর পর টোকেন পেয়েছিলাম। আজ আমার টোটোর রেজিস্ট্রেশনের তারিখ দিয়েছে। সকাল ৯টায় ঢুকতে পারলেও কাজ হল না।'

পাহাড়পুর এলাকার টোটোচালক নুরুল হক বলেন, 'তিনটি কাজ করতে তিনটি আলাদা লাইন না করে একবারে এক জায়গায় পাশাপাশি টেবিলে ব্যবস্থা করলে ভালো হত। না খেয়ে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে থেকে এখন দুপুর দুটোর সময় টাকা জমা দেওয়ার লাইনে আছি। আজ নম্বর পাব কি না জানি না।'

টোটোর নথিপত্র যাচাই করে টোটোর মালিককে একটা ফর্ম দেওয়া হয়। যার ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দেওয়ার পর টোটোর টিআইএন এবং চালকের পরিচয়পত্র দেওয়া হয়। এক টোটোচালকের একটি ফর্ম ফোটোকপি করে তাতে লেখা নাম এবং ফর্ম নম্বর পরিবর্তন করে অপর এক টোটোচালক সেটি জমা করতে গেলে পুরকর্মীরা তাঁকে ধরে ফেলেন। কিন্তু কেন জাল নথি তৈরি? উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, অনেক চালকের কাছেই টোটোর বৈধ কাগজ নেই। এক সময় যে দোকান থেকে টোটো কিনেছিলেন সেটাও এখন বন্ধ। এদিকে রেজিস্ট্রেশনের জন্য টোটো কেনা সংক্রান্ত কাগজ লাগবে। যে টোটোচালকের কাছে এই নথি রয়েছে তিনি তা জমা দিয়ে পুরসভা থেকে ফর্ম পেয়েছিলেন। সেই ফর্মকে ফোটোকপি করে নাম পরিবর্তন করে রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।

পুরসভার গেট ছাড়িয়ে টোটোচালকদের লাইন। বৃহস্পতিবার।

লাইসেন্স না নিয়ে ওষুধের রমরমা কারবার

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ সেপ্টেম্বর : প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ার সুযোগ নিয়ে ডুয়ার্সের চা বলয়ের বিভিন্ন স্থানে রমরমিয়ে চলছে বিনা লাইসেন্সে ওষুধ বিক্রির কারবার। নেশা হিসেবে ব্যবহার করা হয় এমন ওষুধও তালিকায় রয়েছে। এক শ্রেণির হাতুড়ে একাজ করছে বলে অভিযোগ। চা বলয়ের একাধিক স্থান পরিদর্শনে গিয়ে এমন ছবিই ধরা পড়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের পরিদর্শকদের চোখে। মাসখানেক ধরে ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের এই পরিদর্শন চলছে। বৃহস্পতিবার ৩ সদস্যর একটি দল গিয়েছিল চা বলয়ের অন্যতম এলাকা মেটেলিতে। সেখানকার সামসিং চা বাগান থেকে এরকম দুজন হাতুড়ের সন্ধান পান যারা লাইসেন্স ছাড়াই ওষুধ

DESUN HOSPITAL SILIGURI
হার্ট অ্যাটাক
স্ট্রোক
অ্যাক্সিডেন্ট
বার্ন
রাতে বা দিনে
ভরসা ডিসানে
এমার্জেন্সিতে ফোন করুন
90 5171 5171

বিক্রি করছে। জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'এই ধরনের কাজ বেআইনি। এসব খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার জন্যেই ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের আধিকারিকরা পরিদর্শন করছেন। বিনা প্রেসক্রিপশনে কেউ ওষুধ বিক্রি করছে কি না সেটাও দেখা হচ্ছে।' ড্রাগ ইনস্পেকটর রাজিউল আলমের কথায়, এমন অভিযান লাগাতার চলবে।

এর আগে ডুয়ার্সের চা বলয়ের কোর এলাকা হিসেবে পরিচিত নাগরাকাটা ও বানারহাটের বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শন হয়েছিল। সেসময়ও বাগান ঘেরা চামুর্চি, চম্পাগুড়ির মতো প্রান্তিক এলাকা থেকে একাধিক এমন হাতুড়ের খোঁজ মেলে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু বেআইনিভাবে ওষুধ বিক্রিই নয়, কোনও পরিকাঠামোরও ধার ধারছে না তারা। লাইসেন্সধারী ওষুধ বিক্রেতাদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০৮ বর্গফুটের পাকা দোকান থাকতে হবে। সেটাও আবার কংক্রিটের ছাদ দেওয়া। এদিকে, একশ্রেণির হাতুড়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কোথাও টিনের চালা আবার কোথাও প্লাস্টিকের আচ্ছাদনের নীচেই ওষুধ বিক্রি চলছে। তাদের ওষুধের জোগান কারা দেয় এমন প্রশ্নও উঠে আসছে। ওই বিষয়টিও এখন ড্রাগ কন্ট্রোলের আতশকাচের তলায়। আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, লাইসেন্সধারী সব দোকানকে এব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিডিএ)-এর মাল জোনের সম্পাদক গৌতম সেন বলেন, 'আমাদের সবাইকে পইপই করে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে লাইসেন্স নেই এমন কাউকে কোনও অবস্থাতেই ওষুধ বিক্রি করা যাবে না। কেউ যদি একাজ করে ও প্রশাসন ব্যবস্থা নেয় তবে সংগঠন পাশে থাকবে না।'

উত্তরের খোঁজে

সবাই যদি শিরদাঁড়া টেবিলে রেখে যেতে থাকে...

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

তেরো বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বের জীবনে সবচেয়ে চাপে থাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বস্তির মধ্যে স্বস্তি কী হতে পারে? অনুগামীদের চশমায় দেখা বন্ধ করলে, এখন তিনি এই দুঃসময়ে বুঝতে পারবেন, কারা আসলে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী। কারা আদতে চরম ধান্দাবাজ।

দলে ও দলের বাইরে কারা ক্ষমতার ক্ষীরটুকু তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে আজ হাত মুছে ফেলছেন। কারা করছেন না।

কারা দুঃসময়ে আরও উলটো-পালটা বলে বিপদে ফেলছেন দলকে। কারা আসলে অভিষেক এবং তাঁর মধ্যে ফাটল ধরানোর খেলায় মেতেছেন নিজেদের সুবিধার্থে। কারা গিরগিটি। কোন নেতাদের দাদাগিরিতে পার্টি আজ বিপন্ন। ভুল থেকে শিক্ষা নিলে লাভ।

মমতা যদি এসব বুঝতে পারেন, বাঙালিও অনেক কিছু বুঝতে পারছে। কারা প্রতিবাদের মঞ্চ কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রচারে ব্যবহার করছেন। কোন অভিনেত্রী গিটার বাজাচ্ছেন, কোন অভিনেত্রী লাফিয়ে লাফিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন। কোন অভিনেত্রীরা ফুটেজ খেতে হাসপাতালে চলে যাচ্ছেন ভাষণ দিতে। গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসানো কারা অনুষ্ঠান টিভিতে লাইভ দেখানো না হলেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। বেশ কিছু প্রতিবাদ মিছিল দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, কোনটা বিজেপির প্রচ্ছন্ন মদতে বা কোনটা তৃণমূলের। কোনটায় আড়ালে হাত সিপিএমের, কোনটায় নকশাল বা এসইউসির। কোনটা টিভি চ্যানেলের তৈরি।

আসল আন্তরিক প্রতিবাদীদের ভিড় যেন বেনোজলের ঢেউয়ে চাপা পড়ে না যায়! অবশ্যই প্রতিবাদ জরুরি। তবে সেখানে শাসক বা বিরোধী পার্টির সমর্থক মিশে গেলে ঘোর সর্বনাশ। লঘু হয়ে উঠবে আবেগ, আন্তরিকতার ক্লান্তিহীন সমাবেশ।

এই ধরুন না, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর মতো অভিনেত্রী প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে চরম লাঞ্ছনার শিকার হলেন শ্যামবাজারে। তাঁর একবার বিজেপি, একবার তৃণমূলের গা ঘেঁষাঘেঁষি নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর ওপর মধ্যরাতে যেভাবে লাঞ্ছনা ও ভাষা প্রয়োগ হল, সেখানে শাসকদের দাদাবাহিনীর সঙ্গে কী ফারাক? যেভাবে তাঁর গাড়ির ওপর চড়াও হল মিছিলের প্রতিবাদীরা, তাতে মারাও যেতে পারতেন। অভিনেত্রী নিজেই বলছেন! এ তো এক নারীর নিগ্রহের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আর এক নারী নিগ্রহ করে ফেলা!

এরপর দশের পাতায়

ছাত্র নেতার কাঠপুতলি কলেজ কর্তৃপক্ষ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : পরিচয় একটাই, 'শাসকদলের ছাত্র নেতা'। কিন্তু সেই ছাত্র নেতাদের এতটাই দাপট যে, তাঁদের কথায় উঠতে-বসতে হয় অধ্যক্ষ, অধ্যাপকদেরও। সহপাঠী এবং জুনিয়ারদের তো তাঁরা মানুষ বলেই মনে করেন না। রীতিমতো তাঁদের ধমকি শুনে চলতে হয় সকলকে। এতদিন মেডিকেলে 'রাজ' করলেও বুধবার গণরোষ আছড়ে পড়েছে মেডিকেলের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ট্যাগ সাঁটা একাধিক নেতার বিরুদ্ধে। উঠে এসেছে সাহিন সরকার, সোহম মণ্ডল, সৌরভ কর্মকারের মতো একাধিক টিএমসিপি নেতার নাম। কিন্তু তাঁদের মাথায় বড় কারও হাত না থাকলে যে 'হুমকি প্রথা' কার্যকর করা সম্ভব নয়, তা আঁচ করছেন অধ্যাপকদের একাংশও।

আরজি কর কাণ্ডের পর হুমকি প্রথা চালুর অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছিল উত্তরবঙ্গ লবির দুই চিকিৎসক অভীক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজের দুই চিকিৎসককেই বৃহস্পতিবার সাসপেন্ড করেছে স্বাস্থ্য ভবন। অভীকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের প্রক্রিয়াও শুরু হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও বুধবার বিক্ষোভ চলাকালীন অভীকের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন পড়ুয়ারা।

এদিকে, অভিযোগ হতেই কার্যত গা-ঢাকা দিয়েছেন অভিযুক্ত ছাত্র নেতারা। সাহিনের ফোন বন্ধ। সৌরভ ফোন ধরেই বলেছেন, 'বাইরে রয়েছি। পরে কথা বলব।' সোহমকেও ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা অবশ্য বলছেন, 'সমস্ত অভিযোগ নিয়েই তদন্ত করা হচ্ছে। পুলিশকেও বিষয়গুলি জানানো হয়েছে।'

এরপর দশের পাতায়

৫ মিনিটের বৈঠক ঘিরে রহস্য

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনার পর উত্তাল হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ। বুধবার রাতে পড়ুয়াদের চাপে ইস্তফা দিয়েছেন মেডিকেলের ডিন ও সহকারী ডিন। কিন্তু সকাল থেকে যে পড়ুয়ারা অধ্যক্ষেরও পদত্যাগ চাইছিলেন, সেই দাবি থেকে হঠাৎ তাঁরা সরে গেলেন কেন, সেই জল্পনা শুরু হয়েছে মেডিকেলের অন্দরে। আর এখানেই উঠে আসছে মিনিট পাঁচেকের রহস্যময় বৈঠকের কথা।

ওইদিন বেলা ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ যখন অধ্যক্ষের ঘরে ঢোকেন চিকিৎসক পড়ুয়ারা, তখন তাঁদের প্রথম দাবি ছিল টিএমসিপি ইউনিট ভেঙে দেওয়া। এরপর যত বেলা গড়াতে থাকে অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে সরব হতে থাকেন পড়ুয়ারা। প্রথমে প্রায় ছয় ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখা হয় অধ্যক্ষকে। কিন্তু অধ্যক্ষের চেম্বারের পাশের ছোট ঘরে বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে তাঁর মিনিট পাঁচেকের আলোচনাই বদলে দেয় আন্দোলনের রূপরেখা। ওই বৈঠক শেষ হতেই আন্দোলনকারীরা শুধুমাত্র ডিনের পদত্যাগের দাবিতে সরব হতে থাকেন। দিনের শেষে গোটা আন্দোলনের ঝাঁঝ ভোগ করতে হয়েছে ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্তকে। কিন্তু বন্ধ দরজার পেছনে এমন কী আলোচনা হল যে আন্দোলনের রূপরেখাই বদলে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ডিনের মাথার ওপরে রয়েছেন অধ্যক্ষ। তাঁর অজান্তেই কি ডিন এতদিন সমস্ত কাজ করেছেন? উঠছে সেই প্রশ্ন। যদিও পড়ুয়াদের যুক্তি, ডিন এবং অধ্যক্ষ দুজনের ভূমিকাতেই তাঁরা অসন্তুষ্ট। বুধবারের আন্দোলনকে তাঁরা জুনিয়ার চিকিৎসকদের লালবাজার অভিযানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁদের যুক্তি, লালবাজার অভিযানে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগ না করলেও চিকিৎসকদের কথা শুনতে বাধ্য হয়েছেন। সেরকমই উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও ডিনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে নিজেদের দাবি অধ্যক্ষের কাছে রাখতে পেরেছেন তাঁরা।

আন্দোলনকারীদের মধ্যে চিকিৎসক পড়ুয়া শাহরিয়ার আলমের বক্তব্য, 'আমি আন্দোলনকারী হিসেবে মনে করি অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা, ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত সমানভাবে দোষী। কিন্তু সব দাবি তো একবারে পূরণ হয় না। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযোগ রয়েছে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পরীক্ষা দুর্নীতি থেকে শুরু করে হুমকি প্রথা, তোলাবাজি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ জমেছিল পড়ুয়াদের মধ্যে। বুধবার সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অধ্যক্ষ এবং ডিনের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আনতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। একসময় ডিনের সহকর্মী অধ্যাপকরা এসেও তাঁকে চেপে ধরেন। সেই থেকেই ঘুরে যেতে থাকে আন্দোলনের রূপরেখা। ধীরে ধীরে গোটা পরিস্থিতির দায় চেপে যায় ডিনের ওপর।

বিকেল চারটা নাগাদ নিজের চেম্বারের পাশে থাকা একটি ছোট ঘরে যান অধ্যক্ষ। পেছন পেছন সেখানে যান আন্দোলনকারীদের কয়েকজন। ওই একাংশ পড়ুয়া অধ্যক্ষের বন্ধ ঘর থেকে বের হওয়ার পরই ডিনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও তীব্র হতে শুরু করে। একসময় অধ্যক্ষের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন পড়ুয়ারা। সেইসময় ডিন অধ্যক্ষের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে যান। তড়িঘড়ি সেখানে ঢুকে পড়েন পড়ুয়ারা। তাঁকে ঘিরে শুরু হয় বিক্ষোভ। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ডিনের বিরুদ্ধে স্লোগানে মুখরিত হয় মেডিকেল। এরপর ৩০ মিনিট ডিনকে ভাবার সময় দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান আন্দোলনকারীরা। ঠিক রাত ৮টায় ফের এসে ডিনকে ঘিরে ধরেন তাঁরা। ঘটনাস্থল থেকে পাশের ঘরে থাকা অধ্যক্ষকে সেইসময় একাধিকবার ফোন করেন সন্দীপ। কিন্তু অধ্যক্ষ তাঁর ফোন ধরেননি বলে অভিযোগ। চাপের মুখে রাত ৯টায় পদত্যাগ করতে হয় ডিন এবং সহকারী ডিনকে। এরপরই আন্দোলন গুটিয়ে নেন পড়ুয়ারা।

কেন এমন সিদ্ধান্ত, সেটাই অবশ্য রহস্যময় হয়ে থাকল মেডিকেলে।

অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবি ধামাচাপা

বুধবার ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে অধ্যক্ষের বৈঠকের পরই আন্দোলনের অভিমুখ ঘুরে যায়। পিছনে পর্দা দেওয়া ঘরেই বৈঠক হয়েছিল।

ট্রেনের স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : সুরক্ষায় দেশের রেল মানচিত্রে নতুন নজির নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের।

দুর্ঘটনা রোধ এবং সময়ানুবর্তিতায় নজর রেখে দেশে প্রথম এনজেপিতে চালু হল অটোমেটিক ট্রেন এগজামিনেশন সিস্টেম (এটিইএস)। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স)-র মাধ্যমে এটিইএস কাজ করায়, সাফল্যের ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত রেল। রেলের বক্তব্য, কবচের মতো কার্যকরী ভূমিকা নেবে এটিইএস। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিটি রোলিং স্টকের ছবি এবং ভিডিও তুলে সংশ্লিষ্ট জায়গায় পাঠানোর পাশাপাশি বিশ্লেষণ করে প্রয়োজন ভিত্তিতে সতর্ক করতে সমর্থ। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় একটিও দুর্ঘটনা ঘটবে না বলে নিশ্চিত অশ্বিনী বৈষ্ণোর মন্ত্রক।

১৭ জুন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের নিজবাড়িতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। ওই ঘটনার জেরে পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ফাঁকফোকর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গাফিলতি কোথায় কোথায়, তা পরিষ্কার হয়ে যায় রেলওয়ে সেফটি কমিশনার জনককুমার গর্গের রিপোর্টেও। ওই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে এনজেপিতে এটিইএস কার্যকরের সিদ্ধান্ত বলে রেল সূত্রে খবর।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'এখনও পর্যন্ত ভারতের কোনও স্টেশনে এটিইএস কার্যকর হয়নি। এনজেপিতে সাফল্য পাওয়া গেলে এই প্রযুক্তি দেশের সর্বত্র কার্যকর করা হবে।' এটিইএস কার্যকরের মধ্যে দিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন এবং বিস্তীর্ণ এলাকায় ট্রেন দুর্ঘটনা রোধ করা যাবে বলেও তিনি মনে করেন।

দুর্ঘটনা রোধে দেশে প্রথম এনজেপিতে

লাইনে ট্রেনের চাকা গড়ালেই সক্রিয় হয়ে উঠবে চারটি ক্যামেরা এবং সমসংখ্যক সেন্সর। শুরু হয়ে যাবে বিভিন্ন তথ্য প্রদান। চাকার তাপমাত্রা থেকে রেল ট্র্যাকের ভাঙন এবং ইঞ্জিনের গণ্ডগোল, সমস্ত তথ্যই এটিইএসের মাধ্যমে পাবেন লোকো পাইলট বা ট্রেনচালক। ইঞ্জিনে থাকা ডিসপ্লে বোর্ডের পাশাপাশি চালকের মোবাইলেও বিভিন্ন তথ্য ফুটে উঠবে। ত্রুটি সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে যাবে মেকানিক্যাল সেকশনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রেলের শীর্ষকর্তাদের কাছেও। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সভিত্তিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত তথ্য আদানপ্রদান ঘটায় ট্রেন দুর্ঘটনা রোধ করা যাবে বলে মনে করছেন রেলকর্তারা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, এনজেপিতে রোলিং ইন এবং রোলিং আউট পরীক্ষাকেন্দ্রে অর্থাৎ রেল ট্র্যাকের উভয় পাশে স্থাপন করা হয়েছে এটিইএস। এর ফলে রেললাইনের মধ্যে দিয়ে যখন

এরপর দশের পাতায়

গাছের তলা থেকে ছাদ পেল পড়ুয়ারা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : কতিপয় দু'চারজনকে পড়ানো শুরু হয়েছিল কালীমন্দিরের গাছের তলায়। তা থেকে আজ নিজেদের বসার একটা ঘর হল। যেখানে রোদ-বৃষ্টির দিনে কোনও সমস্যা হবে না কচিকাঁচাদের। সারদাপল্লির তিস্তাপাড়ের বিদ্যামন্দিরের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০২১ সালের লকডাউনের সময়। কচিকাঁচাদের কথা ভেবে প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার ইচ্ছে প্রকাশ করে ভলান্টিয়ারি শিক্ষক-শিক্ষিকার আহ্বান জানিয়েছিলেন আনন্দচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক সুদীপ চক্রবর্তী। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন অনেকেই। শুরু হয় পথ চলা। তিস্তাপাড়ের খেটে খাওয়া মানুষগুলোর বাচ্চাদের স্কুলের ফাঁকে সকালে আসতে শুরু করে অবৈতনিক ওই বিদ্যালয়ে। ধীরে ধীরে সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ জন। তবে, হ্যাঁ এই বিদ্যালয়ে যারা পড়তে আসে তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ, গান, আঁকা, নাটক সবকিছুই শেখানো হয়।

তিস্তাপাড়ের বিদ্যালয়ে পড়তে আসা তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র মোহন রায়ের মা সুচিত্রা রায় বলেন, 'করলার চর ২ নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমার ছেলে পড়লেও এখানেও আসে। কেননা আমাদের মতো পরিবারের পক্ষে পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ, গান,আঁকা, শেখানো সম্ভব নয়। এখানে এসে আমার ছেলে সহ সারদাপল্লির আরও বাচ্চারা অনেক কিছু শিখছে সেটাই আনন্দের।' এই অবৈতনিক বিদ্যামন্দিরের কোঅর্ডিনেটর সাগর রক্ষিত বলেন, 'আমাদের মূল উদ্দেশ্য প্রান্তিক এলাকার বাচ্চাদের ড্রপ আউট কমানো। যাতে ওরা শহরের বাচ্চাদের সঙ্গে সমানতালে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। পড়াশোনা সহ এক্সট্রা কালিকুলার অ্যাক্টিভিটিতেও মানসিক বিকাশ হয়।'

নতুন ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে খুদে পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসে তাদের ক্লাসঘরের উদ্বোধন হল।

এই বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা সুদীপ চক্রবর্তীর কথায়, টিনের শেড দিয়ে ঘর তৈরি করতে জলপাইগুড়ির পাশাপাশি কলকাতা থেকেও সাহায্য পেয়েছি। এটাই প্রাপ্তি। বাচ্চাগুলো মানুষের মতো মানুষ হোক এটাই প্রার্থনা। অবৈতনিক স্কুলে এভাবে ভলান্টিয়ারি সার্ভিস দিতে প্রচুর ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে এসেছে।

তিস্তাপাড়ের চরের জমিতে বাঁশের খুঁটি, তার উপর টিনের ছাউনি। সেখানে চলত পড়াশোনা। আজ সকলের মিলিত প্রয়াসে কংক্রিটের মেঝে- প্লিলারের সঙ্গে টিনের দেওয়াল ও ছাদ পেল বাচ্চারা। এদিন শিক্ষক দিবসে এই নতুন ঘরের উদ্বোধন হয়। তিস্তাপাড়ের বিদ্যানিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের গান-নাচ মন জয় করে নেয় সকলের।

প্রথম বোনাস বৈঠক রফাহীন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার চা বাগানের প্রথম বোনাস বৈঠকে এবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে চা শিল্পের সামগ্রিক সমস্যার কথা তুলে ধরল মালিকপক্ষ। শ্রমিক প্রতিনিধিরা অবশ্য সন্তোষজনক হারে বোনাসের পক্ষে জোর সওয়াল করেন। এদিন ডুয়ার্স-তরাইয়ের মোট ১৬৪টি চা বাগান নিয়ে আলোচনা ছিল। সংখ্যাটি গতবারের থেকে কম। কেন্দ্রের ভারী শিল্পমন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা অ্যান্ড্রিউ ইউলের ৪টি বাগান বোনাস বৈঠক থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। অনলাইনের ওই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কোনও রফা না হলেও আগামী ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় দ্বিতীয় বৈঠক হবে বলে ঘোষণা করা হয়। করমপুজো আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর। তার আগেই যাতে বোনাস ফয়সালা হয়ে যায় এমন দাবির কথা জানান শ্রমিক নেতারা। সেটা হওয়ার একটা সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। এর কারণ ১০ সেপ্টেম্বরের দিনটিকেও অতিরিক্ত হিসেবে বোনাস আলোচনার জন্য বেছে রাখা হয়েছে।

চা মালিকদের যৌথ মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন (সিসিপিএ)-এর সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা বলেন, 'অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। আগামী ৯ তারিখ ফের বৈঠক হবে। এবার চা শিল্পের পরিস্থিতি যে একেবারেই ভালো নয় তা প্রত্যেকেরই জানা আছে। সমস্ত দিক বিবেচনা করেই আশা করছি বোনাস রফা হবে।'

চা শিল্পপতি শশাঙ্ক প্রসাদ বৈঠকে বলেন, চা শিল্পের ঐতিহ্য মেনে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমেই যে এবারও বোনাস চুক্তি সম্পাদিত হবে সেই বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। আইটিএ'র চেয়ারম্যান হেমন্ত বাঙ্গুর সামগ্রিক পরিস্থিতি শ্রমিক প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরেন। সিসিপিএ'র উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক অমিতাংশু চক্রবর্তী জানান, ৯ সেপ্টেম্বর ফের আলোচনা হবে।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রবিন রাইয়ের কথায়, মালিকরা গতবারের মতো বোনাস দিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য, বোনাস শুধু নিছক কিছু টাকা নয়। এর সঙ্গে শ্রমিকদের আবেগ জড়িয়ে আছে। এনইউপিডব্লিউ-এর সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্নাল বলেন, সম্মানজনক হারে বোনাস রফার দাবি জানানো হয়েছে। ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলার কথায়, আমাদের দাবি ২০ শতাংশ হারে বোনাস।

অনলাইনে বোনাস বৈঠকে ডুয়ার্স-তরাইয়ের শীর্ষ চা শ্রমিক নেতারা। ডিবিআইটিএ-র বিন্নাগুড়ির কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার।

ক্ষুদ্র চা বাগানে বোনাস নিয়ে অনিশ্চয়তা

জলপাইগুড়ি ৫ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলার ১০ হাজার ক্ষুদ্র চা শ্রমিকদের বোনাস নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির জেলা সম্পাদক বৃহস্পতিবার জানান, ক্ষুদ্র চা বাগানের শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া সম্ভব নয়। তারা অনুদান দেবেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ওই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য এবার ৪০ শতাংশ উৎপাদন কম হয়েছে। কাঁচা পাতার দাম মেলেনি। শুখা মরশুমে বাগান কীভাবে চলবে ভেবে পাচ্ছি না।'

বহু ক্ষুদ্র চা বাগানের মালিক ঋণ করে বাগান চালাচ্ছেন। বোনাসের টাকার সংস্থান করতে তারা অক্ষম। তাই চা শ্রমিকদের অনুদান দিতে ক্ষুদ্র চা বাগানের মালিকরা প্রস্তাব দিয়েছে। আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তপন দে বলেন, 'বোনাস ইস্যুতে ক্ষুদ্র চা বাগানের মালিকরা পাগলের প্রলাপ বকছেন। কারণ জুন মাস থেকেই ক্ষুদ্র চা বাগানের কাঁচা চা পাতার প্রতি কেজির মূল্য ২৫ টাকা। বর্তমানে বাজার যথেষ্ট ভালো। অনুদান দেওয়ার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে?' ক্ষুদ্র চা বাগানের শ্রমিকদের গত বছরের চাইতে এবারে বেশি বোনাস দিতে হবে বলে তপনবাবুর দাবি। সিটু অনুমোদিত চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের পীযূষ মিশ্র বলেন, 'অনুদান নেব না। প্রাপ্য বোনাস ক্ষুদ্র চা বাগানের শ্রমিকদের দিতেই হবে।'

পানিঝোরা বইগ্রামে মুগ্ধ পড়ুয়ার দল

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৫ সেপ্টেম্বর : মুঠোফোনের দিনে বইয়ের সান্নিধ্য পেতে শিক্ষক দিবসটি ১৫ জন ছাত্রী কাটাল বইগ্রাম পানিঝোরায়। তারা প্রত্যেকেই আলিপুরদুয়ার শহরের নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়া।

মন্দিরা দে, শ্রেষ্ঠা গলুই, দিয়া পাল, অনুষ্কা কর্মকারেরা এদিন বইগ্রাম ঘুরে খুবই আনন্দিত এবং উদ্বেলিত। গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বই নিয়ে সচেতনতামূলক আঁকা বিভিন্ন ছবি ওদের মুগ্ধ করেছে। তেমনি বিভিন্ন বাড়ির সামনে রাখা আলোকবর্তিকা নামের ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলো থেকে সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বই পড়ে খুব উপভোগ করেছে তারা। নবম শ্রেণির রিয়া পাল জানায়, 'বইগ্রামে গিয়ে খুব ভালো লাগল। ছোট ছোট লাইব্রেরিগুলো খুব সুন্দর। স্বেচ্ছাসেবকদের আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ।' ছোট ছোট গ্রন্থাগার থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সমগ্র সহ ভূতের বই পড়ে বেশ ভালো লেগেছে রিয়ার। বইগ্রামের আরও উন্নতি কামনা করেছে সে।

রিয়ারই সহপাঠী কেয়া বর্মনের আবার ভালো লেগেছে দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলি। বইগ্রামে সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে ঘুরে দেখা তারা উপভোগ করেছে। চাকরির বই নেড়ে দেখেছে। কোনও পরীক্ষা দিতে গেলে কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়, সেটাও উপলব্ধি করেছে কেয়ার পাশাপাশি অষ্টম শ্রেণির সুমেধা ঘোষ। কেয়া বলে, 'ওখানকার পরিবেশ আমাদের মুগ্ধ করেছে। বইগ্রামের বইয়ের আলো ছড়িয়ে পড়ুক সব দিকে।' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের বই পড়েছে সে।

ওই স্কুলের শিক্ষিকা মৌসুমি কর, পূজা ঘোষরা জানালেন, স্মার্টফোন থেকে নজর ঘোরাতেই পড়ুয়াদের নিয়ে এই উদ্যোগ। আর আপনকথার সম্পাদক পার্থ সাহা বলেন, 'বইগ্রাম উদ্বোধনের পর এই প্রথম শহরের একটি স্কুল তাদের প্রোজেক্টের অংশ হিসেবে এই গন্তব্যকে বেছে নিল। এমন উদ্যোগ আরও স্কুল নিলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৩৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৩৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

আমি শ্রীমতী সম্পা বোস, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি, অদ্য 05/9/24 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি দ্বারা অ্যাফিডেভিট করিয়া আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত লিখিত Father's Name-এর পরিবর্তে Husband's Name লিখিয়া ভুল ঠিক করিলাম। (C/113269)

কর্মখালি

Required Principal for a reputed English medium school in Siliguri. Drop your CV at hrschool1999@gmail.com (C/112328)

জ্যোতিষ

রাজ জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রী শুভশাস্ত্রী প্রতি ইংরেজি মাসের ১-৭ শিলিগুড়ি, ৮-১২ ফালাকাটা রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। M : 7719371978.

THE JALPAIGURI CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.
e-TENDER NOTICE
Publication of NIQ No.: NIT No.: JCCB/E/eNIT-01/2024-25, Tender Id No.: 2024_COD_745179_1. The last date for submission of tender 20-09-2024 at 05:30 P.M. All details can be seen from the website - **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned during office hours.
Sd/- Chief Manager,
JCCBL.

Tender Notice
e-NIT No. : -17(e)/CHL-II/PS/2024-2025, Dated-02/09/2024.
Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bangal Govt. e procurement Web site www.wbtender.gov.in Details may be seen during office during hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Chanchal-II Panchayat Samity, Malatipur, Malda

সংশোধনী নং. ৪
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ১০-০৭-২০২৪-এর অধীনে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং. ২৩-এপি-II-২০২৪-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে পড়ুনঃ টেন্ডার বন্ধ হবেঃ- ০৯-০৯-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ২৫-০৯-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘণ্টা, টেন্ডার খুলবেঃ- ০৯-০৯-২০২৪-এর পরিবর্তে ২৫-০৯-২০২৪। টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি একই থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e-Tender Notice
DDP/N-15/2024-25 Dt.-04/09/2024, DDP/N-16/2024-25 Dt.-05/09/2024 & NIQ -4/24-5 Dt.- 04/09/2024
e-Tenders for 27(Twenty Seven) no. of works under SFC (24 25), 15th FC (24 25), BEUP invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-15/2024-25 & NIT DDP/N- 16/2024-25 is 14/09/2024 at 12.00 Hours & NIQ-4/24-25 is 13/09/2024 at 13.00 Hours Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

CINEMA সিনেমা

Now Showing at BISWADEEP
DOUBLE ISMART
*ing : Ram Pothineni, Sanjay Dutta
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

রাস্তায় প্রতিবাদে শিক্ষকরা

রায়গঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবসে ব্যতিক্রমী কর্মসূচি গ্রহণ করলেন রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা সকাল ১০.১৫ মিনিট থেকে ১০.৩০ পর্যন্ত আত্মশুদ্ধির তাগিদে ও নীরব প্রতিবাদ হিসেবে রাস্তায় মৌনভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

এদিন শুধু ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে শ্রদ্ধা জানানো ছাড়া শিক্ষক দিবসের বাকি সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এমন সিদ্ধান্তকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। তারাও এদিন কোনওরকম কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। শুধুমাত্র সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে তাঁরা।

স্কুলের ছাত্র বাপ্পাদিত্য রায় জানায়, 'আরজি করে যে ঘটনা ঘটেছে, তার বিচার আমরা চাই। সঠিক বিচার পেলে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান আগামী বছর করা যাবে। তাই এবছর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছি।' ছাত্রী মৌলি রায় বলে, 'শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নীরব প্রতিবাদকে সমর্থন করছি। তিলোত্তমার ন্যায়বিচার চাই। এদিন সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করার মাধ্যমে আমরা সরকারকে সাবধান করে দিতে চাই।

রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের সহশিক্ষক সিতিকণ্ঠ দত্ত বলেন, 'আমরা শিক্ষক। নীতিবোধ যুক্ত এক শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলাটাই আমাদের কাজ। আরজি কর-এর নির্মমতা আমাদের লজ্জা। তাই শিক্ষক দিবসে আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পেয়ে আহ্লাদিত হতে চাই না। পরিবর্তে আজ সকাল ১০:১৫ থেকে ১০:৩০টা পর্যন্ত আমরা আত্মশুদ্ধির তাগিদে ও নীরব প্রতিবাদে বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তা বরাবর মৌনভাবে দাঁড়িয়েছিলাম। শুধু ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-কে শ্রদ্ধা জানানো ছাড়া শিক্ষক দিবসের বাকি সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা আমাদের এই প্রতিবাদী কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়েছেন।'

স্কুলের প্রধান শিক্ষক কালীচরণ সাহা জানান, 'আজ অন্যবারের মতো জমকালো কোনও অনুষ্ঠান হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষে কোনও অনুষ্ঠান যেমন করছে না, তেমনি সেন্ট্রালি কোনও অনুষ্ঠান হচ্ছে না। শুধুমাত্র শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। আরজি করের যে ঘটনা ঘটেছে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে আমাদের ভূমিকা রয়েছে। তাই সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়ে নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছি। আগামী বছর সবাই ভালো থাকলে অনুষ্ঠান হবে।'

রায়গঞ্জের রাস্তায় প্রতিবাদী শিক্ষক-শিক্ষিকারা। -সংবাদচিত্র

আজ টিভিতে

বসু পরিবার সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৭টায় **সান বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার

সুবর্ণলতা সোম থেকে রবি রাত ১০.৩০ মিনিটে **জি বাংলা সিনেমায়**

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ শাপমোচন, বিকেল ৪.০০ আশ্রিতা, সন্ধ্যা ৭.৪০ পারবো না আমি ছাড়তে তোকে, রাত ১০.২০ জোর

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ মেজ বউ, দুপুর ২.২০ আশ্রয়, বিকেল ৫.২৫ দেবাঞ্জলি, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নায়ক – দ্য রিয়েল হিরো, দুপুর ১.০০ আই লাভ ইউ, বিকেল ৪.০০ দাদাঠাকুর, সন্ধ্যা ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ চ্যালেঞ্জ ২

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কর্তব্য

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ঠিকানা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত

ভাগম ভাগ সন্ধ্যা ৬.৫৩ মিনিটে **কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউডে**

কোই মিল গয়া
রাত ৮টায় **জি বলিউডে**

রাঁধুনিতে সিনহা মারিক রাঁধবেন গ্রিন চিলি লোটে এবং সাদা গোটা লোটে। **আকাশ আটে** দুপুর ১.৩০ মিনিটে

জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার নিলেন 'অর্কিডম্যান' আশিস

নাগরাকাটা, ৫ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার নিলেন 'অর্কিডম্যান' আশিসকুমার রায়। বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসে নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে মানপত্র, রুপোর স্মারক ও শংসাপত্র তুলে দেন রাষ্ট্রপতি। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও জয়ন্ত চৌধুরী প্রমুখ। উত্তরবঙ্গ থেকে এ বছর একমাত্র আশিসই ওই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হন। শিক্ষকতা জীবনের সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়ে তিনি বলেন, 'দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। এই সম্মান আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের উৎসর্গ করছি। তাদের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে ও পরিবেশ সচেতন করতে আমার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।'

এদিন সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির অশোকা হোটেলে জাতীয় পুরস্কারের খেতাব পাওয়া শিক্ষকদের সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাৎ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। শুক্রবার আশিসদের সঙ্গে নিজের বাসভবনে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গোটা দেশ থেকে প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয় মিলিয়ে মোট ৫০ জন শিক্ষককে এদিন জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষায় জড়িত শিক্ষক মিলিয়ে সংখ্যাটি ৮২। রাজ্য থেকে দক্ষিণবঙ্গের প্রশান্ত মারিক নামে আরও এক শিক্ষক এবছর জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সাংবাদিক সম্মেলন। কোচবিহার জেলা কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার দলের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়। -সংবাদচিত্র

আইন অমান্যের হুঁশিয়ারি

১১-১২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ফব'র অবস্থান বিক্ষোভ

কোচবিহার, ৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা ও আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতার ধর্মতলায় অবস্থান বিক্ষোভ করবে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক। বৃহস্পতিবার দলের কোচবিহার জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই ঘোষণা করলেন দলের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়। মাথাভাঙ্গায় আন্দোলনকারীদের উপর হামলার ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে এদিন তোপ দেগেছেন তিনি। রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তার অভাব ও আন্দোলনকারীদের প্রতি মন্ত্রী উদয়ন গুহের একের পর এক কটাক্ষের জেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও উদয়নের পদত্যাগের দাবি জানান নরেন চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'রাজ্যে মহিলাদের উপর একের পর এক নির্যাতনের ঘটনায় রাজ্য সরকারের মুখ পুড়েছে। সেজন্য উদয়ন গুহ আন্দোলনকারীদের নানাভাবে হুমকি দিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী ও উদয়ন গুহ দুজনেরই পদত্যাগ করা উচিত।'

নরেনবাবু জানান, গোটা রাজ্য থেকেই দলীয় নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষ কলকাতার ধর্মতলায় হাজির হবেন। ১১ সেপ্টেম্বর বেলা দুটো থেকে ১২ সেপ্টেম্বর বিকেল পর্যন্ত টানা আন্দোলন চলবে। পুলিশ অনুমতি না দিলে আইন অমান্য করা হবে বলে নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি দিয়েছে। আরজি করের ঘটনায় সিবিআইয়ের তদন্ত প্রসঙ্গে নরেনবাবু বলেন, 'সিবিআই ও রাজ্য সরকার চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। তাই তদন্ত এগোচ্ছে না। রাজ্যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে তৃণমূলের রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার নেই।' এদিন সাংবাদিক বৈঠকে অন্যদের মধ্যে হাজির ছিলেন দলের জেলা সভাপতি দীপক সরকার, সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুর প্রমুখ।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দীর্ঘদিন ধরে চলা পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। পরামর্শে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। বৃষ : দাম্পত্যে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশে অশান্তি হতে পারে। শরীর নিয়ে অযথা চিন্তা বাদ দিন। মিথুন : বাবার শরীর নিয়ে মানসিক অশান্তি। কর্মক্ষেত্র বদল করার সিদ্ধান্ত আজ নিতে পারেন। কর্কট : ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। সিংহ : অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। মেয়ের চাকরি পাওয়ার সংবাদে আনন্দ। কন্যা : ব্যবসার কারণে টাকা ধার করতে হতে পারে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে তৃপ্তি। তুলা : অতিরিক্ত চাইতে গেলে সমস্যায় পড়বেন। খুব সতর্ক হয়ে রাস্তায় চলুন। প্রেমে শুভ। বৃশ্চিক : কোনও প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় আর্থিক মন্দা কাটবে। আজ হারানো জিনিস ফেরত পেতে পারেন। ধনু : বাবার পরামর্শে ব্যবসায় মন্দা কাটবে। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার নয়। মকর : মায়ের শরীর নিয়ে তেমন চিন্তার কিছু নেই। দূরের বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। কুম্ভ : পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। সামান্য নিয়ে খুশি থাকুন। চোখের সমস্যা কাটবে। মীন : সারাদিন খুব পরিশ্রমে কাটবে। পেটের অসুখে ভোগান্তি। নতুন বন্ধু পেয়ে খুশি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২০ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ১৫ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ২০ ভাদ, সংবৎ ৩ ভাদ্রপদ সুদি, ২ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৩, অঃ ৫।৪৯। শুক্রবার, তৃতীয়া দিবা ১২।১৮। হস্তানক্ষত্র দিবা ৮।১৭। শুক্রযোগ রাত্রি ৯।৪৮। গরকরণ দিবা ১২।১৮ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১।১৬ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৮।১৭ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৯।৩৩ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১২।১৮ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৮।৩০ গতে ১১।৩৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪২ গতে ১০।৯ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮।১৭ গতে যাত্রা মধ্যম মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮।৪২ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১১।৩৬ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, দিবা ১২।১৮ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১।১৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৮।১৭ মধ্যে পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ বিক্রয়বাণিজ্য হলপ্রবাহ, দিবা ৮।১৭ গতে ১২।১৮ মধ্যে নিষ্ক্রমণ, দিবা ১২।১৮ মধ্যে দীক্ষা (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নামকরণ মুখ্যান্নপ্রাশন নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্থীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৪।০ গতে ৫।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৫৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৪।২৪ মধ্যে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র
আপনি কি প্রতি মাসে ন্যূনতমপক্ষে ১০০০০ টাকা উপার্জন করতে চান?
আপনার কি নিজস্ব দোকানঘর/অফিসরুম আছে? আপনি কি উত্তরবঙ্গের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক **উত্তরবঙ্গ সংবাদ** পরিবারের একজন সদস্য হতে চান? তাহলে আর দেরি কেন?
আজই আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এবং ঠিকানা উল্লেখ করে আবেদন করুন ই-মেল অথবা হোয়াটসঅ্যাপে
jobs.uttarbanga@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯০৬৪৮-৪৯০৯৬
আবেদন করার শেষ তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সাদরি সিনেমা ঘিরে নতুন আশার আলো

বিদেশ বসু

মালবাজার, ৫ সেপ্টেম্বর : রাত পোহালেই মাল শহরের পম্পা সিনেমা হলে সাদরি সিনেমা 'দিওয়ানা পন'-এর প্রিমিয়ার শো হতে চলেছে। গত কয়েক বছরের ট্রেন্ড অনুযায়ী, অন্য ভাষার সিনেমার তুলনায় সাদরি সিনেমা দেখতেই দর্শকরা হলে আসছেন। এবারও দর্শকদের মধ্যে সাড়া পড়বে বলেই আশা। শুক্রবার মালবাজারে সিনেমার উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত থাকবেন পদ্মশ্রী করিমুল হক, কৌন বনেগা ক্রোড়পতি খ্যাত পুষ্পাঞ্জলি লোহরা প্রমুখ। ওইদিন প্রিমিয়ার শো শুরুর আগে এই সিনেমায় অভিনয় করা প্রয়াত শিল্পী সাবিন মিজারকে শ্রদ্ধা জানানো হবে।

'দিওয়ানা পন' সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন মাল শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ কলোনির যুবক অরিজিৎ লোহরা। তাঁর কথায়, 'সাদরি সিনেমার মাধ্যমে ডুয়ার্সের কলাকুশলীরা নিজেদের দক্ষতা প্রকাশ করতে পারেন। এটা স্থানীয়দের কাছে বড় প্ল্যাটফর্ম। বর্তমানে অনেকে সাদরি সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন। কলকাতার সিনেমা নির্মাতারাও ডুয়ার্সে এসে সাদরি সিনেমা বানাতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।' অরিজিৎ দীর্ঘদিন ধরেই সাদরি সিনেমার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর আশা এই সিনেমার মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ানো যাবে।

ত্রিকোণ প্রেমের গল্পে থাকছে নানা বুনন। সিনেমাটির প্রযোজক কলকাতার পৌষালী মুখোপাধ্যায়। ডুয়ার্সের শিল্পী জয় বোস, কবিতা লোহরা, চুমকি মাহাতো, নীরজ ভাট, মুকেশ নায়েক, মোহন বিশ্বকর্মা, প্রয়াত সাবিন মিজার, সুজয় দাস প্রমুখ এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এছাড়া ডুয়ার্সের অনেক কলাকুশলী রয়েছেন। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রয়েছেন রাঁচির শিল্পী বিবেক নায়েক ও প্রিয়া ভার্মা। পাশাপাশি কুণাল ভারতীর মতো অভিনেতাও রয়েছেন।

বর্তমানে ডুয়ার্সের সিনেমা হলের সোনালি দিন আর নেই। কোনওক্রমে টিকে রয়েছে হলগুলি। এই পরিস্থিতিতে সাদরি সিনেমা তৈরির উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন মহল। মাল শহরের পম্পা সিনেমা হলের মালিক মণি ঘোষের কথায়, 'এখন সিনেমা হলগুলি ধুঁকছে। তবুও আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের আশা সাদরি সিনেমা দর্শকদের মধ্যে ভালো সাড়া ফেলবে।'

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, এর আগেও ডুয়ার্সের কলাকুশলীদের মাধ্যমে তৈরি সাদরি সিনেমা অনেক ক্ষেত্রে দারুণ সাড়া ফেলেছিল। ডুয়ার্সের জনজীবনের প্রতিচ্ছবি থাকে সিনেমাগুলিতে। তাছাড়া এইসব সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমেও অনেক প্রতিভাবান শিল্পীও উঠে আসেন।

মাল শহরেও সাদরি সিনেমা নিয়ে এখন কাউন্ট ডাউন চলছে। আশায় বুক বাঁধছেন সাধারণ দর্শকরাও। মাল ব্লকের ডামডিম পঞ্চায়েতের কুমলাই চা বাগানের বাসিন্দা দয়ানন্দ টোপ্পোর কথায়, 'আমরাও সাদরিতে সিনেমা দেখতে পছন্দ করি। নিজেদের ভাষা হওয়ায় অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য থাকে। আশা করছি এই সিনেমাটিও সাড়া ফেলবে।'

জলপাইগুড়িতে শুটিং চলছে সাদরি সিনেমার।(বাঁদিকে)। 'দিওয়ানা পন' সিনেমার পোস্টার।

নির্জন।। গরু বাথানের মিশনহিল থেকে সাকাম যাওয়ার রাস্তায় বিদেশ বসুর তোলা ছবি। বৃহস্পতিবার।

প্রাথমিক স্কুলে মেলে না পরিস্রুত পানীয় জল

নলকূপের আয়রনযুক্ত জল খেতে হয় পড়ুয়াদের

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই পানীয় জলের বন্দোবস্ত। তাই পড়ুয়াদের বাধ্য হয়েই নলকূপের জল খেতে হয়। তবে এই ছবি শুধুমাত্র এক-দুটি স্কুলের নয়। ধূপগুড়ি ব্লকের প্রায় প্রতিটি সার্কেলের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় এই সমস্যায় জেরবার। ধূপগুড়ি ব্লকের নলডোবারপার প্রাথমিক বিদ্যালয়, জুড়াপানি নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কায়েতের কামাত চন্দ্র মোহন প্রাইমারি স্কুল সহ একাধিক স্কুলে নলকূপ থেকেই জল খাচ্ছে খুদে পড়ুয়ারা। এমনকি স্কুলের মিড-ডে মিলের রান্নাতেও ব্যবহার হচ্ছে নলকূপের জল।

শিক্ষকদের একাংশের কথায়, নলকূপের জল অধিক পরিমাণে আয়রনযুক্ত। তা সত্ত্বেও পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে সকলকে নলকূপের জলই খেতে হয়। আবার কয়েকটি স্কুলের পড়ুয়ারা বাড়ি থেকে জলের বোতল নিয়ে আসছে। তবে তাঁদের দাবি, এটা কোনও স্থায়ী সমাধান নয়।

এনিয়ে জুড়াপানি নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পাপাই বসাক বলেন, 'স্কুলে সোলার প্যানেল বসিয়ে পানীয় জলের প্রোজেক্টের কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। কিন্তু এখনও সেটি চালু হয়নি। তাই পড়ুয়াদের বাড়ি থেকেই পানীয় জলের বোতল নিয়ে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্কুলের বাকি কাজ নলকূপের জলেই সারতে হচ্ছে।' নলডোবারপার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক উত্তম দেবনাথেরও একই দাবি। তাঁর কথায়, 'পানীয় জলের কোনও সুব্যবস্থা নেই। পড়ুয়ারা বাধ্য হয়ে মিড-ডে মিল খাওয়ার পর অপরিস্রুত আয়রনযুক্ত নলকূপের জল খাচ্ছে।'

নলকূপের জল খাচ্ছে পড়ুয়ারা।

এর আগে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসন উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন স্কুলকে ওয়াটার পিউরিফায়ার দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তেমন উদ্যোগ না থাকায় স্কুলগুলির তরফে অভিযোগ উঠছে। অন্যদিকে, পানীয় জলের সোলার প্রোজেক্ট নিয়েও শিক্ষকদের সংশয়, অধিকাংশ স্কুলেই ঘেরাও প্রাচীর নেই। সেখানে সোলার প্যানেল বসানো হলে সেগুলি আদৌ সুরক্ষিত থাকবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

ধূপগুড়ি-৩ সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুদীপ বিশ্বাসের আশ্বাস, 'ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে এনিয়ে আলোচনা হয়েছে। ধাপে ধাপে সব স্কুলেই পানীয় জলের প্রোজেক্ট শুরু হবে। স্কুলগুলির অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে যাওয়া হল না

আর্থিক সংকট বাধা হয়ে দাঁড়াল প্রিয়াংকার সাফল্যে

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ৫ সেপ্টেম্বর : ২৫ অগাস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে হয়ে গেল ওয়ার্ল্ড কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে ৩৭ কেজি বিভাগে সুযোগ পেয়েও টাকার অভাবে অংশ নিতে পারল না রাজগঞ্জ ব্লকের পনেরো বছরের প্রিয়াংকা রায়। অথচ জাতীয় কিক বক্সিংয়ে বহুবার সোনা জিতেছে সে। ব্লকের পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের গুলুকান্ত হাইস্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া প্রিয়াংকা দীর্ঘদিন ধরেই কিক বক্সিংয়ের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। জাতীয় স্তরে বহুবার সোনা জিতেছে। সদ্য পুনেতে ২১ থেকে ২৬ মে জাতীয় কিক বক্সিং প্রতিযোগিতাতেও সোনা ছিল তার দখলে। কিন্তু প্রতিবারই তার চলার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় পারিবারিক আর্থিক সংকট। বারবার জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে টাকার জন্য হোঁচট খায় সে। এবারও যেমন হাঙ্গেরি যেতে হোঁচট খেল সে।

প্রিয়াংকার বাবা নৌজন রায় আক্ষেপ করে জানান, তিনি কোনও রাজনৈতিক নেতা নন। এমনকি, তাঁর মেয়ে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়নি। তার পিছনে কোনও বড় মাথাও নেই। মেয়ের একমাত্র স্বপ্ন দেশের হয়ে সোনা জেতা। কিন্তু সেই স্বপ্ন সফল করতে শুধু প্রতিভাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে অর্থ থাকাও জরুরি। দরকার প্রশাসনিক সহযোগিতাও। মেয়ের জন্য 'দিদিকে বলো' কর্মসূচিতে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি বলে তাঁর দাবি।

২০২২-এ ইতালিতে ওয়ার্ল্ড কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ৩৭ কেজি লাইট কনট্যাক্টে অংশ নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছিল প্রিয়াংকা। বর্তমানে ওয়ার্ল্ড

প্রিয়াংকা রায়।

কিক বক্সিংয়ে সে দ্বাদশ র‍্যাংকের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ রায় বলেন, প্রিয়াংকা রাজ্যের তথা দেশের গৌরব। অথচ আর্থিক সংকটে সে বুদাপেস্টে কিক বক্সিংয়ে ৩৭ কেজি ইভেন্টে সুযোগ পেয়েও শুধুমাত্র টাকা জমা দিতে না পারায় বাদ পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছাড়া অন্য সরকার কিক বক্সিং প্রতিযোগীদের সহযোগিতা করেছে।

শিক্ষক দিবসে ময়নাগুড়ির একটি স্কুলে খুদেদের অনুষ্ঠান। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

জলপাইগুড়ি শহরে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ। বৃহস্পতিবার রাতে।

প্রতিবাদে শিক্ষক ও শিক্ষকর্মীরা

জলপাইগুড়ি ও চালসা, ৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবসের রাতে আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তি চেয়ে মশাল হাতে রাজপথে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের মহামিছিল দেখল শহর জলপাইগুড়ি। বৃহস্পতিবার রাত নয়টায় কদমতলা মোড়ে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ছবিতে মাল্যদান করে জলপাইগুড়ি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ঐক্য মঞ্চের 'প্রতিবাদের শিক্ষক দিবস' অবস্থান বিক্ষোভ এবং মশাল মিছিল আয়োজিত হল। মশাল হাতে সারা শহর পরিক্রমা করে দশটা নাগাদ অবস্থানে বসে ঐক্য মঞ্চ। কদমতলায় অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন চলে মধ্যরাত পর্যন্ত। এদিকে, শিক্ষক দিবসে আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল করল চালসার পড়ুয়ারা। এদিন বাতাবাড়ি আদর্শ কোচিং সেন্টারের তরফে পড়ুয়ারা জাতীয় পতাকা ও দাবির ব্যানার নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করে। মিছিলে পা মেলান পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও।

শিক্ষক দিবসে নানা অনুষ্ঠান

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৫ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার ছিল শিক্ষক দিবস। এদিন জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন সরকারি স্কুলগুলোর সঙ্গে বেসরকারি স্কুলগুলোতেও নাচে, গানে, কবিতায় শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনেক জায়গায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তনীরাও। বেশ কিছু স্কুলে মিড-ডে মিলের মেনুতে ফ্রায়েড রাইস, মাংসের সঙ্গে মিষ্টি, কেক এবং চকোলেট খাওয়ানো হয়। স্কুলগুলোর পাশাপাশি জেলা সদরের আনন্দ চন্দ্র কলেজ, পিডি কলেজ সহ অন্য মহাবিদ্যালয়গুলোতে দিনটি উদযাপিত হয়।

ডুয়ার্সের বুকেও এই উপলক্ষ্যে পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বাংলা, হিন্দি ও নেপালি মাধ্যমের সরকারি স্কুলগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলোতেও দিনটি সাড়ম্বরে পালিত হয়। ওদলাবাড়ির একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের পড়ুয়ারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানায়। ময়নাগুড়ি শহরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও দিনটি পালন করা হয়। শহিদগড় হাইস্কুলে পড়ুয়াদের নিজেদের হাতে তৈরি বার্ষিক 'কলতান' পত্রিকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এছাড়াও হাসপাতালপাড়া জুনিয়ার বেসিক স্কুল, একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলেও দিনটি পালন করা হয়েছে। ময়নাগুড়ির তৃণমূল কার্যালয়ে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বেলাকোবার প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে রানিনগর রবীন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের দুপুরে মাংসভাত খাওয়ানো হয়।

নাগরাকাটার বিভিন্ন স্কুলেও দিনটি পালন করা হয়। আগামী সাত সেপ্টেম্বর নাগরাকাটার প্রাথমিক শিক্ষকরা কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক দিবস আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মাল শহরে স্কুল ও কলেজে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মাল বিডিও কার্যালয়ের উদ্যোগে শহর সংলগ্ন রাজা চা বাগান থেকে বিডিও কার্যালয় পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রথম হয়েছেন শিক্ষক প্রদ্যুম্ন দাশগুপ্ত এবং আশাকর্মী ভারতী বর্মন। উপস্থিত ছিলেন বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বনশ্রী দাস। মেটেলি ব্লকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গয়েরকাটা, দুরামারি ও নাথুয়ার বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ধূপগুড়িতে প্রাথমিক স্কুল সার্কেলের তরফে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির এসডিও পুষ্পা দোলমা লেপচা, বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়। রাজগঞ্জের বিভিন্ন স্কুলেও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়েছে।

রোগপোকায় বিপদে আমন চাষ

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ ৫ সেপ্টেম্বর : রোগপোকার হানাদারিতে হলুদ হয়ে যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা আমন ধানের জমি। এমনই অভিযোগ উঠে আসছে রাজগঞ্জ ব্লকের একাধিক এলাকা থেকে। কৃষকরা জানাচ্ছেন, আমন ধানের চারার আগায় লুপার এবং আরেক ধরনের সাদা পোকার আক্রমণ দেখা গিয়েছে। এর হাত থেকে বাঁচতে অনেকে কীটনাশক স্প্রে করেছেন, আবার অনেকে দৌড়েছেন কৃষি দপ্তরে। আবার বেশ কয়েকজন কৃষকের দাবি, কীটনাশক স্প্রে করেও কোনও ফল হচ্ছে না। জলপাইগুড়ি জেলার সহ কৃষি অধিকর্তা গোপাল সাহার বক্তব্য, 'কী ধরনের রোগপোকার আক্রমণ হয়েছে সেটি আগে খোঁজ নেওয়া হবে। তারপর বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের সারিয়ামের বাসিন্দা চন্দন ঘোষ বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে এলাকায় বৃষ্টির দেখা নেই। ফলে আমন ধানজমি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। যার জেরে এই ধরনের পোকার আক্রমণ বাড়ছে। ধান গাছের আগা হলদে হয়ে যাচ্ছে। এমনটা চলতে থাকলে সম্পূর্ণ ধানখেত নষ্ট হয়ে যাবে।' এই এলাকার আরেক কৃষক মন্টু দাসের কথায়, 'কয়েক বিঘা জমিতে আমন ধান চাষ করেছি। চাষের কাজে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচ হয়েছে। চারা পোকায় নষ্ট হয়ে গেলে ধান ঘরে তুলব কী করে? কোনও দিশাই খুঁজে পাচ্ছি না।' সাত-আট বিঘা জমিতে আমন ধানের চাষ করেছেন দীপঙ্কর দাস। তাঁর বক্তব্য, 'বৃষ্টি না হওয়ায় এই রোগপোকার কবলে পড়ছে ধানজমি। বৃষ্টি হলে এই পোকা নিজে থেকেই চলে যাবে। না হলে কীটনাশক স্প্রে করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আবার কীটনাশক দিলেই যে পোকা আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব তাও বোঝা যাচ্ছে না।'

হলদে হয়ে গিয়েছে আমন ধানের চারা। রাজগঞ্জে।

স্প্রে মেশিন নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন রাজগঞ্জের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিপাড়ার কৃষক হুসেন আলি। চারা রোয়ার কথা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'প্রায় ছয়-সাত বিঘা জমির আমন ধানের চারা হলদে হয়ে গিয়েছে। জমিতে কীটনাশক তো দিলাম। কিন্তু তা কতটা কার্যকর হবে বুঝতে পারছি না। জমিতে জল একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে।' এই গ্রামের কৃষক আইজুল মোহাম্মদ ও আইজুদ্দিন মোহাম্মদের গলায় একইভাবে উদ্বেগ লক্ষ করা গেল। তাঁরা জানালেন, কিষান মান্ডি থেকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে। দু'দিন পর আবার অন্য এক ধরনের ওষুধ দেবেন তাঁরা। পাশাপাশি, শুক্রবার বিষয়টি কৃষি দপ্তরের গোচরে আনবেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

সাপের ছোবলে মৃত্যু

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : বেরুবাড়ির তোফাপাড়া এলাকায় এক মহিলা সাপের ছোবলে মারা গিয়েছেন। মৃতার নাম মায়া দাস (৬২)। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির রাধাগোবিন্দ মন্দির পরিষ্কার করতে গেলে ওই মহিলার পায়ে গোখরো সাপ ছোবল মারে। তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু হয়। তবে কিছুক্ষণ পরে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মায়ার ছেলে ভবতোষ দাস বলেন, 'মায়ের চিৎকারে ছুটে এসে দেখি একটি সাপ মন্দির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। দেড় মাস আগে মন্দির থেকে একটি গোখরো সাপ উদ্ধার করেছিল বন দপ্তর। মন্দিরে যে ফের সাপ আসতে পারে তা ভাবতেও পারছি না।'

পরিদর্শনে সচিব

ধূপগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের বিশেষ সচিব হৃষীকেশ মুদি জলপাইগুড়িতে কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখলেন। বৃহস্পতিবার বিশেষ সচিব জলপাইগুড়ি জেলার সদর, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি-এই তিনটি ব্লকে বাংলা শস্য বিমা, কৃষি সরঞ্জাম কিনতে ভরতুকি সহ একাধিক বিষয় নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। পাশাপাশি কৃষি দপ্তরের জেলা ও ব্লক স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কৃষি প্রকল্পগুলির বিষয়ে বৈঠক করলেন।

এদিন তিনি ময়নাগুড়ি ব্লকে প্রকল্পভিত্তিক কৃষিজমিগুলিতে গিয়ে ফলন দেখেন। তবে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় ধূপগুড়ির জমিগুলিতে তিনি যেতে পারেননি। তাঁর সঙ্গে জলপাইগুড়ির উপ কৃষি অধিকর্তা গোপাল সাহা, মহকুমা স্তরের সহ কৃষি অধিকর্তা পাপিয়া ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জেলার উপ কৃষি অধিকর্তা জানান, জেলার তিনটি ব্লকে কৃষি প্রকল্পগুলি থেকে কৃষকরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন সে বিষয়ে বিশেষ সচিব আলোচনা করেছেন।

হিউমপাইপের ওপর দিয়ে ঝুঁকির যাতায়াত

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : দোমোহনি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে ময়নাগুড়ি পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় যাওয়ার রাস্তাটি বেহাল দশায় রয়েছে। রাস্তা দিয়ে ঝোরার জল বয়ে গেলেও সেখানে কোনও কালভার্ট নেই। ঝুঁকি নিয়ে কয়েক হাজার বাসিন্দা হিউমপাইপের ওপর দিয়ে যাতায়াতে বাধ্য হচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় রায়, শম্ভু রায় প্রমুখের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও রাস্তার ওই অংশে কালভার্ট তৈরি করা হয়নি। প্রায়ই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। দোমোহনি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শুক্লা রায় দত্তের বক্তব্য, 'ওই রাস্তাটির বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। কী কারণে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটির কোনও সংস্কার হচ্ছে না, তা খোঁজ নিয়ে দেখব।'

দোমোহনি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে একটি রাস্তা জরদা নদীর পাড়বরাবর ময়নাগুড়ি শহরের দিকে গিয়েছে। দোমোহনি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর মৌয়ামারি গ্রামের পাশাপাশি ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খেকটাবাড়ি, বাগজান প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দারা কয়েক কিলোমিটার ঘুরপথ এড়াতে জরদা নদীর পাড়বরাবর এই রাস্তাটি ধরে পুরসভা এলাকায় যাতায়াত করেন। এই রাস্তার ওপর দিয়ে একটি ঝোরা বয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাস্তার ওই অংশে কোনও কালভার্ট নেই। পাঁচ বছর আগে দোমোহনি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে রাস্তার ওই অংশে একটি হিউমপাইপ বসানো হয়। তারপর থেকে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ঝোরাটি সীমানা এলাকায় থাকায় কালভার্ট তৈরিতে প্রশাসন উদাসীন বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

ওই রাস্তা দিয়ে গ্রামবাসীরা নিত্য কাজে ময়নাগুড়ি শহরে যাতায়াত করেন। পড়ুয়ারাও শহরের স্কুল-কলেজে যাতায়াত করতে ওই পথ ব্যবহার করেন। কিন্তু কালভার্ট না থাকায় ওই পথে যাতায়াত করা কঠিন হয়ে উঠেছে। মাঝেমধ্যে বাইক থেকে পড়ে দুর্ঘটনাও ঘটেছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

এভাবেই যাতায়াত করতে হয় খেকটাবাড়ি, বাগজান প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দাদের।

খেকটাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রমেন রায় বলেন, 'রাস্তাটিতে কালভার্ট তৈরির দাবিতে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে অনুরোধ করা হয়েছে। পাঁচ বছর ধরে রাস্তাটি সংস্কারের দাবি করে আসছি। আজও কিছু হল না।' জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের বর্তমান সদস্য দীপালি রায় বলেন, 'দোমোহনি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে থাকাকালীন আমি ঝোরার ওপর হিউমপাইপ বসিয়েছিলাম। বর্তমানে ওই রাস্তাটি সংস্কারের বিষয়টি দেখব।'

লোকালয়ে ফের হাতির হানা

চালসা, ৫ সেপ্টেম্বর : সন্ধ্যার পরে লোকালয়ে হাতির হানা বেড়েই চলেছে। চালসা রেঞ্জের খরিয়ারবন্দর জঙ্গল থেকে একটি হাতির দল লোকালয়ে ঢুকে ধানখেত নষ্ট করছে। বৃহস্পতিবার রাতে হাতির ওই দলটি খরিয়ারবন্দর জঙ্গল থেকে বাতাবাড়ি চা বাগান হয়ে পশ্চিম বাতাবাড়ি এলাকায় হানা দেয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে তাড়া খেয়ে হাতিগুলি ফের খরিয়ারবন্দর জঙ্গলে চলে যায়।

গত ২ সেপ্টেম্বর ২০-২৫ হাতির একটি দল গরুমারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খরিয়ারবন্দর জঙ্গলে চলে আসে। তারপর দুটি দলে ভাগ হয়ে একটি মঙ্গলবার রাতে গরুমারা জঙ্গলে চলে যায়। অন্য দলটি খরিয়ারবন্দর জঙ্গলেই থেকে গিয়েছে। চালসা রেঞ্জ ও খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা হাতির দলটির উপরে নজর রাখলেও জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ।। *বামনপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন শীতলকুচির বিধান বর্মন।*

পানীয় জল থেকে বঞ্চিত দুই হাজার

অকেজো জলপ্রকল্পে ক্ষোভ সুখানিতে

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : ২০২২ সালে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজগঞ্জের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষপল্লিতে বসানো হয়েছিল সৌরবিদ্যুৎ চালিত পানীয় জলপ্রকল্প। বলা হয়েছিল, অন্তত দু'হাজার মানুষ জল পাবে। কিন্তু প্রকল্পটি চালু হওয়ার কয়েক মাস পরেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, তাঁরা বিষয়টি বারবার স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে জানিয়েছেন। কিন্তু লাভ হয়নি। বাধ্য হয়ে পানীয় জল কিনে খাচ্ছেন তাঁরা।

এক-দু'মাস নয়, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই প্রকল্প থেকে পরিষেবা মিলছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এতদিনেও প্রকল্প সারাইয়ের কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় যথেষ্ট ক্ষুব্ধ তাঁরা। রাজগঞ্জের মাহানপাড়ার বাসিন্দা সাত্তার আলি বলেন, 'প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর বেশ কয়েক মাস ভালো জল পেয়েছি। কিন্তু তারপরেই এটি খারাপ হয়ে যায়। পরবর্তীতে সারাইয়ের ব্যবস্থা করেনি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।' সুভাষপল্লির বাসিন্দা কৃষ্ণ শা সোনার বলেন, 'প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর আমাদের মনে হয়েছিল আর জল কিনে খেতে হবে না। বেশ ভালো মানের জল পাচ্ছিলাম।

কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই জল আসা বন্ধ হয়ে যায়। বিষয়টি বারবার এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যকে জানিয়েও কিছু হচ্ছে না। জল কিনে খেতে হচ্ছে।' সুভাষপল্লিতেই মুরগির মাংসের দোকানদার সাবদার আলি বলেন, 'এক বছরেরও বেশি সময় ধরে জল আসছে না। খাওয়ার জল বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি, অনেক সময় কিনে খাচ্ছি। এলাকার প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্যা বিষয়টি জানেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না।'

সুভাষপল্লি এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা তথা সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শম্পা দত্তর বক্তব্য, ২০২২ সালে তিনি যখন প্রধান ছিলেন, তখন প্রকল্পটির সূচনা হয়। প্রায় এক বছর পরিষেবা পেয়েছিলেন এলাকাবাসী। তারপর থেকে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। বিষয়টি তিনি বর্তমান প্রধানকে জানিয়েছেন বলে জানান। এই প্রসঙ্গে প্রধান পরিমল রায়ের মন্তব্য, 'বিষয়টি শুনেছি তবে কেউ লিখিত জানায়নি। লিখিত জানালে প্রকল্প সারাইয়ের ব্যবস্থা করব।'

এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বঞ্চিত এলাকাবাসী।

হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্প

রাজগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে বৃহস্পতিবার পুলিশ ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। এতে হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও রোগীদের নিরাপত্তা অনেকটা নিশ্চিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়। জেলার সব হাসপাতালে একই ধরনের ক্যাম্প হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার।

তবে উদ্বোধনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিতাই দাসের। তাঁর কথায়, 'হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্প হবে ভালো কথা। কিন্তু তৃণমূলের ছোট-বড় নেতায় ভরে গিয়েছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দেখে মনে হচ্ছিল যেন তৃণমূলের পার্টি অফিস উদ্বোধন হচ্ছে।' তবে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিধায়ক গিয়েছেন দেখে স্থানীয় নেতারা গিয়েছিলেন। কোনও রাজনৈতিক নেতাকে আমন্ত্রণ করা হয়নি।'

বিদায় সংবর্ধনা

লাটাগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : গত ৩১ অগাস্ট লাটাগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপাল দাস দীর্ঘ ৩০ বছরের শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর নেন। বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসে বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের প্রিয় শিক্ষককে বিদায় সংবর্ধনা দেন সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা। তিনি নিজেও এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ছিলেন। আবেগপ্রবণ হয়ে ওই শিক্ষক বলেন, 'কোনওদিন ভাবিনি নিজের স্কুলেই শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সামলাব। বহু অমূল্য স্মৃতি রয়ে গিয়েছে বিদ্যালয়ের প্রতিটি কোণে। অবসর জীবনে সেইসব স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকব।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

মৌলানি, ৫ সেপ্টেম্বর : দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম নিশিকান্ত বিশ্বাস (৩৬)। তিনি মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মাটিয়ালি পালপাড়ার পঞ্চায়েত সদস্য দয়াবতী রায় বিশ্বাসের স্বামী ছিলেন। বুধবার রাতে মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীরস্থান এলাকায় তাঁকে স্কুটার নিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় মৌলানি-লাটাগুড়িগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রয়াত ব্যবসায়ী

লাটাগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : প্রয়াত হলেন লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান বরুণ সরকার (৭৩)। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্যানসারে ভুগছিলেন। বুধবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কলকাতার একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। লাটাগুড়ি শ্মশানে বৃহস্পতিবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর মৃত্যুতে লাটাগুড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অখণ্ড ভারতের মানচিত্র প্রাপ্তি

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : অখণ্ড বাংলার সীমান্ত এলাকার মানচিত্র সংগ্রহ করল সীমান্ত নাগরিক সমিতি। এই মানচিত্র সংগ্রহের ফলে সীমান্তের বড় শশী, চিলাহাটি, নাওতরি-দেবোত্তর এবং কাজলদিঘি-পরাণী গ্রামে সাত হাজার মানুষের জমি জরিপের কাজে সুবিধা হবে।

জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছিল, মানচিত্র না থাকায় তারা জমি জরিপের কাজ করতে পারছে না। ১৯৪৫ সালের অখণ্ড বাংলার মানচিত্র পাওয়ার পর সীমান্ত নাগরিক সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শুক্রবার তারা জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে মানচিত্র তুলে দেবে।

সীমান্ত নাগরিক সমিতির প্রবীণ নেতা তথা জলপাইগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় বলেন, তৎকালীন অখণ্ড ভারতের বোদা, পচাগড় এবং দেবীগঞ্জ থানার জমির দাগ নম্বর সহ নথি পাওয়া গিয়েছে। এই নথি সীমান্ত নাগরিক সমিতির নেতা সারদাপ্রসাদ দাস সংগ্রহ করেছেন। গোবিন্দবাবু জানান, প্রশাসনের তরফে তাঁদের বলা হয়েছিল ২০১৫ সালে অ্যাডভার্স ল্যান্ডের সমস্যা সমাধানের সময়ে ভারত বাংলাদেশকে মানচিত্র দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের তরফে কোনও মানচিত্র দেওয়া হয়নি। ফলে জলপাইগুড়ি জেলা সীমান্তে জমি জরিপের কাজ করা যাচ্ছে না।

গোবিন্দবাবু আশাবাদী, এই মানচিত্র জলপাইগুড়ি জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের হাতে দেওয়ার পর তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জমি জরিপের কাজ শুরু করতে উদ্যোগ নেবেন। তিনি আরও জানান, সীমান্ত নাগরিক সমিতির প্রতিনিধিরা মানচিত্র সহকারে শুক্রবার জলপাইগুড়িতে আসছেন।

দক্ষিণ বেরুবাড়ি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অন্নকান্ত দাসের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তের এই

> দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তের এই সমস্যার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলমতনির্বিশেষে সকলে সরব হয়েছেন। ১৯৪৫ সালের অখণ্ড ভারতের মানচিত্র প্রাপ্তি অবশ্যই একটি মাইলস্টোন। আমরা আশা করব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে।
>
> **-অন্নকান্ত দাস**
> *উপপ্রধান, দক্ষিণ বেরুবাড়ি পঞ্চায়েত*

সমস্যার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলমতনির্বিশেষে সকলে সরব হয়েছেন। ধারাবাহিকভাবে গণ আন্দোলনও হয়েছে। ১৯৪৫ সালের অখণ্ড ভারতের মানচিত্র প্রাপ্তি অবশ্যই একটি মাইলস্টোন। আমরা আশা করব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে।'

পুজোর আগে কুইক রেসপন্স টিম

হাতি-মানুষ সংঘাত রোধে উদ্যোগ

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : আশ্বিনের শুরু মানেই জমিতে তখন আমন ধান আধপাকা। আর তার লোভেই বন্যপ্রাণী বিশেষ করে হাতির দল জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসে। এরপর ধান আরও পাকলে হাতির দলের আনাগোনা তুলনামূলকভাবে বাড়তে থাকে। জঙ্গলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাওয়ার মুহূর্তে একাধিকবার চা বাগানের মাঝে কিংবা লোকালয়ে বেরিয়ে আসা হাতির দলকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে রীতিমতো কালঘাম ছোটে বন দপ্তরের কর্মীদের।

তখন একই সময়ে একাধিক জায়গায় হাতি বেরিয়ে আসায় নির্দিষ্ট সময়ে এলাকায় পৌঁছাতে অনেক ক্ষেত্রে দেরি হয়ে যায় বনকর্মীদের। স্বাভাবিকভাবেই এলাকাবাসীর রোষের মুখে মুখেও পড়তে হয় তাঁদের।

তাই এবার জঙ্গল সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বন দপ্তরের পাশাপাশি গঠন করা হচ্ছে কুইক রেসপন্স টিম।

ওই টিমে থাকা মানুষ প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবেন।

স্থানীয় যৌথ বন পরিচালন কমিটি, চা বাগান, বনবস্তির বাসিন্দারা বিশেষ দলে থাকবেন। পুজোর আগেই বিভিন্ন এলাকাজুড়ে ওই বিশেষ দল কাজ করবে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত রুখতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোর আগেই এই দল গঠনের কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা হয়েছে। শীতকালে ধানের মরশুমেও এই দল কাজ করবে। ইতিমধ্যে জঙ্গলের পাশাপাশি সমস্ত চা বাগান ও বনবস্তি এলাকাজুড়ে বিভিন্ন শিবিরও অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

চা বাগানে হাতি। নির্বিঘ্নে পুজো সম্পন্ন করতে বিশেষ দল কাজ করবে। -ফাইল চিত্র

আগের তুলনায় মানুষের উপস্থিতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ভালো ইঙ্গিত।'

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত রামশাই মোবাইল, মাল, খুনিয়া, বিন্নাগুড়ি স্কোয়াড ছাড়াও বন বিভাগের আওতাধীন দলগাঁও স্কোয়াড সহ বেশ কিছু রেঞ্জ বন্যপ্রাণী বিশেষ করে হাতিকে জঙ্গলে ফেরাবার কাজ করে। তবে বছরের একেক সময় হাতির আনাগোনা বেড়ে গেলে সেটা নিয়ন্ত্রণ করাই মুশকিল হয়ে যায়।

তাই গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের আওতাধীন যেই সমস্ত স্কোয়াড রয়েছে সেই সমস্ত এলাকাকে চিহ্নিত করে মোট ৮-১০টি বিশেষ

> দুর্গাপুজোর আগেই এই দল গঠনের কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা হয়েছে। শীতকালে ধানের মরশুমেও এই দল কাজ করবে। ইতিমধ্যে জঙ্গলের পাশাপাশি সমস্ত চা বাগান ও বনবস্তি এলাকাজুড়ে বিভিন্ন শিবিরও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগের তুলনায় মানুষের উপস্থিতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ভালো ইঙ্গিত।
>
> **- দ্বিজপ্রতিম সেন**
> *ডিএফও, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ*

দল গঠন করছে বন দপ্তর।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু জায়গাতে কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করে কাজ শুরু হয়েছে। আগামীতে আরও কিছু দল তৈরির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে বলে জানা গিয়েছে। ওই দলে বনকর্মীদের কেউ নিযুক্ত থাকবে না।

সামনেই দুর্গাপুজো। নির্বিঘ্নে পুজো সম্পন্ন করার জন্য বনকর্মীর পাশাপাশি ওই দলটিও সহযোগিতা করবে। ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গা রয়েছে যেখানে জঙ্গল ঘেঁষা এলাকাজুড়ে পুজো হয়ে থাকে। কিংবা বন্যপ্রাণী যাওয়া-আসা লেগে থাকে সেই জায়গাগুলোকেও বন দপ্তরের পাশাপাশি কুইক রেসপন্স টিম কাজ করবে।

পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে রোগী রেফার

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল মহকুমা হাসপাতালে উন্নীত হয়েছে আগেই। কিন্তু এখনও পরিকাঠামো উন্নয়নের অনেকটাই বাকি। যার জেরে ছোটখাটো ঘটনায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীদের স্থানান্তর করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলছেন রোগীর পরিজনরা।

যদিও স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ইতিমধ্যে ওই হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও নার্সদের পাঠানো হয়েছে। এক্স-রে মেশিন চালু করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে ইতিমধ্যে চক্ষু বিশেষজ্ঞ, অ্যানাস্থিজিওলজিস্ট, গাইনিকলজিস্ট সহ একাধিক চিকিৎসক এসেছেন। তার বাইরে আগে থেকেই পাঁচজন মেডিকেল অফিসার ছিলেন। বর্তমানে নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাতেও ওয়ার্ডে এবং ইমার্জেন্সিতে নার্স থাকছেন। পরিষেবায় বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে অত্যাধুনিক আরও চিকিৎসা সরঞ্জাম না আসা পর্যন্ত মহকুমা হাসপাতাল উপযোগী রোগী পরিষেবা দেওয়া অসম্ভব বলে বক্তব্য রোগী ও পরিজনদের। এক রোগীর আত্মীয় রিজু মহন্ত বলেন, 'সিটি স্ক্যান সহ বেশ কিছু পরীক্ষার জন্য জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ এক চরম হয়রানি।' আরেক রোগীর আত্মীয় শান্তনু দাসের কথায়, 'ধূপগুড়ি হাসপাতালের ওপর প্রচুর

অভিযোগের ঝুলি

সিটি স্ক্যান সহ বেশ কিছু পরীক্ষার জন্য জলপাইগুড়িতে পাঠানো হচ্ছে

মহকুমা স্তরের পরিষেবা সেই গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামোতেই চলছে

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, ধীরে ধীরে হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করা হবে

মানুষ নির্ভর করে। কিন্তু এখানে পরিষেবা না মিললে অসুস্থ রোগীকে জলপাইগুড়ি পাঠানো হয়। মহকুমা হাসপাতাল হিসেবে আরও উন্নতির প্রয়োজন। চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অবশ্য একদিকে ভালো হয়েছে, তবে পরিকাঠামোর দিকে দ্রুত নজর দেওয়া দরকার।'

স্থানীয়দের দাবি, মহকুমা স্তরে পরিষেবা দিতে গেলে হাসপাতালের নতুন বিল্ডিং প্রয়োজন। কিন্তু, সেই গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামোতেই পরিষেবা চলছে। ধূপগুড়ির বিএমওএইচ ডাঃ অঙ্কুর চক্রবর্তী বলেন, ধীরে ধীরে হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করা হবে।

প্রসঙ্গত, ধূপগুড়ি হাসপাতালের ওপর শুধু ধূপগুড়ি ব্লকের নয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভা এলাকা নয়, বানারহাট ব্লক এবং পার্শ্ববর্তী কোচবিহার জেলার ফুলবাড়ি সহ বেশ কিছু এলাকার লক্ষাধিক মানুষ ভরসা করেন।

স্বাভাবিকভাবেই পরিষেবার উন্নয়নে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি উঠেছে। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'স্বাস্থ্য দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তাঁরা ধূপগুড়ির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রয়োজনে আবারও আলোচনা করা হবে।'

ময়নাগুড়িতে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল কংগ্রেস কর্মীরা।

কংগ্রেসের বিক্ষোভ

ময়নাগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ময়নাগুড়িতে কংগ্রেস কর্মী মানিক রায়কে গণপিটুনি দিয়ে হত্যার ঘটনায় অপরাধীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে দ্রুত চার্জশিট জমা দেওয়ার দাবি, ময়নাগুড়ি দেবীনগর পাড়ায় মা ও ছেলে যথাক্রমে পরিমল বর্মন ও সাবিত্রী বর্মন খুনের ঘটনার পর এখনও দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার না হওয়া এবং আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়িতে অবস্থান বিক্ষোভ করল কংগ্রেস।

এদিন ময়নাগুড়ি ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে মঞ্চ বেঁধে সারাদিনব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভ চলে। বিক্ষোভে সারা ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে কংগ্রেস কর্মীরা শামিল হন। বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি নির্মল ঘোষদস্তিদার, কোচবিহার জেলা আইএনটিইউসি সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার, ময়নাগুড়ি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ ঘোষাল প্রমুখ। প্রদীপবাবু বলেন, 'ময়নাগুড়িতে কংগ্রেস কর্মীকে গণপিটুনি দিয়ে খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশ আদালতে চার্জশিট জমা করেনি। এছাড়া ময়নাগুড়িতে মা-ছেলে জোড়া খুন কাণ্ডে প্রায় এক বছর পেরোতে চললেও এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতীরা গ্রেপ্তার হয়নি। এদিনের অবস্থান কর্মসূচিতে এই দুটি বিষয়কে আমরা বিশেষভাবে শামিল করে আন্দোলনে নেমেছি। এছাড়া আরজি করের ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে আমরা অবস্থান বিক্ষোভ করেছি।'

ভিনরাজ্যে মৃত শ্রমিক

ময়নাগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ভিনরাজ্যে ফের মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের। আহত হলেও প্রাণে বাঁচলেন আরও এক শ্রমিক। মৃত ও আহত, দুই শ্রমিকের বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকে আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়ায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে নিহত রঞ্জিত রায়ের (৩৪) দেহ বাড়িতে আনা হয় অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে। সেই রাজ্যের হায়দরাবাদে এখন চিকিৎসাধীন আহত শ্রমিক প্রসেনজিৎ রায়।

সোমবার বিকেল নাগাদ হায়দরাবাদে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সোমবার কাজ করার সময় আচমকা লিফট ভেঙে রঞ্জিত সহ আরও কয়েকজন নীচে পড়ে গিয়েছিলেন। বাকিরা বেঁচে গেলেও রঞ্জিতের মৃত্যু হয়। একই লিফটে প্রসেনজিৎ ছিলেন। রঞ্জিতের বাবা বাবলা অবশ্য লিফটে ছিলেন না। তিনি বাড়ি ফিরেছেন।

খবর পাওয়ার পর থেকে গোটা গ্রামে শোকের ছায়া। বৃহস্পতিবার রঞ্জিতের মৃতদেহ আসার পর বাড়িতে ভিড় করেন গ্রামবাসী।

আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিলীপ রায় বলেন, 'মর্মান্তিক ঘটনা।'

গত বছরও ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে এই গ্রামের দুজনের মৃত্যু হয়েছিল। রঞ্জিত ও তাঁর বাবা সহ এলাকার বেশ কয়েকজন কাজের খোঁজে হায়দরাবাদে গিয়েছিলেন। নিহত রঞ্জিতের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

আগমনীর বার্তা। কাশ ফুল তুলতে ব্যস্ত দুই খুদে। জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

বিশ্বকর্মাপুজোয় বাগানে রক্তদান

বিদেশ বসু

মালবাজার, ৫ সেপ্টেম্বর : মালবাজারে বিশ্বকর্মাপুজো নিয়ে জোরদার প্রস্তুতি চলছে। শহরের পাশাপাশি আশপাশের চা বাগানগুলিতে রক্তদান শিবির থেকে ঢালাও প্রসাদ বিতরণের নানা উদ্যোগ রয়েছে।

চা বাগান ঘেরা মাল শহরের অন্যতম বড় উৎসব বিশ্বকর্মাপুজো। প্রতিটি চা বাগানেও বিশ্বকর্মাপুজো হয়। পুজোর কেনাকাটা চলে মাল শহর থেকেই। যার জেরে এই সময় বাজার তেজি থাকে। মাল হাসপাতালের সামনে দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বকর্মাপুজো করে আসছে নিউ কার স্ট্যান্ড। পুজোতে সামাজিক কর্মকাণ্ডও চলে। স্ট্যান্ডের তরফে সুবল দে বলেন, 'আমরা প্রতিবার বিশ্বকর্মাপুজোয় রক্তদান শিবির করি। এবারও রক্তের সংকট মেটাতে শিবির হবে। আমরা একশোর বেশি রক্তের ইউনিট সংগ্রহের টার্গেট রেখেছি।' বাসস্ট্যান্ডের পাশে টোটোচালকদের একতা টোটো ইউনিয়ন কার্যালয় আছে। সেখানেও পুজো নিয়ে প্রস্তুতি চলছে। ইউনিয়নের তরফে পার্থ মিত্র জানান, তাঁরা ঢালাও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা রাখছেন। শহরে অসংখ্য গ্যারাজ এবং যন্ত্রপাতির দোকান রয়েছে। সেগুলোতেও বিশ্বকর্মাপুজোর প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে, মাল শহরেরই বিভিন্ন কারখানা থেকে প্রতিমা যায় চা বাগানগুলিতে। সেই কারখানাগুলিতেও এখন চরম ব্যস্ততা। স্থানীয় মৃৎশিল্পী অরুণ পাল বলেন, 'আমাদের মালবাজারের তৈরি প্রতিমা শহরের পাশাপাশি গ্রাম, চা বাগান এবং পাহাড়ে যায়। আমরা পর্যাপ্ত বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরি করছি।'

মাল শহরে কারখানায় রাত জেগে প্রতিমা তৈরি চলছে।

বিজয়িনী কর্মসূচি

বেলাকোবা, ৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবসে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে বেলাকোবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে তিনদিনের বিজয়িনী কর্মসূচি শুরু হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌবনিক মুখোপাধ্যায়, ডিএসপি শেরপা দোরজি লেপচা, রাজগঞ্জের আইসি অনুপম মজুমদার, বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি কে সাংটি লেপচা প্রমুখ পুলিশকর্তারা। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা কর্মসূচিতে অংশ নেয়।

এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ডঃ অপর্ণা রায়। সৌবনিক মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পুলিশের থেকে ছাত্রীরা আত্মরক্ষার কৌশল শিখতে, বিপদে সেই কৌশলে আত্মরক্ষা করতে পারবে।' অনুষ্ঠানে ছাত্রীরা নাচ-গানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি জানান, তিনদিন ধরে বেলাকোবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এই অনুষ্ঠানটি চলবে। আত্মরক্ষা, নারী পাচার, সাইবার ক্রাইম প্রমুখ বিষয়ে সচেতন করতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ডঃ অপর্ণা রায় এজন্য জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশকে এজন্য ধন্যবাদ জানান। মোট দেড়শো ছাত্রী এতে যোগ দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ছাত্রী শ্রেয়া রায়, রেণুকা বর্মন, স্বস্তিকা রায় জানান, এমন কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁরা উপকৃত হবে। তিনদিনের বিজয়িনী কর্মসূচিতে কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় সেই কৌশল ছাত্রীরা রপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

কলকাতা এবং

মোদিকে চিঠি

প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অপরাজিতা বিলের কপি পাঠালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিল যাতে দ্রুত কার্যকর হয়, তার জন্য চিঠিও দিয়েছেন অধ্যক্ষ।

৪০ কোটি

রাজ্যের মেডিকেল কলেজে নিরাপত্তা বাড়াতে ৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করল রাজ্যের অর্থ দপ্তর। এই টাকায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে সিসিটিভি, পর্যাপ্ত আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হবে।

মৃতদেহ উদ্ধার

উত্তর কলকাতার সিঁথির অভিজাত আবাসনে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। কীভাবে তাঁদের মৃত্যু হল তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বহিষ্কৃত

তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের ৬ পদাধিকারীকে বহিষ্কার করল দল। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁরা দলবিরোধী কাজ করছিলেন বলে দলের কাছে অভিযোগ এসেছিল।

৯ সেপ্টেম্বর আরজি করের সুপ্রিম শুনানি

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে ঘটনাস্থল সেমিনার হলের পাশের ঘরটি তড়িঘড়ি সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষই। নির্যাতিতার মৃত্যুর পরের দিনই অকুস্থলের লাগোয়া ডক্টরস রুম ও তার পাশের শৌচালয় সংস্কারের জন্য আরজি করের কর্তব্যরত পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে চিঠি লিখেছিলেন তিনি। সেই চিঠিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনার পর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন সন্দীপ। ফলে শুধু আর্থিক দুর্নীতি নয়, নির্যাতিতার মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা নিয়ে ক্রমশ প্রশ্ন ঘনীভূত হচ্ছে। ৫ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর সংক্রান্ত মামলাটির শুনানি থাকলেও তা পিছিয়ে যায়। তবে ৯ সেপ্টেম্বর মামলাটির শুনানি হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সূত্রের খবর, ১০ অগাস্ট প্ল্যাটিনাম জুবিলি বিল্ডিংয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা কৌস্তভ নায়েক ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতেই সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই বৈঠকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও অন্য চিকিৎসকরা ছিলেন। তখন সংস্কারের বিষয়টি উঠে আসে। তা নিয়ে একটি খসড়া তৈরি করে উল্লেখ করা হয়, নার্সদের চেঞ্জিং রুম হিসেবে আরএমও এবং এমও-র ঘরকে ব্যবহার করা হবে। তার লাগোয়া শৌচালয় পরিবর্তন করতে হবে। পিপিটি রুম ও নার্সদের আগের চেঞ্জিং রুম ৪ শয্যা বিশিষ্ট ডক্টরস রুম হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তার পাশে শৌচালয় তৈরি করা হবে। ব্রঙ্কোস্কোপি রুম ও মনোরোগ বিভাগের শৌচালয় মেরামত করা দরকার। তারপরই পূর্ত দপ্তরের সিভিল ও ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠানো চিঠিতে তৎকালীন অধ্যক্ষ লিখেছিলেন, রেসিডেন্ট ডাক্তাররা দাবি করেছেন, আরজি করের বিভিন্ন বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের

সংস্কারের নির্দেশ দেন সন্দীপই

জন্য ডক্টরস রুম ও তার সংলগ্ন পুরুষ ও মহিলা শৌচালয়ের অভাব রয়েছে। তাই স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। নির্দেশিকায় স্বাস্থ্য ভবনের কর্তাদের বিষয়ে উল্লেখ থাকতেই নড়েচড়ে বসেছে স্বাস্থ্য ভবন। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তার দাবি, ওই বৈঠকে সার্বিক সংস্কারের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তারপর সেই সূত্র ধরে পরের দিন পৃথক একটি কমিটি গঠন করেন সন্দীপ। তাঁর নির্দেশে সেই কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় চেস্ট মেডিসিন বিভাগের কী কী এবং কীভাবে ভাঙতে হবে। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ভবন কীভাবে অনুমতি দিল তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

এদিন তদন্তের কারণে আরজি করে পৌঁছোয় সিবিআইয়ের একটি দল। সন্দীপ প্রসঙ্গে সিবিআইয়ের দাবি, হাসপাতালের অ্যাকাডেমির টাকা ঘুরপথে সন্দীপের কাছেই আসত। তাঁর ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারদের বরাত দেওয়া হত। সন্দীপের ব্যক্তিগত বাউন্সার আফসার আলির স্ত্রীকে হাসপাতাল চত্বরে ক্যাফে তৈরির বরাতও পাইয়ে দেন তিনি।

আরজি করের ঘটনায় প্রতিবাদ চলছেই। বুধবার রাত দখলের সময় শ্যামবাজারে। ছবি : শুভময় মিত্র

হেনস্তার নিন্দায় ঋতুপর্ণা ও মিমি

কেন্দ্রের সম্মাননাও ফেরাবেন তো, প্রশ্ন ব্রাত্যর

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে বুধবার রাতদখল কর্মসূচিতে চরম হেনস্তার শিকার হলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং মিমি চক্রবর্তী। মিমি গিয়েছিলেন তাঁর প্রাক্তন কেন্দ্র যাদবপুরে। সেখানে মোমবাতি হাতে নিয়ে প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু মিমিকে আসতে দেখেই ভিড়ের মধ্যে থেকে 'গো ব্যাক' স্লোগান উঠতে শুরু করে। তার কিছুক্ষণ পরেই সেই প্রতিবাদ মিছিল থেকে ফিরে আসেন যাদবপুরের প্রাক্তন সাংসদ। তিলোত্তমার ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে আগেই সরব হয়েছিলেন মিমি। পোস্টও করেছিলেন।

বুধবার রাতে যাদবপুরে প্রতিবাদ মিছিলে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। যদিও গো ব্যাক স্লোগান শুনে তিনি পরে ফিরে যান।

তাঁর সেই পোস্টের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বেশ কয়েকটি ভুয়ো হ্যান্ডেল থেকে তাঁকে অশালীন আক্রমণও করা হয়। ডিজিটাল ক্রাইম সেকশনে সে বিষয়ে অভিযোগও জানান তিনি। কিন্তু এত কিছুর পরেও মিমি চক্রবর্তীকে তাঁর পুরানো কেন্দ্র থেকে ফিরে যেতে হয়।

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত গিয়েছিলেন শ্যামবাজারে। ঋতুপর্ণাকে সেখানে দেখেই তারস্বরে 'গো ব্যাক' ধ্বনি উঠতে থাকে। তাঁর শাঁখ বাজানোর ভিডিও নিয়ে ট্রোলিং শুরু হওয়ার পর থেকেই সোশাল মিডিয়ায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে নিয়ে একের পর এক কুমন্তব্য এবং মিম দেখা যায়। তারই প্রতিফলন ঘটল শ্যামবাজারের ওই ভরা সভায়। ঋতুপর্ণা ফিরে আসতে গিয়েও হেনস্তার শিকার হন। তাঁর গাড়ির ওপর চড়াও হয় জনতা। যথেচ্ছ আঘাত করা হয় গাড়িতে। তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীও বিপদে পড়েন। তাঁদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়।

এই ঘটনার পর ঋতুপর্ণা জানিয়েছেন 'আমি আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ ও চিকিৎসক পড়ুয়ার জন্য সুবিচার চেয়ে শ্যামবাজারের জমায়েতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ছবিটা বদলে গেল। আমাকে দেখে 'গো ব্যাক' ধ্বনি দেওয়া শুরু হল। তাতে কিছু মনে করিনি। আমি ওদের বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গে বসতে এসেছি। কিন্তু ওরা কোনও কথা শুনল না। আমার গাড়িতে জুতো ছুঁড়ল। বাড়িতে ফিরে দেখি গাড়িতে শুধু হাতের ছাপ। হাত দিয়ে মেরে গাড়ি তুবড়ে দিয়েছে। কলকাতার প্রতিবাদী চেহারার মধ্যে এই চেহারাটা দেখে আমি লজ্জিত, আহত, কম্পিত। বুধবার আমি মরেও যেতে পারতাম। একজন তারকা হিসেবে নয়, একজন অরাজনৈতিক, নিরপেক্ষ মানুষ হিসেবে আমি গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম নিহত চিকিৎসকের বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে বলব, ওঁদের লড়াইয়ে আমিও আছি।'

ঋতুপর্ণা খেদের সঙ্গে বলেন, 'যাঁরা এটা করলেন, তাঁরা নিজেরাও জানেন না কী করলেন। তবে আমি থেমে যাব না। আমার ভিতরে প্রতিবাদ থাকবে। আমিও একইভাবে সুবিচার চাইব। সেটা থামবে না।'

আরজি কর কাণ্ডে একের পর এক শিল্পী রাজ্য সরকারের দেওয়া বিভিন্ন সম্মাননা ফিরিয়ে দিচ্ছেন। অভিনেতা চন্দন সেন, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, শিল্পী সনাতন দিন্দা প্রমুখ রয়েছেন এই তালিকায়। বৃহস্পতিবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, কেন্দ্রীয় স্তরে যদি এমন কোনও ঘটনা ঘটে তাহলে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া পুরস্কার ফেরাবেন তো? তিনি বলেন, 'যাঁরা সম্মাননা ফেরাচ্ছেন, তাঁদের কিছু বলার নেই। কোনও বিরূপ মন্তব্য করতে চাই না।' সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনে পথে দেখা গেলেও আরজি করের ঘটনার পর তেমনভাবে তাঁকে রাস্তায় দেখা যাচ্ছে না।

ব্রাত্যর সাফাই,'ওইসময় আমি কোনও রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রী ছিলাম না। কিন্তু বর্তমানে আমি প্রশাসনের অঙ্গ। তবে যাঁরা প্রতিবাদ করছেন, আমার স্বর তাঁদের সঙ্গেই আছে। কিন্তু আন্দোলনে অনেকেরই আঙুল প্রশাসনের দিকে উঠছে। প্রশাসনের অঙ্গ হয়ে কীভাবে নিজের দিকে আঙুল তুলব?'

চন্দন সেন প্রসঙ্গে ব্রাত্যর বক্তব্য, উনি বামফ্রন্টের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও পুরস্কার দেওয়ার সময় তৃণমূল সরকার কোনও বাছবিচার করেনি। রাজনৈতিক পরিচয়ের নিরিখে তাঁর শৈল্পিক কৃতিত্বের বিচার করেনি।' এদিন রাজ্য চারুকলা পর্ষদের কার্যকরী সদস্যপদ ছাড়েন শিল্পী সনাতন দিন্দা। তাঁর ফেসবুক পোস্টে নিহত ডাক্তারকে নিজের বোন বলে পরিচয় দেন।

সিপির পুলিশ পদক কাড়তে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর ইস্যুতে রাজ্য সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে আবার নিশানা করল বিজেপি। কেন্দ্রের দেওয়া রাষ্ট্রপতি পুলিশ মেডেল ও পুলিশ মেডেল কেড়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ ছাড়া আরজি করের ডাক্তার ছাত্রীর মৃত্যুর কিনারা হওয়া অসম্ভব বলে দাবি করেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। আরজি করের ঘটনায় পুলিশি ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের অপসারণ দাবি করেছিল বিজেপি। ডাক্তার ও নাগরিকসমাজ থেকে পুলিশ কমিশনারের ইস্তফার দাবি উঠেছে।

এই আবহে বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি লিখে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে দেওয়া পদক কেড়ে নেওয়ার আর্জি জানালেন শুভেন্দু। যদিও এদিনই দিল্লিতে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'মেডেল ফিরিয়ে নেওয়ার কোনও ব্যবস্থা আদৌ আছে কিনা আমার জানা নেই।'

শুভেন্দুর মতে, বর্তমান পুলিশ কমিশনারের হাতে কলকাতা পুলিশের সম্মান নষ্ট হয়েছে। আরজি করের ঘটনায় সারা দেশের মানুষের কাছে রাজ্যবাসী ও কলকাতা পুলিশবাহিনীর মাথা হেঁট হয়েছে। সেই কারণেই তাঁকে দেওয়া এই সম্মান ফিরিয়ে নেওয়া হোক। রাষ্ট্রপতির কাছে এই দাবি জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কেও চিঠি দিয়ে এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

মেয়াদ বৃদ্ধি

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : ধর্না অবস্থানের সময় বৃদ্ধির আর্জি নিয়ে বৃহস্পতিবার আবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপির তপশিলি মোর্চা। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ নির্দেশ দেন, কর্মসূচি চালিয়ে যেতে পারবে বিজেপি। তবে আগের শর্ত মাথায় রাখতে হবে।

৫ ডাক্তারের বিরুদ্ধে সুপারিশ আইএমএ'র

চাকরিতে সাসপেন্ড বিরূপাক্ষ, অভীককে

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের পর এবার আরও ৫ ডাক্তারকে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করল আইএমএ-এর বাংলা শাখা।

তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আইএমএ-র জলপাইগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাক্তার সুশান্ত রায়। এছাড়াও রয়েছেন ডাক্তার অভীক দে, ডাক্তার তাপস চক্রবর্তী, ডাক্তার দীপাঞ্জন হালদার ও ডাক্তার বিরূপাক্ষ বিশ্বাস।

বিতর্কিত মন্তব্য করায় বিরূপাক্ষকে দু-দিন আগেই বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে কাকদ্বীপে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভের কারণে তিনি কাজে যোগ দিতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি ডক্টর সুদীপ্ত রায়কে আইএমএ বাংলা শাখার পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে, আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যে ভয়াবহ অপরাধ ঘটেছে, সেই সূত্রে কাউন্সিলের এই সদস্যদের বিতর্কিত অবস্থান বারবার ডাক্তারদের প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এদের কাউকে ঘটনার দিন আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দেখা গিয়েছে অথবা কেউ সিবিআইয়ের স্ক্যানারেও রয়েছেন।

এদিনই বিরূপাক্ষ বিশ্বাস ও অভীক দে-কে সাসপেন্ড করেছেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। অভীক দে-র বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত চলছে।

এই পরিস্থিতিতে কাউন্সিলের দুই চিকিৎসক ডাক্তার সুমন মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার দীপাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাকি পাঁচজনকে সাসপেন্ড করার জন্য সুপারিশ করেছে আইএমএ। ওই পাঁচ ডাক্তারের নাম চিঠিতে উল্লেখ করে আইএমএ-র তরফে বলা হয়েছে, অভিযুক্তদের সঙ্গে এই ঘটনায় ধৃত সন্দীপ ঘোষের যোগাযোগ স্পষ্ট।

সুশান্ত রায়কে নিয়ে অনেক আগেও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। প্রভাব খাটিয়ে তিনি উত্তরবঙ্গের ওএসডি হয়েছিলেন। পরে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলের সহ সভাপতিও হয়েছেন। ৯ অগাস্ট তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর তাঁকে আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখা গিয়েছিল। এছাড়াও অভীক দে জলপাইগুড়ি আইএমএ-র সহ সভাপতি পদে ছিলেন। বিতর্কের জেরে তাঁকে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে।

চর্চায় দেবের মন্তব্য

কন্যাশ্রী, বেটি বাঁচাও অর্থহীন

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : মেয়েদের বাঁচাতে না পারলে 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী'র মতো প্রকল্পের কোনও প্রয়োজন নেই। বৃহস্পতিবার ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ অভিনেতা দেব এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে জোর রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বরাবরই বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদে সামনের সারিতে থাকেন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি রাস্তাতেও নেমেছিলেন।

এদিন ঘাটালে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আর্টিস্ট ফোরামের সমাবেশে তিনি ভাষণও দেন। সেখানেই আরজি করের নির্যাতিতার প্রসঙ্গ টেনে দেব বলেন, 'কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও প্রকল্পের কোনও মানে নেই। যদি না আমরা আমাদের দেশের মেয়েদের বাঁচাতে পারি। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈঠক করা উচিত। আমাদের মূল লক্ষ্য, অপরাধীদের কীভাবে দ্রুত শাস্তি দেওয়া যায়।'

এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দেব বলেন, 'এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক, বেদনাদায়ক। আর কোনও মেয়ের নাম যাতে তিলোত্তমা না রাখতে হয়, সেটা আমাদের দেখা উচিত। সামাজিক মাধ্যমে দেখছি, অসমের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু বলছেন। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এটা বাংলা বা রাজ্যের সমস্যা নয়। গোটা দেশের সমস্যা। আমাদের সকলের রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে এই অপরাধ দমন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা উচিত।' আবেগতাড়িত হয়ে দেব বলেন, 'আমার বাড়ির মা, বোন যাতে সুরক্ষিত থাকে, তার দায়িত্ব আমার, আপনার। আমরা সবাই এই নোংরা ঘটনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে আর কোনও বোনকে এই কষ্টের মুখে পড়তে হবে না।'

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেব যেভাবে 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী' প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলেছেন, তাতে হতবাক অনেকেই। কারণ এই দুটি প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প বলেই পরিচিত। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে বারবার সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

> কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও প্রকল্পের কোনও মানে নেই। যদি না আমরা আমাদের দেশের মেয়েদের বাঁচাতে পারি। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈঠক করা উচিত। আমাদের মূল লক্ষ্য, অপরাধীদের কীভাবে দ্রুত শাস্তি দেওয়া যায়।
>
> **দেব**

ইস্তফাও দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূল সাংসদ হয়ে দেব 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী' প্রকল্প নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে রাজ্যের ওপর চাপ তৈরি হল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে দেবের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়নি।

কাজে ফেরার আবেদন বিমানের

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : এবার মানবিকতার স্বার্থে, ডাক্তারদের কাজে যোগ দেওয়ার আর্জি জানালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে বিধানসভার এক অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে বলেন, 'শুধু রাস্তায় জাস্টিস চাই বলে মিছিল করলে জাস্টিস পাওয়া যায় না। বিচার প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট পথে এগোচ্ছে। আমরা চাই, চিকিৎসকরা এবার কাজে ফিরুন।' জাস্টিস চাই নিয়ে বিমানের এই মন্তব্যে নতুন করে জলঘোলা হতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে রাত দখলের কর্মসূচিতে উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগানে মুখরিত কলকাতা সহ গোটা রাজ্য। এই আবহে এদিন চিকিৎসকদের উদ্দেশে বিমান বলেন, 'শুধু রাস্তায় মিছিল করে উই ওয়ান্ট জাস্টিস বলে স্লোগান দিলেই জাস্টিস মেলে না। তার জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা আছে।' নাগরিক সমাজের আন্দোলনের ওপর হামলা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বলেও মনে করেন স্পিকার।

ফের বিতর্কে

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের পর থেকেই তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় নানাভাবে বিতর্কিত মন্তব্য বা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে বিব্রত করেছেন দলকে। বুধবার রাত দখল কর্মসূচিতে তিনি দিল্লিতে মানববন্ধনে উপস্থিতও ছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকালে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন সুখেন্দুশেখর। মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের পদাবলি-মাধুর্য পোস্ট করে ইংরেজি ও বাংলায় তিনি লিখেছেন, 'শুনহো মানুষ ভাই, সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই'।

দুর্নীতির সঙ্গে খুনের যোগসূত্রের খোঁজে সিবিআই

স্বরূপ বিশ্বাস

আরজি কর নিয়ে তদন্ত

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর ঘিরে দুর্নীতিচক্রের সঙ্গে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার যোগসূত্র খুঁজে পেতে মরিয়া সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসাররা। দুইয়ের মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে, সেই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই প্রায় নিশ্চিত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই বিষয়ে যত বেশি সম্ভব তথ্যপ্রমাণ পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সিবিআই। তবে তারাও এটা বুঝতে পারছে, তথ্যপ্রমাণ জোগাড়ে যত সময় লাগছে মানুষ ততো অধৈর্য হয়ে পড়ছেন।

সূত্রের খবর, ধর্ষণ ও হত্যা রহস্য উন্মোচনে জোর তৎপরতা চালানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে ঘটনার তথ্যপ্রমাণ লোপাটের বিষয়টি সিবিআইয়ের তদন্তের পথে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ানোয় তদন্তের জাল গুটিয়ে আনতে সময় লাগছে। একপক্ষ কালের বেশি সময় তদন্তানুসন্ধান

চালিয়ে সিবিআই প্রায় নিশ্চিত, ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার সঙ্গে ওই হাসপাতালের দুর্নীতিচক্রের যোগসূত্র আছে। ইতিমধ্যে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। সিবিআই নিশ্চিত, ধৃতদের কড়া জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে আরও কয়েকজনের নাম বেরিয়ে আসবে। তাদের মধ্যে প্রভাবশালী কেউ কেউ থাকলেও থাকতে পারে। এদের ধরা গেলে রহস্য অনুসন্ধান আরও সহজ হবে। কেন সিবিআই এতদিন ঘটনার তদন্তভার হাতে নেওয়ার পর আর কোনও 'ব্রেক থ্রু' হল না, এই নিয়ে জনমানসে প্রশ্ন উঠেছে। এতে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে সিবিআই।

কোর্টে নেই রাজ্যের উকিল

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের অপসারণ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। কিন্তু তাঁর হয়ে সওয়াল করতে বৃহস্পতিবার উপস্থিত ছিলেন না সরকারি কোনও আইনজীবী। এই ঘটনায় বিরক্ত হয়ে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম মন্তব্য করেন, 'আরজি কর মামলার শুনানিতে প্রাক্তন অধ্যক্ষের হয়ে সরকারি আইনজীবী সওয়াল করতে পারেন আর এখন কোনও আইনজীবী নেই?' এদিন সরকারি আইনজীবীকে মামলার নোটিশ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি।

নির্দেশ

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি করের নির্যাতিতার ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে কুমন্তব্য করার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হল। বিষয়টি সিবিআইকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

হাসপাতালে ভর্তি নেমেছে অর্ধেকে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের পর রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ভর্তির হার অর্ধেকে নেমে এসেছে। অস্ত্রোপচার কমেছে ৭৫ শতাংশ। বুধবার স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এই নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো হয়। ওই রিপোর্টেই বলা হয়েছে, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়েছেন সাধারণ মানুষ। যদিও স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম দাবি করেছেন, ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। এরই মধ্যে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বৃহস্পতিবার সকালেই এক নির্দেশিকায় জেলা শাসকদের জানিয়ে দিয়েছেন, কোনওভাবেই সাধারণ মানুষকে হেনস্তার মুখে পড়তে দেওয়া যাবে না। সেই কারণে সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন ৬০০টি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচার হয়। ১০ অগাস্ট ডাক্তারদের কর্মবিরতি চালু হওয়ার পর তা প্রায় ৭৫ শতাংশ কমে

অস্ত্রোপচার কমেছে ৭৫ শতাংশ

গিয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগী পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় বেসরকারি হাসপাতালে বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। যার ফলে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পেও খরচ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এতে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে বিল মেটাতে ১৫০ কোটি টাকা অর্থ দপ্তর থেকে মঞ্জুর করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে দৈনিক প্রায় ৬ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে রাজ্য সরকারের। আগে এই খরচ ছিল দৈনিক ৩ কোটি টাকা। সরকারি হাসপাতালের প্রতি সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে হেল্প ডেস্ক তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পান, তার জন্য হেল্প ডেস্কে থাকা অফিসাররা সহযোগিতা করবেন। কিন্তু কলকাতা শহরের গুরুত্বপূর্ণ দুই হাসপাতাল আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং এসএসকেএম হাসপাতালে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব বলেন, 'বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কাজকর্ম স্বাভাবিকের দিকে এগোচ্ছে। ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিব জেলা শাসকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেইমতো হাসপাতালগুলিতে রোগী পরিষেবা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে।'যদিও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিভিন্ন হাসপাতালে রোগী পরিষেবা যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পরিষেবা কিছুটা স্বাভাবিক থাকলেও সরকারি হাসপাতালগুলির ক্ষেত্রে সমস্যা এখনও গুরুতর। এই রিপোর্ট পাওয়ার পরই বৃহস্পতিবার মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলায় জেলায় হাসপাতালের পরিষেবা স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন তিনি।

শুক্রবার, ২০ ভাদ্র ১৪৩১, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১১০ সংখ্যা

স্বাস্থ্যে হুমকি-চক্র

বাংলার মেডিকেল কলেজগুলিতে নরক গুলজার হয়েছে এতদিন। স্বেচ্ছাচারের চূড়ান্ত নজির একে একে বেরিয়ে আসছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সর্বশেষ ঘটনাটি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চরম অরাজকতাকে বেআব্রু করে দিয়েছে। চিকিৎসক-পড়ুয়ারা কলেজের অধ্যক্ষের মুখের ওপর দুর্নীতি ও ঔদ্ধত্যের নানা উদাহরণ তুলে ধরেছেন। তাতে পরীক্ষায় দুর্নীতির সমস্ত প্রমাণ বেআব্রু হয়েছে। একশ্রেণির প্রভাবশালী চিকিৎসক, এমনকি পড়ুয়া চিকিৎসকের কলেজ পরিচালনায় বেআইনি হস্তক্ষেপ সামনে চলে এসেছে।

মেডিকেল কলেজগুলি হয়ে উঠেছে ত্রাসের রাজত্ব। বেআইনি কাজে বাধা দিলে, প্রভাবশালীদের ইচ্ছায় সায় না দিলে চরম হয়রানির বিভিন্ন নজির প্রকাশ্যে চলে এল। এমনকি সিনিয়ার চিকিৎসকরাও যে এই চক্রের স্বেচ্ছাচার থেকে রেহাই পেতেন না, তা উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে তাঁরা নিজেরা তুলে ধরলেন। অধ্যক্ষকে জুনিয়ার ডাক্তাররা ঘেরাও করে রাখাকালীন সিনিয়ার চিকিৎসকরা যেভাবে তাঁদের ওপর হুমকির কথা তুলে ধরলেন, তা এককথায় ভয়াবহ।

'থ্রেট কালচার' বা হুমকি-সংস্কৃতি শব্দবন্ধনীটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেকদিন ধরে প্রচলিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছরের অগাস্টে এক ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যুর পর সেই হুমকি সংস্কৃতির রোমহর্ষক বিবরণ জানা গিয়েছিল। যদিও তা সীমাবদ্ধ ছিল ছাত্রাবাসের মধ্যে। কিন্তু স্বাস্থ্যক্ষেত্রে গোটা চিকিৎসা কাঠামোর মধ্যে হুমকি-সংস্কৃতির ভাইরাস ছড়িয়ে গিয়েছে। যার শিকড় অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজের সদ্য অপসারিত সুপারিন্টেন্ডেন্ট রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে খোদ অধ্যক্ষের নালিশ স্বাস্থ্য ভবনে পাত্তা না পাওয়া সেই শিকড়ের পরিচয় বুঝিয়ে দেয়।

মাত্র জনাকয়েক গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন। সুশান্ত রায়, সন্দীপ ঘোষ, দেবাশিস সোম, রাজীব প্রসাদ, রণজিৎ মণ্ডলের মতো সিনিয়ার চিকিৎসকের পাশাপাশি ছড়ি ঘোরানোর এই চক্রে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন অভীক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাস প্রমুখ চিকিৎসক। পিছনে বড় মদত না থাকলে ক্ষমতার মধুচক্র এভাবে বিনা বাধায় এতদিন সক্রিয় থাকতে পারত না।

সিনিয়ার চিকিৎসকরা এখন সরব হওয়ায় ওই চক্রে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের খোদ ডিন সন্দীপ সেনগুপ্তের প্রভাব খোলসা হল। প্রমাণ হল, কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহাও ধোয়া তুলসীপাতা নন।

আরজি কর মেডিকেল কলেজের তরুণী চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এখন স্পষ্ট হচ্ছে, প্রভাবশালীদের কুকর্মের প্রতিবাদ কিংবা নিছক প্রশ্ন করলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের মহিলা জুনিয়ার ডাক্তাররা ধর্ষণের হুমকি শুনেছেন। ভয়াবহ ও অরাজক পরিস্থিতি বললেও কম বলা হয়। অধ্যক্ষের কাছে নালিশ জানিয়ে কোনও প্রতিকার হয়নি। যেমন রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে মূক ও বধির থেকেছে স্বাস্থ্য ভবন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব এখন মানছেন, জুনিয়ার ডাক্তারদের অভিযোগের সারবত্তা আছে। যদিও রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ও রাজ্যের শাসকদলের প্রভাবশালী নেতা হিসেবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের এই নৈরাজ্যে তাঁর দায়ও কম নয়। বিভিন্ন সময়ে সংবাদমাধ্যমে মেডিকেলের নানা কেচ্ছা প্রকাশিত হলেও তাঁকে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি। যেমন মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেলের ক্ষমতাচক্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেননি সেখানকার রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

টাকার বিনিময়ে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে ডাক্তার তৈরির জঘন্য অপরাধের অভিযোগ এই চক্রের বিরুদ্ধে। অভীক বা বিরূপাক্ষকে কিংবা আরজি করের ডাক্তার অরুণাভকে বদলির সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য প্রশাসনের ফোঁপরা চেহারাটাকে নিছক ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা মাত্র। আগাপাশতলা সমাধানের কোনও উদ্যোগ এখনও দৃশ্যমান নয়।

অমৃতধারা

নামের সাধনা সার্বভৌম, যে যা লক্ষ্য করিয়া নাম করুক, তাহাতেই সেই লক্ষ্যের বিষয় তাহার নিকট প্রকটিত হবে। যে নির্গুণের উপাসক, সেই সাধক হরিনাম করিলে হরিনামের দ্বারাই ব্রহ্মোপলব্ধি করতি পারিবে। যে ভাবের উপাসক- সেই সাধক হরিনাম করিলে শ্যামসুন্দর নটবররূপেই তাঁহাকে পাইবে। নামের সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা। উচ্চ অধিকারী না হইলে নামের সাধনা কেহ করিতে পারিবে না। মহাদেব নামের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক। নামেতেই সর্বার্থ সিদ্ধি হবে। নামেতে সর্বার্থ তো সিদ্ধি হবেই অধিকন্তু আর একটি বিষয় লাভ হবে- যা অন্য কোনও সাধনায় মিলিবে না। সেই বিষয় হইতেছে প্রেম। একমাত্র নামের সাধনা ব্যতীত প্রেম-ভক্তি লাভের অন্য পথ নাই। আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই – কেবল নাম কর।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ

প্রতিবাদের রংয়ে সব পার্টির রাজনীতির অঙ্ক

কলকাতা ও বিভিন্ন শহরের মিছিল চলছে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে। সমস্ত পার্টিই কিছু না কিছু অঙ্ক কষছে এই পরিস্থিতিতে।

প্রসূন আচার্য

ছবি : আবির চৌধুরী

বুধবার রাতে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত শ্যামবাজারে গিয়েছিলেন। মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করামাত্রই উত্তেজিত জনতা যাঁরা ওখানে আগে থেকেই প্রতিবাদে জমায়েত হয়েছিলেন, তাঁরা রে-রে করে তেড়ে আসেন। ঋতুপর্ণার গাড়িতে চড় লাথি মারেন। তাঁকে চটি চাটা বলে গালি দেন। বৃহস্পতিবার অভিনেত্রী বলেছেন, ওরা যেভাবে আক্রমণ করেছিল, আমি মরেও যেতে পারতাম। আমি তো তৃণমূল করি না। কোনও পদে নেই। আগামীদিনেও প্রতিবাদে যাব।

প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ আরেক অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর সঙ্গে। মিমি উত্তরবঙ্গের মেয়ে। তিনি তৃণমূল সাংসদ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ১৪ অগাস্ট রাতেও প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন।

বৃহস্পতিবার বিকেল অব্দি বিজেপি বা সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত কোনও মহিলা অভিনেত্রী এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন, এমনটা চোখে পড়েনি। অনেক পরের দিকে বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায় ও সিপিএমের ঊষসী চক্রবর্তী শুধু প্রতিবাদ করেন।

আসলে জাস্টিস ফর আরজি কর এখন শুধু ওই ডাক্তার মেয়েটির খুন ও ধর্ষণের দ্রুত ন্যায়সংগত সুষ্ঠু বিচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটা এখন পুরো রাজনীতির খেলা হয়ে উঠেছে। রাজ্যের রাজনীতি কোনদিকে যাবে, অভিমুখ কী হবে, সেটা অনেকটাই আরজি করের ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রত্যেক দল তাদের মতো করে ঘটনাটি কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। কারণ আগামী বিধানসভা ভোট নির্ধারিত সময়ে হলেও আর ১৮-২০ মাস বাকি।

প্রথমে আসা যাক রাজ্যের শাসকদলের কথায়। কীভাবে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, মূলত স্বাস্থ্য এবং পুলিশ বিভাগ, যে দুটির দায়িত্বে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, ঘটনাটি আড়াল করা বা মাত্রা কমিয়ে 'ছোট' করে দেখানোর চেষ্টা করেছিল, সেটা সবাই জানেন। নতুন করে কিছু বলার নেই।

ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য ধর্ষকের ফাঁসির দাবিতে মমতা কলকাতায় যে মিছিল করেছিলেন, সেটাও খুব একটা কাজে লাগেনি। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে সিবিআইয়ের হাতে যাওয়ায় মমতা নিশ্চয়ই কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা যে সাময়িক, কয়েক দিনের মধ্যেই বোঝা গেল।

দলের মধ্যে এই ব্যাপারে বিভাজন স্পষ্ট। তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর টিমের অন্যতম প্লেয়ার কুণাল ঘোষ যে ভূমিকা নিচ্ছেন, সেটাতেও মমতা খুব একটা স্বস্তিতে নেই। মাঝখান থেকে উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গ লবির কথা। যে ডাক্তার লবির মাথা মমতার ঘনিষ্ঠ বা তাঁর সুহৃদ এক চিকিৎসক। যিনি কোনও দিন সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরের অদৃশ্য ক্ষমতার উৎস তিনি। এই ডাক্তার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পড়তেন বহু বছর আগে। আরজি করের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষ এঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

মমতার সব থেকে বড় ভরসা ছিল দলের মধ্যে তাঁর দক্ষিণ কলকাতা লবি। এই লবির নেতারা সেইভাবে ভাইপোর সঙ্গে নেই। বরং তাঁদের দিদিতেই আস্থা। যেমন সুব্রত বক্সী, ববি হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, দেবাশিস কুমার, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সৌগত রায়। তাঁরাও কিন্তু এই দুঃসময়ে দিদির পক্ষে সেই ভাবে ব্যাট করতে পারছেন না। পিচে বল এমন ঘুরছে, যে কাকলি ঘোষ দস্তিদার একটি টিভি চ্যানেলে বসে এমন ক্যাচ তুললেন, যে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হল। শেষপর্যন্ত আপাতত তিনটি চ্যানেলে সরকারিভাবে কোনও তৃণমূল নেতা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিতে হল।

এই সময়ে মমতার পক্ষে দুটি ইতিবাচক ঘটনা ঘটেছে। এক, ছাত্রসমাজের নাম দিয়ে বকলমে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর ডাকা নবান্ন অভিযানে সিপিএম সহ বামপন্থীরা শামিল হননি। দুই, কেরলের বৈঠকের পরে আরএসএস জানিয়ে দিয়েছে, তারা ৩৫৬ ধারা জারি করে মমতার সরকার ফেলার বিরুদ্ধে। অর্থাৎ, অবিলম্বে এই সরকার ফেলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির জন্য শুভেন্দু যে সওয়াল করছিলেন, তার আর কোনও মানে রইল না।

এই অবস্থার সুযোগ পূর্ণ কাজে লাগাতে বিজেপি উঠেপড়ে লেগেছে। লোকসভা ভোটে দেখা গিয়েছে, এখনও কলকাতাকেন্দ্রিক দক্ষিণবঙ্গে বিজেপি দুর্বল। তাদের ভোট থাকলেও লোক নেই। অন্যদিকে বামেদের সঙ্গে টানা আন্দোলন করার লোক থাকলেও ভোট নেই।

মমতার ১৩ বছরের শাসনে শিক্ষাক্ষেত্রে চূড়ান্ত দুর্নীতি, প্রাথমিক স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত নিয়োগ বন্ধ থাকা, র‍্যাশন এবং খাদ্য দপ্তরের দুর্নীতি, রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের চাকরির চরম অভাব, ঘরের ছেলের কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্য বা ভিনদেশে পাড়ি দেওয়া, সেইসঙ্গে সিন্ডিকেটের অত্যাচার, পুলিশের পুরোপুরি রাজনীতিকরণ মানুষকে ক্রমেই ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। কিন্তু ভোটের রাজনীতিতে মমতাকে হারানো যাচ্ছে না। বিশেষকরে দক্ষিণবঙ্গে। এইবার আরজি করের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি সাধারণ মানুষের সেই অংশকে ধরতে চাইছে, যাদের ভোট না পেলে দক্ষিণবঙ্গ জেতা যাবে না। শুভেন্দু এই হিসেবটা খুবই ভালো জানেন। ফলে তিনি তাঁর মতো খেলছেন। কারণ, তিনি বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী মুখ হতে চান আগামীদিনে।

কিন্তু উত্তরবঙ্গের মানুষ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আরএসএসের কথা মাথায় রেখেছেন। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বও চায় একদা তাদের সঙ্গী মমতা যেন পুরো কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে না পড়েন। বরং বিগত লোকসভার মতো প্রতিবাদে ওয়াক-আউট করে যদি কিছু ক্রিটিক্যাল বিল পাশ করিয়ে দেন সেটাই ভালো। কারণ, এসব ব্যাপারে চন্দ্রবাবু বা নীতীশ কুমার বিজেপিকে সাথ দেবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই। সেই হিসেবে মাথায় রেখে সুকান্ত খেলছেন।

আর শুভেন্দু এবং সুকান্তর খেলায় অপদস্থ হয়ে যাঁকে জেতা আসন ছেড়ে দিয়ে মেদিনীপুর থেকে দুর্গাপুরে গিয়ে ভোট লড়তে হয়েছিল, তিনি দূর থেকে দেখছেন। নবান্ন অভিযানের দিন সারাদিন তিনি ব্যস্ত থেকেছেন বরানগরে ওংকারনাথ মন্দিরে। পুজো দিয়েছেন। ভোগ খেয়েছেন। অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়েছিলেন। এবং এখনও এটাই তাঁর স্ট্যান্ড।

আর পড়ে রইল বাম, কংগ্রেস। যারা দক্ষিণবঙ্গে শুধু নয়, বিধানসভায় শূন্য।

বামেরা, বিশেষ করে সিপিএম এখনও আন্দোলন করা এবং রাস্তায় সংগঠিতভাবে লোক নামানোর ক্ষেত্রে বিজেপির আগে। দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর থেকে উত্তর কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্রছাত্রী আন্দোলনে নেমেছে তারা অধিকাংশই সিপিএমের কট্টর সমর্থক। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা, অধ্যাপক- এঁদের মধ্যেও সিপিএমের সংগঠন এখনও শক্তিশালী। সঙ্গে সরকারি কর্মী, যাঁরা বাম আমলেই চাকরি পেয়েছেন, কারণ এই আমলে বিশেষ চাকরি হয়নি, তার থেকে চাকরি দেওয়ার নামে দুর্নীতি হয়েছে অনেক বেশি।

বামেরা, বিশেষ করে সিপিএম এখনও আন্দোলন করা এবং রাস্তায় সংগঠিতভাবে লোক নামানোর ক্ষেত্রে বিজেপির আগে। যেসব ছাত্রছাত্রী আন্দোলনে নেমেছে তারা অধিকাংশই সিপিএমের কট্টর সমর্থক। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা, অধ্যাপক- এঁদের মধ্যেও সিপিএমের সংগঠন এখনও শক্তিশালী। সঙ্গে সরকারি কর্মী, যাঁরা বাম আমলেই চাকরি পেয়েছেন, কারণ এই আমলে বিশেষ চাকরি হয়নি।

আরজি করের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডর পাশাপাশি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্নীতি। সন্দীপ ঘোষ গ্রেপ্তার হয়েছেন দুর্নীতির দায়ে। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে দুর্নীতি সামনে উঠে আসছে প্রতিদিন। সঙ্গে সিন্ডিকেট। এর বিরুদ্ধে মানুষ পথে নামছে। সিপিএম এখন এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজকে পাশে পেতে মরিয়া। কারণ নীতিগত কারণেই এদের অধিকাংশ মোদি এবং তাঁর ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে। এরা চায় আগামীদিনে সরকারের পরিবর্তন।

আগে বামেরা এইভাবে রাস্তায় নামলে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে তাদের তুলে দেওয়া হত। দরকারে মিথ্যে মামলা। কিন্তু গত ২০ দিন অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে পুলিশ খালি হাতে মানুষের গালাগাল শুনছে মাথা নীচু করে। এটাই ওপরতলা থেকে নির্দেশ দেওয়া আছে। যাতে আর লোকে না খেপে যায়।

এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বুধবার রাতে জাস্টিস ফর আরজি করের নামে শ্যামবাজারে প্রকাশ্যে তৃণমূলের পতাকা পোড়ানো হল। তার ভিডিও করা হল। ছড়িয়ে দেওয়া হল। যেন বিপ্লব আসন্ন। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করার সাহসটুকু পেল না। এই প্রাপ্তির উপরে ভরসা করেই সিপিএম আগামীদিনের স্বপ্ন দেখছে।

সিপিএমের প্রাক্তন ডাক্তারদের সংগঠনের নেতারা এবং বাম সমর্থক যেসব চিকিৎসক মেডিকেল কাউন্সিলের ভোটে লড়েছিলেন, কিন্তু নানাভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করে তাঁদের জিততে দেওয়া হয়নি, যার বিরুদ্ধে তাঁরা হাইকোর্টে মামলা করেন, তাঁরাও আছেন খুব সক্রিয়ভাবে।

সঙ্গে অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে কংগ্রেস। কংগ্রেস এখানে একদিকে অধীরকে দিয়ে মমতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে তাঁকে চাপে রাখছে। অন্যদিকে, দিল্লিতে মমতার পক্ষে কথা বলছে, যাতে তিনি ইন্ডিয়া ব্লকে থাকেন। কারণ রাহুল গান্ধি জানেন, লালুপ্রসাদ বা স্ট্যালিন কোনও দিন তাঁদের ছেড়ে যাবেন না। কিন্তু মমতা হঠাৎ করেই একলা চলোর রাস্তা নিতে পারেন। তাই অধীরকে চাপ মেরে কিছুটা বাজিয়েও দেখছেন। সত্যি মমতা বিজেপির থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছেন। নাকি এটা একটা সাময়িক স্ট্যান্ড?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৭২

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি সংগীতজ্ঞ আলাউদ্দিন খাঁ।

১৯১৮

বিশিষ্ট গায়ক জগন্ময় মিত্র জন্মেছিলেন আজকের দিনে।

আলোচিত

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী বা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও-এর মতো প্রকল্পের কোনও মানে নেই, যদি দেশের মেয়েদের আমরা রক্ষা করতে না পারি। এটা শুধু বাংলা বা অন্য রাজ্যের ব্যাপার নয়, এটা সারা দেশের বিষয়।

- দেব

ভাইরাল/১

দেশজুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে এত হইচই, তার কোনও প্রতিফলন নেই বেঙ্গালুরুর রাস্তায়। এক অটো ড্রাইভার তরুণী যাত্রীকে চড় মারলেন প্রকাশ্যে। অকথ্য গালাগাল দিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করল ড্রাইভারকে।

ভাইরাল/২

পাকিস্তানে এক ব্যক্তিকে রীতিমতো আলিঙ্গন করে আদর জানাল এক সিংহী। ভিডিওতে বোঝা যাচ্ছে, এই সিংহী কত ভালোবাসে ভদ্রলোককে। দেখামাত্রই জড়িয়ে ধরে নানাভাবে আদর করল সিংহী। ভিডিও মুহূর্তে ভাইরাল। নেটিজেনরা অনেক পরামর্শ দিলেন ভদ্রলোককে।

জনমন

জনমত

বাংলা হারায়নি প্রতিবাদের ভাষা

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আরজি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে এবং উপযুক্ত বিচারের দাবিতে সমাজের সর্বস্তরে যে জনরোষের সঞ্চার হয়েছে তা অভূতপূর্ব। দীর্ঘদিন চলে আসা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতির খবর সর্বজনবিদিত। বাঙালি সহনশীল হলেও তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা কিন্তু সাংঘাতিক। বিগত এক মাস ধরে যে গণ আন্দোলন শুরু হয়েছে তা ক্রমবর্ধমান গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আর্থিক দুর্নীতি যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে তা রোধ করা ভবিষ্যতে কঠিন। হতাশাজনক যে রাজ্যের রাজধানীতে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক অধ্যায়ের সমাপ্তি অজানা। সরকারের প্রতি স্তরে শুরু হয়েছে অবাধ মাফিয়ারাজ।

আরজি কর কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের ব্যর্থতা ও অপরাধীদের আড়াল করার সরকারি চেষ্টার নগ্ন রূপ প্রকাশ্যে এসেছে। বলাবাহুল্য, রাজ্যের গ্রামাঞ্চলেও ভেঙে পড়েছে আইনের শাসন। বল্গাহীন রাজনীতির কবজির লড়াই সর্বত্র। প্রত্যন্ত এলাকায় প্রত্যহ ঘটে যাচ্ছে নানাবিধ অপকর্ম, যা সবটা জানা যায় না। বিচার প্রক্রিয়া রূপান্তরিত হয় প্রহসনে। এতৎসত্ত্বেও এই প্রশাসন ও সরকার কিছুই জানে না তা নয়। সামাজিক প্রকল্প ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে বাঙালিকে চিরকাল বেড়াজালে আটকে রাখা সম্ভব নয়, একথা ইতিহাস বলে। চাই সুস্থায়ী, দুর্নীতিবিরোধী, প্রকৃত উন্নয়নকামী পদক্ষেপ যা দেশ ও সমাজের হিতার্থ করে।

শুভময় দত্ত
নিউটাউন, আলিপুরদুয়ার।

নেতিবাচক দৃষ্টি, তাচ্ছিল্যের ভাষা মর্মান্তিক

পুরুষতন্ত্রের সবচেয়ে খারাপ দিক নারীদের প্রতি তাদের মনোভাব। নারীরা হারলে তা হবে আসলে দশভুজারই পরাজয়।

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রবর্তী

উদাহরণ ১ : রাত প্রায় এগারোটা। প্রাইভেট ব্যাংক থেকে ফিরতে একটি মেয়ের রাত হয়ে যায়। সে তখন ক্যাব বুক করে বাড়ি ফিরতে উদ্যত হয়। গাড়িতে উঠেই তার ভয় হতে থাকে। গাড়িচালক কোনও অশালীন আচরণ করবে না তো? কিন্তু না। ড্রাইভার ব্যক্তিটি তাকে নিরাপদে, সসম্মানে তার বাড়ি পৌঁছে দেয়।

উদাহরণ ২ : অফিসের বস দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ করে আসছে তারই এক মহিলা অধস্তন কর্মচারীকে। ধর্ষিতা মেয়েটি লোকলজ্জার ভয়ে চুপ থাকে। আর তার বস তার সঙ্গে এই নোংরামি চালিয়েই যেতে থাকে। নোংরামি করে বাড়ি গিয়ে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে খোশগল্পে মেতে ওঠে, সন্তানের সঙ্গে আমোদপ্রমোদে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

উদাহরণ ৩ : নাবালিকা একটি মেয়ে পুরুষের লাঞ্ছনার শিকার হয় তারই নিকটাত্মীয়ের দ্বারা।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি বিচারবিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে একজন নারী। আমাদের সমাজে নারীর প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি খুবই নেতিবাচক। একটি মেয়ের একা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানেই অসংখ্য পুরুষের বিকৃত দৃষ্টিকে মোকাবিলা করে পথ চলা। অধিকাংশ পুরুষের কাছে নারী আজও ভোগের বস্তু। আনন্দ করার উপযুক্ত রসদ। বন্ধু পরিমণ্ডলেও আমরা দেখি অধিকাংশ পুরুষই একটি নারীর শরীর নিয়ে কমবেশি আলাপ-আলোচনা করে। খুবই তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাষা নারীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। নারীকে মানুষ হিসেবে দেখার ক্ষমতা খুব কম পুরুষেরই আছে।

নারীর উপর যে কোনও নির্যাতন ও আক্রমণ সমাজের বেশিরভাগ মানুষের কাছেই সমর্থনযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষের এই ধরনের আক্রমণের পেছনে রয়েছে শুধু যৌনতৃপ্তি নয় বরং শক্তি প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা, সীমাহীন দেউলিয়াপনা, কাঙালপনা ও হীনমন্যতা। নারীর অপমানকে তথা তার প্রতি হওয়া নির্যাতনকে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সাধারণত ঢেকে রাখতে চায়। কেন? কারণ তা না হলে যে পুরুষের হিংস্র চেহারাটা বেরিয়ে আসবে। তার লাম্পট্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আর আমরা যত বড় লম্পটই হই না কেন, নিজেদের দোষটাকে তো আড়াল করব। বরং সুযোগ পেলে নিজেদের অসভ্যতামির দায় নারীর স্বভাব আচরণ, চরিত্র বা পোশাকের উপর চাপিয়ে নিজেকে সাধু প্রমাণ করতে চাই। আমাদের দেশে নারীরা আজও পুরুষতন্ত্রের ক্রীড়নক। নারীর প্রতি এই সহিংসতা, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি এগুলো একেকটা ব্যাপকতর পুরুষতান্ত্রিক অসুস্থতার প্রকাশ।

১৯৪৭ সালের পর ৭৭ বছর অতিবাহিত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। তবু এখনও বিভিন্ন জায়গায় নারী নিগ্রহ, নারী ধর্ষণ চলছে। কথায় বলে প্রতিটি মেয়ের মধ্যেই নাকি মা দুর্গা বিরাজ করে। কিন্তু আজ তো দেবীদের হার হচ্ছে অসুরের কাছে। নররাক্ষসরা মেয়েটিকে ভোগ করে আত্মতুষ্টি লাভ করে বিসর্জন দিয়ে দিল চির ঘুমের দেশে। সময় হয়েছে পুরুষতান্ত্রিকতার বদল ঘটানোর। নারীরা যে শুধুমাত্র একটা পণ্য নয় এটাও তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। সাময়িক জয় লাভ করলেও এই ধরনের নরপিশাচদের বলি হবে এই নারীর হাতেই। হতেই হবে। না হলে যে দশভুজারও আজ পরাজয়।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৩১

পাশাপাশি : ১। শিয়াল, শিয়ালের মতো ধূর্ত ও চালাক ৩। দর্প, গর্ব, অহংকার, পরাক্রম ৫। গোটা শস্য, বিচি, দৈত্য ৬। শতাব্দীর দশভাগের একভাগ ৮। প্রথা, নিয়ম, রীতি, রেওয়াজ ১০। কথা কাটাকাটি, ঝগড়া ১২। পারস্য (এখনকার ইরান) দেশের ভাষা ১৪। নতুন, ৯ সংখ্যা ১৫। মধু ১৬। ব্রহ্মার মানসপুত্র।

উপর-নীচ : ১। লোকালয় ২। অসংগত আচরণ, অশাস্ত্রীয় আচরণ ৪। খড়্গের মতো দেখতে পৌরাণিক যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ ৭। জাতি ৯। বার, খেপ, অবস্থা, পরিণতি ১০। মনের মিল, সদ্ভাব, মিলমিশ ১১। ধন্যবাদ, প্রশংসা ১৩। লাল আভাযুক্ত, রক্তাভ।

সমাধান ■ ৩৯৩০

পাশাপাশি : ১। হার্দিক ৩। বজ্রযান ৪। চণ্ডিকা ৫। ঝলকানি ৭। শচি ১০। কারা ১২। চিরদিন ১৪। বজ্জাত ১৫। খানদান ১৬। কচাত।

উপর-নীচ : ১। হাতযশ ২। কচড়া ৩। বকাঝকা ৬। কালিকা ৮। চিকুর ৯। বনবন ১১। রামায়েত ১৩। পাতক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ধর্ষণ মামলায় ১০ জনের ৭ জনও সাজা পায় না

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল গোটা দেশ। ন্যায়ের দাবিতে পথে নেমেছেন সর্বস্তরের মানুষ। ধর্ষণ-বিরোধী আইনকে কঠোরতর করার দাবি উঠছে রাজ্যে রাজ্যে। তবে প্রতিবাদের ঝড়ের মধ্যেও দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির খবর আসছে। উদ্বেগ বাড়িয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) ২০২২ পরিসংখ্যান। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন সংস্থাটির রিপোর্ট বলছে, ধর্ষণ-বিরোধী কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও ভারতে ধর্ষণে অভিযুক্তদের সাজার হার ৩০ শতাংশের গণ্ডিও পার হতে পারেনি। অর্থাৎ, আদালতে ধর্ষণ মামলায় প্রতি ১০ জন অভিযুক্তের মধ্যে বড়জোর ৩ জনের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। বাকিরা প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে গিয়েছে।

দেশে নারী সুরক্ষার ছবিটা যে কত করুণ, এনসিআরবির রিপোর্টেই সেটা স্পষ্ট। সরকারি হিসাব বলছে, প্রতি দেড়হাজার মহিলার মধ্যে অন্তত একজন কোনও না কোনওভাবে হেনস্তা, নির্যাতনের শিকার হন। এক লক্ষ মহিলার মধ্যে এই সংখ্যাটা ৬৭-র কম নয়। যদিও নারী অধিকারের সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মীদের মতে, মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধের একটি বড় অংশ ধামাচাপা পড়ে যায়। হেনস্তা, সামাজিক সম্মানহানির ভয়, পরিবার, প্রতিবেশীদের চাপে অনেকে অভিযোগ দায়ের করতে চান না। ফলে নারী নিগ্রহের যত অভিযোগ নথিভুক্ত হয় বাস্তবে অপরাধের সংখ্যা তার বহুগুণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালে ভারতে বিচারাধীন ধর্ষণ মামলার সংখ্যা ছিল ১,৯৮,২৮৫। ১৮,৫১৭টি মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হয়েছিল। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার ২৭.৪ শতাংশ। তবে গণধর্ষণ বা ধর্ষিতার মৃত্যু সংক্রান্ত মামলাগুলিতে সাজা ঘোষণার হার কিছুটা বেশি। ৬৯.৪ শতাংশ। তবে এক্ষেত্রেও অধিকাংশ মামলার অগ্রগতি যথেষ্ট ধীর। দেখা যাচ্ছে, ২০২২-এ গণধর্ষণ ও ধর্ষণ করে খুনের ১,৩৩৩টি মামলা দায়ের হয়েছিল। কিন্তু বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হয় ৬২টি মামলার। স্বামী বা আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ওঠা নারী নির্যাতন মামলায় সাজার হারও বেশ কম। মাত্র ১৭.৭ শতাংশ। ওই বছর ধর্ষণের চেষ্টার ২০,৮৫২টি মামলা বিচারের আওতায় এলেও ৯৫৭টিতে বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হয়। সাজার হার ২০.১ শতাংশ।

মামলা	বিচারাধীন	বিচারপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ	সাজাপ্রাপ্ত (শতাংশ)
স্বামী বা আত্মীয়দের মাধ্যমে নিগৃহীত	৮,৫২,৫৯৮	৪৬,৯৯৬	১৭.৭
শ্লীলতাহানি	৫,৪৮,১৫৪	৩১,৪৬৩	২৫.৬
শিশুদের সঙ্গে যৌন অপরাধ	২,৬১,৬৬১	২৭,৬১৬	৩১.৭
ধর্ষণ	১,৯৮,২৮৫	১৮,৫১	২৭.৪
গণধর্ষণ, ধর্ষণ করে খুন	১,৩৩৩	৬২	৬৯.৪
ধর্ষণের চেষ্টা	২০,৮৫২	৯৫৭	২০.১
অ্যাসিড হামলা	৬৮২	৩২	৫৩.১

(*তথ্য সূত্র : এনসিআরবি রিপোর্ট)

হাসিনা পতনের মাসপূর্তিতে ‘শহিদি মার্চ’

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : গণআন্দোলনের জেরে ৫ অগাস্ট পতন হয়েছিল শেখ হাসিনা সরকারের। পদত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন হাসিনা। সেই পতনের একমাস পূর্তিতে বৃহস্পতিবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হল শহিদি মার্চ। এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য এলাকা থেকে শহিদি মার্চ শুরু হয়। ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে তা শেষ হয় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। দুপুরে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এসে জড়ো হতে থাকেন। শিক্ষার্থীরা ছাড়াও এই কর্মসূচিতে অংশ নেন শহিদ পরিবারের সদস্য সহ সাধারণ মানুষও। তাঁদের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা, ব্যানার ইত্যাদি। হাসিনা বিরোধী এবং শহিদদের স্মরণে স্লোগান দেন তাঁরা। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, হাসিনার বিরুদ্ধে হওয়া গণআন্দোলনে ৮০০ জন শহিদ হয়েছেন। শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে এবং স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার পতনের মাসপূর্তি স্মরণীয় করে রাখতেই এই শহিদি মার্চের আয়োজন করা হয়েছে।

ভারত-চিনের মধ্যস্থতায় রাজি প্রেসিডেন্ট পুতিন

মস্কো, ৫ সেপ্টেম্বর : ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ থামাতে যদি ভারত, চিন ও ব্রাজিল মধ্যস্থতা করে তাহলে শান্তি আলোচনায় অংশ নিতে তাঁর আপত্তি নেই। বৃহস্পতিবার এই কথা জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রাশিয়া ও ইউক্রেন সফর করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপরেই পুতিনের এই বিবৃতি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। রাশিয়ার শীর্ষনেতার মতে, ভারত, চিন ও ব্রাজিলের মধ্যস্থতায় যদি শান্তি আলোচনা শুরু হয় তাহলে সেই বৈঠকের ভিত গড়তে পারে ২০২২-এ ইস্তাম্বুলে হওয়া খসড়া চুক্তি।

রাশিয়ার ভ্লাদিভস্টকে আয়োজিত এক সম্মেলনে পুতিন জানিয়েছেন, তুরস্ক সরকারের উদ্যোগে ইস্তাম্বুলে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি প্রাথমিক আলোচনা হয়েছিল। দু-পক্ষই যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে একমত হয়। খসড়ায় সই করেছিলেন ইউক্রেনের প্রতিনিধি দলের প্রধান। কিন্তু সেই চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগেই কিভ থেকে আলোচনা বন্ধের বার্তা আসে। ফলে চুক্তিটি বাস্তবায়িত হয়নি। পুতিনের দাবি, ইস্তাম্বুলে উপস্থিত ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিরা প্রাথমিকভাবে চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে রাজি ছিলেন। কিন্তু ইউক্রেন সরকারের তরফে তাঁদের দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কারণ, আমেরিকা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ রাশিয়ার কৌশলগত পরাজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিল।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলা থেকে হাসিনার বিবৃতি

ভারতকে কড়া বার্তা ইউনূসের

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্কের পথে কাঁটা যে শেখ হাসিনাই সেই কথা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এক সাক্ষাৎকারে নয়াদিল্লিকে রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেছেন, ভারত যদি শেখ হাসিনাকে রাখতে চায় রাখুক। কিন্তু তাঁকে চুপ থাকতে হবে এই শর্তেই রাখতে হবে। শুধু হাসিনাকে নিয়েই নয়, বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু সহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনাকে ভারত যেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে তাতেও অসন্তুষ্ট প্রধান উপদেষ্টা।

তাঁর মতে, হিন্দুদের ওপর যে হামলাগুলি হয়েছে সেগুলি যতটা সাম্প্রদায়িক তার থেকেও বেশি রাজনৈতিক। এই হামলার ঘটনাগুলিকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে ভারতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর আলোচনার প্রসঙ্গ তুলে ইউনূস বলেন, ‘আমি ওঁকে বলেছিলাম, বিষয়টি অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে। যাঁরা হাসিনা এবং আওয়ামি লিগের সমর্থক ছিলেন তাঁদের ওপরই হামলা হয়েছে।’ নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী বলেন, ‘আওয়ামি লিগের ক্যাডারদের মারধর করতে গিয়ে হিন্দুদের ওপরও হামলা হয়েছে। আমি বলছি না যেটা হয়েছে সেটা ঠিক। কিন্তু কিছু লোক সম্পত্তি দখল করার জন্য এই ব্যাপারটি ঘটিয়েছেন।’

গত মাসের ৫ তারিখ ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের জেরে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসেন হাসিনা। নয়াদিল্লির কাছে হিন্দোন বায়ুসেনা ঘাঁটিতে একটি সেফ হাউসে রাখা হয় তাঁকে। সেই থেকে ১ মাস যাবৎ ভারতের আশ্রয়েই রয়েছেন হাসিনা। গোপন আস্তানা থেকে বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে কড়া বিবৃতিও জারি করেছেন তিনি। ভারত অবশ্য আগেই জানিয়ে দিয়েছে, শেখ হাসিনা যতদিন খুশি ভারতে থাকতে পারেন। কিন্তু ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের এই অবস্থান মানতে নারাজ। প্রধান উপদেষ্টার সাফ কথা, ‘ভারতের গোপন ঘাঁটি থেকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বিবৃতি দিচ্ছেন তা নয়াদিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পথে অন্তরায়। দুই দেশের পক্ষেই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিষয়টি।’

ইউনূস বলেন, ‘বাংলাদেশ যতদিন পর্যন্ত শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চাইছে ততদিন ভারত যদি চায় ওঁকে (শেখ হাসিনা) রাখতে পারে। তবে তাঁকে চুপ থাকতে হবে এই শর্ত দেওয়া উচিত। উনি ভারতে রয়েছেন আর বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছেন। এটা সমস্যাজনক। উনি যদি চুপ থাকতেন তাহলে আমরা হয়তো সবকিছু ভুলে যেতাম। মানুষও সব ভুলে যেত। ভাবত, উনি নিজের জগতে রয়েছেন। কিন্তু ভারতে বসে উনি কথা বলছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন। কেউ এটা পছন্দ করছেন না।’

বাংলাদেশে পালাবদলের পর থেকে হাসিনার বিরুদ্ধে হত্যা, গুম সহ ১১৯টি মামলা রুজু হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন একাধিক আওয়ামি লিগের প্রাক্তন নেতা-মন্ত্রী। তবে এতকিছুর পরও ঢাকার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বার্তা দিয়েছে নয়াদিল্লি। কিন্তু ইউনূস যে তাতে খুশি নন সেই কথা এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছি, হাসিনাকে চুপ থাকতে হবে। ওঁকে ভারতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে আর সেখান থেকে উনি প্রচার চালাচ্ছেন। এটা মোটেই বন্ধুসুলভ নয়। উনি স্বাভাবিক কারণে ওখানে গিয়েছেন এমনটা তো নয়। গণঅভ্যুত্থান এবং জনরোষের কারণে উনি পালাতে বাধ্য হয়েছেন। ওঁকে অবশ্যই ফেরত চাওয়া হবে। না হলে বাংলাদেশের মানুষ শান্তি পাবে না। উনি যে ধরনের অত্যাচার করেছেন তাতে জনতার সামনে ওঁর বিচার হওয়া উচিত।’ হাসিনার কূটনৈতিক পাসপোর্টটিও বাতিল করে দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। সেক্ষেত্রে তাঁর ভারতে থাকা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে।

হাসিনা-হীন বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের অবস্থান বদলানোর বার্তাও দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। ইউনূস বলেন, ‘বাংলাদেশের স্থায়ীত্বের জন্য শুধুমাত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বই প্রয়োজন এই ধারণা থেকে ভারতের বেরিয়ে আসা উচিত। আর পাঁচটা দেশের মতো বাংলাদেশও ভারতের প্রতিবেশী।’

ইউনূস উবাচ!

- আওয়ামি লিগের ক্যাডারদের মারধর করতে গিয়ে হিন্দুদের ওপরও হামলা হয়েছে। আমি বলছি না যেটা হয়েছে সেটা ঠিক। কিন্তু কিছু লোক সম্পত্তি দখল করার জন্য এই ব্যাপারটি ঘটিয়েছেন
- ভারতের গোপন ঘাঁটি থেকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বিবৃতি দিচ্ছেন তা নয়াদিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পথে অন্তরায়। দুই দেশের পক্ষেই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিষয়টি

সন্তানদের দেহ নিয়ে ১৫ কিমি হাঁটলেন মা-বাবা

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর : মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলির এক হাসপাতালে সময়মতো চিকিৎসা না পেয়ে জ্বরে মারা গেল একই পরিবারের দুটি শিশু। হাসপাতাল থেকে দেহ আনতে মেলেনি অ্যাম্বুল্যান্স। অগত্যা মা-বাবাকেই সন্তানদের শবদেহ কাঁধে করে গ্রামে নিয়ে আসতে হল।

কোভিড-কালে লকডাউনের সময় দেশের অনেক রাজ্যে এমন ছবি হামেশাই দেখা গিয়েছে। সমৃদ্ধশালী রাজ্য মহারাষ্ট্রে চার বছরেও তা বদলায়নি। মৃতদেহ মা-বাবার কাঁধে করে নিয়ে আসার ভিডিও বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিরোধী নেতা বিজয় ওয়াদেত্তিয়ার।

পোস্টটি হইচই ফেলে দিয়েছে। ওয়াদেত্তিয়ার জানিয়েছেন, সেই মা-বাবা দুই সন্তানের দেহ নিয়ে জল- কাদায় ভরা রাস্তা দিয়ে ১৫ কিলোমিটার হেঁটে পৌঁছোন পত্তিগাঁওয়ে। শিশুদুটির বয়স ১০-এর নীচে।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর করুণ দশার আরও এক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন ওয়াদেত্তিয়ার। সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে অমরাবতীর দাহেন্দ্রি গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স ঠিক সময়ে না আসায় বাড়িতেই মৃত সন্তান প্রসব করেন এক গর্ভবতী। শোক সামলাতে না পেরে মহিলা মারা যান। এই দু’টি ঘটনার উল্লেখ করে বিরোধী নেতার মন্তব্য, মহারাষ্ট্রের মহাযুতি সরকার নানা ইভেন্টের আয়োজন করে প্রতি মুহূর্তে দাবি করেন, রাজ্য এগোচ্ছে। কর্তৃপক্ষকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে প্রকৃত পরিস্থিতি দেখতে হবে।

উইকিপিডিয়াকে হুঁশিয়ারি কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : নেটদুনিয়ায় বিচরণ রয়েছে অথচ উইকিপিডিয়ার সান্নিধ্য পাননি এমন নেটিজেন বিরল। এবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বকোষ সেই উইকিপিডিয়ার ভারতে ব্যবসা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত উইকিপিডিয়ার তথ্যভাণ্ডারে একটি ভারতীয় সংবাদ সংস্থা সম্পর্কে আপত্তিকর বক্তব্য সংযোজন।

সংবাদ সংস্থাটির অভিযোগ, উইকিপিডিয়ায় তাদের সম্পর্কে যেসব কথা লেখা হয়েছে, তাতে সংস্থার মানহানি হয়েছে। এ ব্যাপারে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছে তারা। সেই মামলার শুনানিতে উইকিপিডিয়া জানায়, ৩ জন সাবস্ক্রাইবার সংবাদ সংস্থা সম্পর্কে তাদের তথ্যভাণ্ডার সম্পাদনা করেছেন। আদালতের তরফে উইপিডিয়ার কাছে ওই ৩ সাবস্ক্রাইবারের তথ্য তলব করা হয়। কিন্তু সেই নির্দেশ মানেনি উইকিপিডিয়া। তারপরই হাইকোর্ট বিশ্বকোষ সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেয়। বিচারপতি নবীন চাওলা বলেন, এদেশে আপনাদের ব্যবসা করাই বন্ধ করে দেব। আদালত সরকারকে বলবে ইউকিপিডিয়া বন্ধ করে দিতে।

উইকিপিডিয়ার আইনজীবী টাইন আব্রাহাম জানান, উইকিপিডিয়া ভারতভিত্তিক সংস্থা নয়। হাইকোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে তাদের একাধিক জায়গায় আবেদন জানাতে হয়েছে। সেই জন্য সাবস্ক্রাইবারদের সম্পর্কে তথ্য দিতে সময় লাগছে। বিচারপতি চাওলা অবশ্য আইনজীবীর যুক্তিতে সন্তুষ্ট হননি। তিনি বলেন, আপনারা অতীতেও একই ধরনের যুক্তি দেখিয়েছেন। ভারতকে ভালো না লাগলে এখানে কাজ করার দরকার নেই।

২৫ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানি। ওইদিন উইকিপিডিয়া মনোনীত কোনও প্রতিনিধিকে শুনানির সময় উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

‘ভারতে ব্যবসা বন্ধ করে দেব’

পানের টানে বারাণসী

সিঙ্গাপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুর সফরের দ্বিতীয় দিনে ভারতের পাশাপাশি পরোক্ষে নিজের লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতে বিনিয়োগের জন্যও শিল্পপতিদের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বারাণসী সূত্রেই তাঁর বক্তব্যে উঠে এল পান-প্রসঙ্গ। বারাণসীর মিষ্টি পানের সুখ্যাতি রয়েছে গোটা ভারতে। এদিন সিঙ্গাপুরে বিজনেস লিডার্স সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজস্ব ভঙ্গীতে ভারতে বিনিয়োগের কথা বলতে গিয়ে পান ও বারাণসীর কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, ‘ভারতে পানের প্রসঙ্গ উঠলেই বারাণসীর কথা এসে যায়। নাহলে পান নিয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। আমি সেই বারাণসীর সাংসদ। আপনারা যদি পান খেতে চান তাহলে অবশ্যই একবার কাশী ঘুরে আসুন।’

বুধবার সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট থারমান শানমুগারত্নমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন মোদি। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট থারমান শানমুগারত্নমের সঙ্গে খুব ভালো বৈঠক হয়েছে। আমাদের আলোচনা দু-দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। আমরা দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং যোগাযোগের মতো বিষয়ে আলোচনা করেছি।’

সিঙ্গাপুরে মোদি-বার্তা

প্রার্থীতালিকা নিয়ে বিজেপিতে ক্ষোভ

হরিয়ানা

চণ্ডীগড়, ৫ সেপ্টেম্বর : একমাস বাদে জাঠভূমে বিধানসভা ভোট। অথচ প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হতেই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল হরিয়ানা বিজেপির অন্দরে। একাধিক নেতা-প্রাক্তন মন্ত্রী বিদ্রোহ ঘোষণা করে জানিয়েছেন, তাঁরা হয় নতুন দল গড়বেন নয়তো কংগ্রেসে যোগ দেবেন। হরিয়ানায় ৫ অক্টোবর বিধানসভা ভোট। রাজ্যের ৯০টি আসনের মধ্যে বুধবার রাতে বিজেপির তরফে প্রথম দফায় ৬৭ জনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখা যায় হরিয়ানার বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা চৌধুরী দেবীলালের ছেলে রঞ্জিত সিং চৌতালা, বিধায়ক লক্ষ্মণদাস নাপা, প্রাক্তন মন্ত্রী করণদাস কম্বোজের মতো একাধিক নেতামন্ত্রীর নাম নেই। দেবীলাল-পুত্র জানিয়েছেন, সমর্থকদের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। আসন্ন বিধানসভা ভোটে নির্দল হিসেবে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

অপরদিকে লক্ষ্মণদাস নাপা বৃহস্পতিবার বিরোধী দলনেতা ভূপিন্দর সিং হুডার সঙ্গে দেখা করেন। শীঘ্রই কংগ্রেসে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির ওবিসি মোর্চার প্রধানের পদ ছেড়েছেন করণদাস কম্বোজ। নাম বাদ গিয়েছে অলিম্পিকে পদকজয়ী যোগেশ্বর দত্তেরও। তিনি গোহানা আসনে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন।

মাধবীর ইস্তফা চেয়ে সেবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : সেবির চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচের অস্বস্তি বাড়িয়ে বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে সংস্থার সদরদপ্তরে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন সেবিকর্মীদের একাংশ। ঘণ্টাখানেক চলে বিক্ষোভ।

কর্মক্ষেত্রে নানা সমস্যার কথা জানিয়ে সেবিকর্মীরা যে চিঠি দিয়েছেন অর্থমন্ত্রককে তার নেপথ্যে বিদেশি শক্তির হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে কেন্দ্র। বিদেশি শক্তি সেবিকর্মীদের ভুল বুঝিয়েছে বলে জানিয়েছে অর্থমন্ত্রক। এদিন কেন্দ্রের সেই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান আন্দোলনকারী কর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, সেবি কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব রয়েছে। তার ফলে কাজের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

কংগ্রেস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মাধবীর বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং নির্দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সেবির চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে কংগ্রেসের তরফে। তাদের প্রশ্ন, আইসিআইসিআই ব্যাংকের প্রাক্তন প্রধান ছন্দা কোচারের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও বিবৃতি জারি বা তাঁর পক্ষ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। কীভাবে ছন্দা এবং মাধবী পুরী বুচের বিষয়টি আলাদা হল সেই প্রশ্নের জবাব চেয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা প্রবীণ চক্রবর্তী অভিযোগ করেছেন, ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত গ্রেটার প্যাসিফিক ক্যাপিটালের সঙ্গেও পেশাগতভাবে যুক্ত ছিলেন মাধবী।

সিবিআই-কে নিয়ে প্রশ্ন কেজরির

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : আবগারি দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার তাঁর জামিনের আবেদন সংক্রান্ত শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে। শুনানি শেষে বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ রায়দান স্থগিত রাখে।

শীর্ষ আদালতে আপ সুপ্রিমো বলেন, ‘আবগারি দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘ দু-বছর ধরে আমাকে গ্রেপ্তার করেনি সিবিআই। অথচ ওই অভিযোগে ইডি-র দায়ের করা মানি লন্ডারিং মামলায় ২৬ জুন জামিন পাওয়ার পরই আমাকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই।’ তদন্তকারীদের এই গ্রেপ্তারি পর্বকে ইনসুরেন্স অ্যারেস্ট বলেও কটাক্ষ করেছেন কেজরিওয়াল। তাঁর হয়ে এদিন শীর্ষ আদালতে সওয়াল করেন অভিষেক মনু সিংভি। ইডির দায়ের করা মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত মামলায় কেজরিওয়ালকে সুপ্রিম কোর্ট আগেই জামিন দিয়েছে। কিন্তু দুর্নীতি দমন আইনে সিবিআইয়ের মামলার কারণে এখনও জেলবন্দি তিনি।

প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির কাছে দলের সভাপতি জেপি নাড্ডা। নয়াদিল্লিতে আদবানির বাড়িতে। বৃহস্পতিবার।

চন্দ্রচূড়কে চিঠি অধীরের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যেই প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়কে চিঠি লিখলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে ছুটিতে পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন তিনি। বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদের অভিযোগ, পুলিশ কমিশনার এবং ডিজি উভয়েই আরজি করের ঘটনায় যথাযথ তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রধান বিচারপতিকে চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি এদিন সাংবাদিক বৈঠকও করেছেন অধীর। সেখানে তিনি বলেন, ‘সিবিআইয়ের উচিত সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা। প্রয়োজনে সবাইকে জেলে ভরা উচিত। এরা সবাই অপরাধের সঙ্গে জড়িত। সেই অর্থে অপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা সবাই অপরাধী। তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি প্রথম দিন থেকে এটা বলে আসছি। পরিকল্পনা করেই তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হয়েছে, সরকার এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি বাঁচানোর জন্য। এই নিষ্ঠুর, নির্মম সরকারকে মানুষ দেখছে।’

লোকসভায় কংগ্রেসের প্রাক্তন দলনেতার বক্তব্য, ‘পরিকল্পনা করে ধর্ষণ এবং খুনের যা যা তথ্যপ্রমাণ রয়েছে, সেই সমস্ত কিছু নষ্ট করে, মুছে দিয়ে ধর্ষককে রক্ষার প্রয়াস স্পষ্ট। কোনওকিছুই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর অজ্ঞানে অজানায় হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তৃণমূল সরকার প্রমাণ করে দিয়েছে, এই সরকার ধর্ষকদের সরকারে পরিণত হয়েছে।’ এদিন চন্দ্রচূড়কে লেখা চিঠিতে অধীর একগুচ্ছ প্রশ্নও তুলেছেন।

জোড়া আসনে প্রার্থী ওমর

শ্রীনগর, ৫ সেপ্টেম্বর : গান্ডেরবলের পাশাপাশি এবার বুদগাম আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের সহ সভাপতি ওমর আবদুল্লা। বৃহস্পতিবার তিনি বুদগাম আসনের জন্য মনোনয়ন জমা দেন। বুধবার গান্ডেরবল আসনের মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিজেপি আমাদের হারানোর চেষ্টা করছে। সেইজন্য আমাদের ভোট ভাগাভাগি করতে চাইছে। আমরা আমাদের কণ্ঠস্বরকে কিছুতেই দুর্বল হতে দিতে পারি না।’ ওমর প্রথমে ভোটে দাঁড়াবেন না বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরে মত বদলান। এবার ন্যাশনাল কনফারেন্স, কংগ্রেস জোট বেঁধে লড়ছে জম্মু ও কাশ্মীরে।

হত ৬ মাওবাদী

হায়দরাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর : ছত্তিশগড়ে ৭২ ঘণ্টা লড়াইয়ের পর বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানার ভদ্রদ্রি কোঠাগুডেম জেলায় পুলিশের সঙ্গে মাওবাদীদের তুমুল সংঘর্ষে ছয় মাওবাদীর মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন দুই পুলিশকর্মী।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ভদ্রদ্রি কোঠাগুডেম জেলার নিলাদ্রি পেটার জঙ্গলে ঢুকে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। মাওবাদীরা পুলিশকে দেখেই গুলি ছুড়তে শুরু করে। জেলা পুলিশ সুপার রোহিত রাজ জানিয়েছেন, আহত দুই পুলিশকর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, সম্প্রতি মাওবাদীরা ছত্তিশগড় থেকে তেলেঙ্গানায় ডেরা বেঁধেছে। দুই রাজ্যের সীমানায় মাওবাদীদের জড়ো হওয়ার খবর পেয়ে তেলেঙ্গানা পুলিশ অভিযানে নামে। মঙ্গলবার নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ন’জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়।

আত্মঘাতী ছাত্র

জয়পুর, ৫ সেপ্টেম্বর : রাজস্থানের কোটায় ফের শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। বুধবার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে দেহটি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ২১ বছরের ছাত্রটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। তিনি নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। চলতি বছরে এই নিয়ে ১৫ জন নিট পরীক্ষার্থী কোটায় আত্মহত্যা করেছেন। গতবছর সংখ্যাটা ছিল ২৯।

জরুরি অবতরণ

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : মাঝআকাশে যান্ত্রিক গোলযোগ। ঝুঁকি না নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান তড়িঘড়ি নামল মস্কো বিমানবন্দরে। বুধবার নয়াদিল্লি থেকে ব্রিটেনের বার্মিংহামগামী বোয়িং ৭৮৭ বিমানের ফ্লাইট এআই ১১৩ মাঝআকাশে পৌঁছোনোর পর তাতে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়লে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেননি পাইলট। দ্রুত মস্কো বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে নামার অনুমতি চান ও অবতরণ করেন।

দিন বদলের ভাবনা

নাটকে পুরস্কৃত দুই পড়ুয়া

প্রায় দেড় মাস ধরে চলা ছোট নাটক প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় কলকাতার তপন থিয়েটারে। প্রতিযোগিতাটি শেষ হল পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে। হলদিবাড়ির দেওয়ানগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী অদ্রিজা রায় এবং মোনালি রায় সেখানে যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছে।

বাংলা থিয়েটারের আগামী শিল্পীদের খুঁজতে কলকাতা অনীক আন্তঃবিদ্যালয় বাংলা ছোট নাটক প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল রাজ্যজুড়ে। সেখানে অংশ নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটি জেলা থেকে মোট ৬২টি স্কুল। গত ১৩ এবং ১৪ জুলাই প্রথম পর্যায়ের প্রতিযোগিতা হয় উদয়পুরে। এরপরে বর্ধমানে দ্বিতীয় পর্যায়। হলদিবাড়ি কোলাজের উদ্যোগে তৃতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা হয়েছিল ২৭ থেকে ২৯ জুলাই। কলকাতা মুক্তাঙ্গনে চতুর্থ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা হয়। এই চারটি পর্যায়ের যে স্কুলগুলো প্রথম স্থান অধিকার করে, সেই স্কুলগুলোর পড়ুয়ারা অংশ নেয় চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতায়। ২৫ অগাস্ট চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার আসর বসে কলকাতা তপন থিয়েটারে। উত্তরবঙ্গ থেকে দেওয়ানগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় এবং নিবেদিতা আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে।

এর মধ্যে দেওয়ানগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের অদ্রিজা এবং মোনালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' নাটকে রহমত এবং ছোট মিনির চরিত্রে অভিনয় করে। স্কুলের শিক্ষিকা অনসূয়া সরকার জানান, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর ক্যাটিগোরিতে অদ্রিজা দ্বিতীয় এবং মোনালি তৃতীয় স্থান অধিকার করে। অদ্রিজার ইচ্ছা পড়াশোনার পাশাপাশি নাট্যচর্চা চালিয়ে যাওয়া। মোনালি বলল, 'মঞ্চে নাটক পরিবেশন করার সময় নিজের সেরাটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পুরস্কৃত হব, ভাবিনি।'

কলকাতা অনীকের তরফে যুগ্ম সম্পাদক অভিজিৎ সেনগুপ্ত বললেন, 'এটা প্রতিযোগিতার নামে আদতে একটা উৎসব। যেখানে এত এত ছাত্রছাত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছিল।' হলদিবাড়ি কোলাজের তরফে দীপঙ্কর মণ্ডল জানান, বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য কর্মসূচি ভীষণ প্রয়োজন। এই উদ্যোগ সেইজন্যই নেওয়া। এই প্রচেষ্টাকে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চান।

(তথ্য : অমিতকুমার রায়)

সংস্কৃতিচর্চার প্রসারে উদ্যোগ

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির হলদিবাড়ি আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গত শনিবার হলদিবাড়ি ব্লকের হাইস্কুলগুলির পড়ুয়াদের নিয়ে বক্সিগঞ্জ আব্দুল কাদের সরকার হাইস্কুলে অনুষ্ঠানটি হয়। শুরুতে সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির মেখলিগঞ্জ মহকুমার সম্পাদক শ্যামল শীল। পড়ুয়াদের মধ্যে সংস্কৃতিচর্চার প্রসারে প্রতিবছরের মতো এবারও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি জোন, মহকুমা, জেলা ও রাজ্য স্তরে বিদ্যালয়ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

এরপর বিভিন্ন বিভাগের আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য, বসে আঁকো, প্রবন্ধ রচনা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পড়ুয়ারা। ব্লকের হলদিবাড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হলদিবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়, ওয়াহাবুল উলুম উচ্চবিদ্যালয়, বক্সিগঞ্জ আব্দুল কাদের সরকার হাইস্কুল, কমলাকান্ত উচ্চবিদ্যালয়, দেওয়ানগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়, ধৈর্য্যনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয় ইত্যাদি স্কুলের কয়েকশো পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল অনুষ্ঠানে। পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'ক' বিভাগ রয়েছে। সেই বিভাগের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিজয়ী হলদিবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র উৎস কর্মকার বলল, 'আবৃত্তি আমার দারুণ পছন্দের একটা বিষয়। এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতে আমি খুবই আনন্দিত।' আরেক বিভাগে নৃত্য প্রতিযোগিতায় সেরা হয়েছে হলদিবাড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী দীপান্বিতা মণ্ডল। দীপান্বিতা জানাল, সে 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' সিনেমার 'মহারাজা তোমারে সেলাম' গানটির সঙ্গে নেচেছে। দর্শকদের তার নাচ ভালো লাগায় সে খুশি। হলদিবাড়ি জোন থেকে প্রথম স্থানাধিকারীরা আগামী রবিবার জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

লিঙ্গনিরপেক্ষতার ধারণা এখনও দূরে

মৌমিতা আলম

বাইরে টুপটাপ বৃষ্টি। জানলার উলটোদিকে দাঁড়ানো গাছের উপর সবুজ মস আর অর্কিড। কেউ লাগায়নি। নিজেরাই নিজেদের মতন করে বেবাক বড় হয়ে ওঠা। বেড়ে ওঠার মধ্যে কোনও আদেখলাপনা নেই, নেই চোখে পড়ার আকুতি। রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাস আর প্রত্যয়। ক্লাসে ঢোকার আগে দিদিমণির চোখ পড়ল, গাছটির উপর জন্মানো সবুজ মসের গালিচায় আর সেই গালিচা বেয়ে চুইয়ে পড়া বৃষ্টির জল। ক্লাসে ঢুকেই দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন,

এই বলো তো, টুপটাপ বৃষ্টির ইংরেজি কী? ক্যাটস অ্যান্ড ডগস- এই শব্দগুচ্ছের মানেই বা কী?

একটি মেয়ে নিজেই গুনগুন করতে করতে বলে উঠল,

টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে
নদে এল বান...

দিদিমণি না থামিয়ে বললেন, তারপর কী? পুরো ক্লাস বলে উঠল,

শিব ঠাকুরের বিয়ে হল
তিন কন্যা দান
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন
আরেক কন্যা খান
এক কন্যা রাগ করে
বাপের বাড়ি যান...

দিদিমণি এবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বৌ রাঁধবে কেন? এমন তো হতেই পারে যে, বৌ ডাক্তার বা চাকরিজীবী। একজন ছাত্রীর কৌতূহল, তাহলে ছড়া কেমন করি হইব ম্যাডাম? দিদিমণি বললেন, চল চেষ্টা করি হচ্ছে কি না,

টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে
আকাশেও মেঘ ডাকে
শিব ঠাকুরের দেখা হলো
তিন কন্যার সাথে।
একটি কন্যা ডাক্তারি পড়ে
আরেকটি কন্যা শিক্ষক
একটি কন্যা বিমান চালায়
আকাশপথের সে রক্ষক।

হাততালি দিয়ে উঠল পুরো ক্লাস। আজকে যখন লিঙ্গনিরপেক্ষ এক সিলেবাসের আশু প্রয়োজন, তখন সমাজে চালু থাকা মিথগুলোকে প্রশ্ন করা জরুরি। সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি সামগ্রিক সর্বনামের, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার পাঠক্রমে।

he/she- এই দুই বাইনারির বাইরে কুয়্যর, ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের ভাষা প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত করতে he/she এই বাইনারির বেড়া ভেঙে নন-বাইনারি 'they'-এর ব্যবহার পাঠ্যবইয়ে রাখা জরুরি। নিজেদের প্রকাশ করার জন্য যাতে ভাষা হাতড়াতে না হয়। তাহলে শিক্ষার অঙ্গন মুক্তাঙ্গন হয়ে উঠবে সমস্ত যৌন সংখ্যালঘু শিক্ষক, শিক্ষার্থীর জন্যই।

২০২১ সালে NCERT ট্রান্সজেন্ডার ইনক্লুশন ম্যানুয়াল প্রকাশ করে। কিন্তু NCPCR তাতে আপত্তি জানালে NCERT তা সরিয়ে নেয়। ২০২৩ সালে আউটলুক-এ প্রকাশিত সাংবাদিক স্বাতী শিখার করা একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ২০২১ সালের সেই রিপোর্টের পর নতুন করে একটি ড্রাফট প্রকাশ করে NCERT (২০২৩)।

নতুন ড্রাফটে লিঙ্গনিরপেক্ষ স্কুল ইউনিফর্ম, নিয়মিত ওয়ার্কশপ, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গনিরপেক্ষ পদ্ধতি, ভর্তির আবেদনপত্রে ট্রান্সজেন্ডার ক্যাটিগোরির উল্লেখ করার কথা বলা হয়। কিন্তু কুয়্যর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই ড্রাফট-এ কিছুই বলা হয়নি। ড্রাফট প্রকাশিত হলেও আজ অবধি সেটার রূপায়ণের চিন্তাভাবনা পশ্চিমবঙ্গের সব সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে করা হয়েছে বলে জানা নেই।

আবারও একটি শিক্ষক দিবসের সামনে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাজ। অনেক আঁধারের মাঝে এই দিনটি হয়ে উঠেছে উষ্ণতার আবেগে পরস্পরকে জানার ও শেখার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দিন। তবে যে আঁধারে আজ আমাদের শিক্ষা দাঁড়িয়ে, তার থেকে মুক্তি পেতে দরকার প্রশ্ন। অনেক অনেক প্রশ্ন আর উত্তরের খোঁজে ডুব দেওয়া শিক্ষক ডুবুরি। সমস্ত রকম বাইনারির বেড়া ভেঙে শিক্ষক সমাজ তো ক্লাসের এলজিবিটিকিউ কমিউনিটির শিক্ষার্থীদের সহিষ্ণুতার সঙ্গে দেখার ও একসঙ্গে চলার বার্তা দিতেই পারেন। যাতে আমার বন্ধু নাসিমা ইসলাম, পেশায় অধ্যাপক সামাজিক মাধ্যমে একটি প্রাইড ফ্ল্যাগ-এর ছবি দিলে, তাকে তার ছোটবেলার শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয়! যৌন সংখ্যালঘু মানুষ সম্পর্কে অজ্ঞতা কাটানোর দায়িত্ব নিতে পারেন শিক্ষক সমাজ এই শিক্ষক দিবসে। তবে সেজন্য শিক্ষকদের, নিজেদের ভাঙতে হবে অনেকখানি। তবে না ভাঙলে গড়বই বা কীভাবে? শিক্ষক মহাশয়রা শুনছেন? *(লেখক ও শিক্ষক, ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)*

বেত না মারলেও ভয় এবং সম্মানটা জরুরি

চিরদীপা বিশ্বাস

'সঠিক শিক্ষাটা হয়তো দিয়ে উঠতে পারলাম না'...'হুমম, শিক্ষক হিসেবে আমরাই ব্যর্থ'। অটোর সহযাত্রী দুই ব্যক্তির এহেন কথোপকথন বর্তমানের হতাশাজনক সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে মনটাকে বড্ড ভারাক্রান্ত করে তুলল। দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগরদের কাছে সঠিকভাবে শাসন করার অধিকারটুকুও সীমিত। উনিশ থেকে বিশ হলেই চাকরি চলে যাওয়ার ভয় নিয়ে কোন শিক্ষকই বা নিজ দায়িত্বে একজন ছাত্রকে 'মান' এবং 'হুঁশ' যুক্ত প্রাণীতে পরিণত করার সাহস দেখাবেন।

হাতে 'বেত' থাকার অর্থই ছাত্র পিটিয়ে বেড়ানো নয়। একশোর মধ্যে যে দশজন তাঁদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তাঁদের শাস্তির বদলে গোটা ব্যবস্থাটাই পরিবর্তন করে দেওয়া আমাদের সমাজের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। আজকাল খবরের শিরোনামে 'ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত শিক্ষক' জ্বলজ্বল করতে দেখলে কেমন যেন ভয় ভয় করে। সর্বত্র হয়তো ছবিটা এক নয়, তবে ছবি বদলাচ্ছে নিঃসন্দেহে এবং সেটা দ্রুতগতিতে।

অন্যদিকে, মনে পড়ে সেই ক্লাস নাইনের কথা। ভীষণ ভয়ে এক গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে যাওয়া ছেড়ে দেওয়ায় তিনি নিজে রীতিমতো বাড়ি এসে ঘণ্টাদুয়েক ধরে বুঝিয়েছিলেন। আজকের এই ফাস্ট ফরওয়ার্ড যুগে এরকম দৃষ্টান্ত ঠিক কতগুলো রয়েছে, বড় জানতে ইচ্ছে করে। গুরুশিষ্য সম্পর্কের এই আত্মিকতাটা মাসপয়লার খামের ভেতর থাকে না, থাকে না পাঁচ সেপ্টেম্বরের পাওনা 'ডিলিশিয়াস ট্রিটে'। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া সমীকরণগুলো তাই প্রশ্ন জাগায়, মোটা বই পড়ে জ্ঞানী তো হয়ে উঠছি কিন্তু শিক্ষিত হচ্ছি ক'জন?

মানুষকে মানুষ বলে মনে করা, অঙ্কে দুটো নম্বর কম পেলেও শিরদাঁড়াটা যেন কোনও মূল্যেই না বিকোয়, তার হিসেব রাখা, কেউকেটা হওয়ার থেকেও সততা কতটা জরুরি- এসবের শিক্ষা বই পড়ে পাওয়া যায়? টিফিন পিরিয়ডে 'আম গাছে কেন ঢিল ছুড়লি?' বলে কানমলা খাওয়া বা অঙ্ক স্যরকে নাম ধরে ডেকে পালিয়ে যাওয়া এবং কালপ্রিটকে লুকোনোর অপরাধে পুরো ক্লাসকে নীলডাউন করিয়ে রাখার মতো তিন-চারটে স্মরণীয় ঘটনা ছাড়া ছাত্রজীবন কল্পনা করা যায়!

আজকাল উঠতি বয়সিরা অনায়াসেই পাড়ার বড় কাকু, জেঠুদের সামনে মুখে জ্বলন্ত সিগারেট ধরে চলে যাওয়ার সাহস রাখে। কাকু, জেঠুরাও অসম্মানিত হওয়ার ভয়ে আগ বাড়িয়ে শাসন করেন না, শুধু বলেন 'আমাদের সময় হলে থাবড়ে সিধে করা হত'। অথচ এঁরাই আবার সজাগ থাকেন স্কুলে গেলে যেন তাঁদের সন্তানদের 'বেতভীতি' না জন্মায়। বিগত কিছু বছর ধরে গোলকধাঁধায় ঘুরে চলেছি আমরা। সন্তানকে টিফিনে দুটো রুটি দিয়ে 'সবটা যেন নিজে শেষ করা হয়, বিলোনোর দরকার নেই' বলে আশা করছি, তারা হবে রত্ন। এর বদলে কেন এটা বোঝাচ্ছি না যে, ওই ফল বিক্রেতা কাকুটার থেকে মানবিকতা শেখো। যিনি রোজ বিনে পয়সায় রাস্তার বাচ্চাগুলোর হাতে ফল তুলে দিচ্ছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষক দিবসের আড়ম্বরের আড়ালে 'মাস্টারমশাই, আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি'- সমাজের গলদকে স্পষ্ট করছে। তাই গোড়ায় থাকা গলদের মেরামতির জন্য শাসনের চোখরাঙানি প্রয়োজন, হাতে থাকা বেত দেখে বুক ঢিপঢিপ করা প্রয়োজন আর প্রয়োজন নিজেকে 'সবার আমি ছাত্র' ভেবে সকলের সামনে মাথা নত করে শিক্ষা নেওয়ার।

(প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কোচবিহারের বাসিন্দা)

রজত জয়ন্তী উদযাপন

কার্তিক দাস

১৯৯৯ থেকে ২০২৪, দীর্ঘ চড়াই উতরাই পেরিয়ে বাতাসি শ্যামধনজোত উচ্চবিদ্যালয় উদযাপন করল রজত জয়ন্তী বর্ষ। গতবছর ১ সেপ্টেম্বর উদযাপনের সূচনা হয়। তারপর বিভিন্ন সময় নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। সমাপ্তি পর্বের উদ্বোধন হয়েছিল চলতি বছরের ৩১ অগাস্ট। ১ সেপ্টেম্বর সুজিত ভৌমিক ও সম্প্রদায়ের সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শেষ হল বছরব্যাপী উদযাপন।

২০২৩ সালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর থেকে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রাক্তনী ও বর্তমান পড়ুয়াদের নিয়ে ফুটবল, ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। রক্তদান সম্পর্কে পড়ুয়াদের সচেতন করতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে হয় সেমিনার। খড়িবাড়ি ব্লকের ইন্টার স্কুল বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আঁকা, কুইজ, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে স্কুলের পড়ুয়ারা। স্বাধীনতা দিবসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন প্রাক্তনীরা।

উদযাপনের সমাপ্তি পর্বের প্রথম দিন বিকেলে রবীন্দ্রসংগীত, ভাওয়াইয়া গান, লোকসংগীত দেশাত্মবোধক সংগীত এবং নাচ পরিবেশন করে পড়ুয়ারা। সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় জলপাইগুড়ির 'সপ্তসুর'-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিনের দুপুরে স্কুলের প্রাক্তনী, স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশিত লোকসংগীত, আধুনিক গান ও নৃত্য প্রশংসা কুড়িয়ে নেয় দর্শকদের। বিকেলে বসে বাউলগানের আসর। এছাড়া স্কুল ক্যাম্পাসে ছবি এবং মডেল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের সূচনা করেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ। স্কুল চত্বরে সত্যজিৎ রায় মুক্তমঞ্চ উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি দিলীপ রায়। বিদ্যালয়ের পত্রিকা 'অঙ্কুর-২৫'এর মোড়ক উন্মোচন করেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক তরুণকুমার সরকার।

বাতাসিতে শ্যামধনজোত উচ্চবিদ্যালয় ১৯৯৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জুনিয়ার হাইস্কুল হিসাবে সরকারি অনুমোদন পায়। ২০০৫ সালে মাধ্যমিক এবং ২০১৩ সালে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে। বর্তমানে বিদ্যালয়ের তিনতলা ভবন রয়েছে। শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা ২৫। এছাড়া রয়েছে দুটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণের কক্ষ, জিওগ্রাফি ল্যাব। ২০০৫ সালে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে নেন নিরঞ্জন দাস। তিনি জানালেন, এখন পড়ুয়া সংখ্যা ১০৫০। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৌচালয়, পরিশ্রুত পানীয় জল, মিড-ডে মিল খাওয়ার ঘর সবই রয়েছে ।

২০১৫ সালে নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার, ২০১৬ সালে শিশুমিত্র পুরস্কার স্কুলের মুকুটে জুড়েছে পালক। ২০২২ সালে বিজ্ঞানমূলক নাট্য প্রতিযোগিতায় জেলা স্তরে প্রথম স্থান লাভ করে এই বিদ্যালয়। সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়াক্ষেত্রেও একাধিকবার রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে এখানকার পড়ুয়ারা।

প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'সবকিছু সম্ভব হয়েছে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মানুষ, পরিচালনা সমিতি ও স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতায়।' বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি রাজেশ সরকার স্কুলের বিগত ২৫ বছরের পথ চলা নিয়ে বলতে গিয়ে সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামীদিনে বিদ্যালয়ে সার্বিক উন্নয়নে তাঁদের এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেন।

বাতাসি শ্যামধনজোত উচ্চবিদ্যালয়

শিক্ষক দিবসে

১

৩

২

৪

১) আলিপুরদুয়ারে বগুরিবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের নাটক।
২) ময়নাগুড়ির শহীদগড় হাইস্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
৩) কোচবিহারের কলাবাগান হাইস্কুলে শিক্ষকরূপে পড়ুয়া।
৪) ইসলামপুরের শিবনগর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠান।
ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী, অর্ঘ্য বিশ্বাস, জয়দেব দাস ও রাজু দাস।

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

১০০ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারে ৬ কোটি বরাদ্দ

পুজোর আগে কাজ শুরু

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি ৫ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরের বেহাল সড়ক সংস্কার ও রাস্তা পুনর্নির্মাণের জন্য ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে। ইতিমধ্যে পুর কর্তৃপক্ষ ওই কাজের টেন্ডার করেছে। পুরসভার পূর্ত বিভাগের চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল সন্দীপ মাহাতো জানিয়েছেন, পুজোর আগেই ২৫টি ওয়ার্ডেই রাস্তা সংস্কারের কাজ হবে। পুর এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে তারা বদ্ধপরিকর। সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে বড় পোস্ট অফিস মোড় থেকে বিএসএনএল টাওয়ার মোড় পর্যন্ত রাস্তার। এই রোড ম্যাস্টিক করা হচ্ছে। আট নম্বর ওয়ার্ডের অধীনস্থ এই রাস্তার জন্য ১ কোটি ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ওই রাস্তাটি বর্তমানে বেহাল হয়ে পড়েছে। খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। পুরসভার সামনের রাস্তাই ব্যবহারের অনুপযুক্ত। স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে ওই রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছিলেন। এখন পুরসভার তরফে প্রতিটি রাস্তাই ম্যাস্টিক করা হচ্ছে বলে সন্দীপ দাবি করেছেন।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৫টি ওয়ার্ডের প্রতিটি বেহাল সড়কের সংস্কার করা হবে। প্রথম পর্যায়ে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়ে কাজ শুরু হল। পরবর্তী পর্যায়ে অবশিষ্ট বেহাল সড়কের সংস্কার করা হবে। পুরসভার চার নম্বর গুমটির রাস্তার সংস্কারের জন্য ৪২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে। পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের মহামায়াপাড়ার বাসিন্দারা এতে উপকৃত হবেন। রূপশ্রী কমপ্লেক্স এলাকাতে রাস্তা সংস্কারের জন্য ৪২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। এছাড়া এই ওয়ার্ডের অপর একটি রাস্তার জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। ৯ নম্বর ওয়ার্ডে জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে ড্রেন করার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫৯ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। ২২ নম্বর ওয়ার্ডে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা।

পুজোর আগে পুর এলাকার কঙ্কালসার রাস্তাই হল ভিলেন। পথচারী থেকে শুরু করে টোটোচালকরা রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে যথেষ্টই উদ্বিগ্ন। পুরসভার পূর্ত বিভাগের চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিলের আশ্বাসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন পুরবাসী। সন্দীপ বলেন, 'পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডের প্রায় ১০০ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যেই ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে। টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

শান্তিপাড়া বাস স্ট্যান্ডের সামনের বেহাল রাস্তা। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

ম্যাস্টিক হবে
- ইতিমধ্যে পুর কর্তৃপক্ষ ওই কাজের টেন্ডার করেছে
- পুজোর আগেই ২৫টি ওয়ার্ডেই রাস্তা সংস্কারের কাজ হবে
- সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে বড় পোস্ট অফিস মোড় থেকে বিএসএনএল টাওয়ার মোড় পর্যন্ত রাস্তার
- প্রতিটি রাস্তাই ম্যাস্টিক করা হচ্ছে বলে পুরসভার দাবি

মা আসছেন... ময়নাগুড়ির কুমোরটুলিতে মৃৎশিল্পীর ব্যস্ততা। বৃহস্পতিবার অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

পড়ুয়াদের বিশেষ ভোজ

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : নিজের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ছাত্রীদের জন্য ভোজের বিষয়টি এতদিন আটকে ছিল। শিক্ষক দিবসে সেই কাজটি সম্পন্ন হল। শিক্ষিকা ১২০০ ছাত্রীকে ফ্রায়েড রাইস-মাংস খাওয়ালেন। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সুনীতিবালা সদর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এমন ছবিই দেখা গেল। মিড-ডে মিলে রোজ যে খাবার দেওয়া হয়, তার বদলে এদিন অন্য খাবার খেয়ে পড়ুয়ারা দারুণ খুশি। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী রিয়া দাস বলল, 'রান্না খুব ভালো হয়েছিল। বেশ ভালো লেগেছে।' রিয়ার বান্ধবীদের মুখেও এদিন শিক্ষিকার জয়গান।

গত ৩ অগাস্ট ওই শিক্ষিকার জন্মদিন ছিল। সেদিন ছাত্রীরা তাঁকে বিভিন্ন উপহার দিয়েছিল। তখনই ওই শিক্ষিকার মাথায় এই পরিকল্পনাটি আসে। রূপা সরখেল মিশ্র নামে ওই শিক্ষিকা বলেন, 'ওদের জন্য কিছু করতে পেরে তৃপ্তি পেলাম। আসলে আমাদের স্কুলে অনেক ছাত্রী আছে যারা দিন আনে দিন খাই পরিবারের। ওদের অনেকেরই পেট ভরে খাওয়া হয়ে ওঠে না। ওদের জন্য সবসময় কিছু করার ইচ্ছে হত। এদিন ওদের জন্য কিছু করতে পেরে ভালো লাগছে।' পড়ুয়াদের মুখে হাসি ফোটাতে অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি তাঁর মতো এগিয়ে আসেন তবে খুব ভালো হয় বলে রূপা জানিয়েছেন। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরূপ দে'র মন্তব্য, 'ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে ওই শিক্ষিকা পড়ুয়াদের জন্য এগিয়ে আসায় সবাই খুব খুশি।'

শহরে টোটোর নিয়ন্ত্রণ চাইছে মালবাজার

মালবাজারের রাস্তায় টোটোর দাপট। ছবি : বিদেশ বসু

বিদেশ বসু

মালবাজার, ৫ সেপ্টেম্বর : টোটোর দাপটে নাজেহাল অবস্থা মাল শহরের। দেদারে বাড়ছে টোটোর সংখ্যা। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি শহরে টোটো নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাল শহরেও এ ধরনের উদ্যোগ চাইছে বিভিন্ন মহল।

মাল পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরসভায় নথিভুক্ত টোটোর সংখ্যা সাড়ে আটশোর বেশি। এছাড়াও শহরের আশপাশের তেশিমলা, বড়দিঘি রাঙ্গামাটি, ডামডিমের মতো এলাকাগুলি থেকেও টোটো আসে শহরে। ফলে শহরে টোটোর সংখ্যা এক হাজার পেরিয়ে যায়। ছোট্ট শহরে এত বিপুল সংখ্যক টোটো চলাচল কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। আবার কিছু টোটোচালকের সিগন্যালিং ব্যবস্থা জানা নেই। আবার কিছু টোটোচালকের অভিজ্ঞতাও কম। একদিকে যেমন দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। আবার অতিরিক্ত টোটো চলাচলে শহরে যানজট লেগেই থাকছে। মাল শহরের টোটোচালকদের ইউনিয়ন-একতা টোটো ইউনিয়নের কর্মকর্তা পার্থ মিত্র বলেন, 'আমরা বিভিন্ন স্তরে আবেদন জানিয়েছি। শহরের বাইরে টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জরুরি প্রয়োজনে হাসপাতালে রোগী কিংবা অন্য কোনও জরুরি পরিষেবা নিতে বাইরের থেকে টোটো শহরে আসতেই পারে। বাইরে থেকে আসা টোটো শহরের ভিতরে ভাড়ার জন্য নতুন করে যাত্রী পরিবহণ করা উচিত নয়।'

মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা বলেন, 'আমরা শহরের টোটো সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিইনি। সমস্ত মহলের সঙ্গেই আলোচনা হবে । সবদিক বিবেচনা করেই পদক্ষেপ করা হবে।'

শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি কলোনির বাসিন্দা বিদ্যুৎ ধর বলেন, 'আমরা সকলেই টোটো ব্যবহার করে থাকি। তবে বৃহত্তর স্বার্থেই টোটো নিয়ন্ত্রণ দরকার।' বর্তমান সার্বিক বিষয়ে খতিয়ে দেখছেন মালের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নীলেশ শ্রীকান্ত গায়কোয়াড়। নীলেশ বলেন, 'আমরা মালবাজারে টোটো সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিকভাবেই খতিয়ে দেখছি। বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে আলোচনার পর্ব করা হচ্ছে। সার্বিক বিষয়েই খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জরুরি তথ্য
ব্লাড ব্যাংক
(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

- **জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক**

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	৩
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	২
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৬
ও নেগেটিভ	–	০

- **মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক**
- **পিআরবিসি**

এ পজিটিভ	–	১০
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১৭
বি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১৮
ও নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	৯
এবি নেগেটিভ	–	০

- **এফএফপি**

এ পজিটিভ	–	২৫
এ -নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	২৬
বি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৩০
ও নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	২০
এবি নেগেটিভ	–	০

- **প্লেটলেট**

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১
ও নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	০

ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব খারিজ

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি থানা মোড়ে থাকা বিপজ্জনক বাড়ির মালিক দুই ব্যবসায়ী সেটি ভাঙার বিষয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার কাছে সময় চেয়েছিলেন। পুর কর্তৃপক্ষ দুই ব্যবসায়ীর প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ওই দুই ব্যবসায়ীকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মুক্তা ভবন কর্তৃপক্ষ ভবন ভাঙতে শুরু করেছে। আরেক বিপজ্জনক ভবনের মালিক ধরম পাসোয়ানও তাঁর ভবনটি ভেঙে ফেলার বিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। ওই দুই ব্যবসায়ী ভবন ভেঙে না ফেললে পুরসভা ভেঙে দেবে।'

স্টেডিয়ামের দাবি

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : পুর ফুটবল ময়দান ছাড়া ধূপগুড়ি শহরে বড় খেলার মাঠ নেই। শহরবাসী দীর্ঘদিন সেই মাঠেই স্টেডিয়ামের দাবি করে আসছেন। শহরবাসীর অভিযোগ, যথেষ্ট পরিকাঠামোর অভাবে নষ্ট হচ্ছে ক্রীড়া প্রতিভা। ক্রীড়াপ্রেমীদের তরফে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে একাধিকবার স্টেডিয়াম তৈরির দাবিপত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, স্টেডিয়াম তৈরির বিষয়ে মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছি। দ্রুত স্টেডিয়াম গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

পুর ফুটবল ময়দানের মাঠে ফুটবল খেলার পাশাপাশি ক্রিকেট ও ক্যারাটের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফুটবল ম্যাচগুলি দেখতে প্রচুর দর্শক জমায়েত করেন। কিন্তু তাঁরা মাটিতে বসেই খেলা দেখতে বাধ্য হন। একটি স্টেডিয়ামে খেলোয়াড়রা যেসব সুবিধা পান, সেগুলি থেকে তাঁরাও বঞ্চিত হচ্ছেন। এক খেলোয়াড়ের অভিভাবক বলেন, 'জলপাইগুড়ি শহরে স্টেডিয়াম রয়েছে। কিন্তু ধূপগুড়িতে এত সুন্দর একটা মাঠ থাকলেও কেনও এখানে স্টেডিয়াম তৈরি করা হচ্ছে না জানি না। স্টেডিয়াম না থাকায় শহরের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।'

ধূপগুড়িকে পৃথক মহকুমা হিসেবে ঘোষণা করার পর শহরের পরিকাঠামোর দ্রুত উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। মহকুমা গঠনের কয়েকদিন পরেই ধূপগুড়ি মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা পুর ফুটবল মাঠ ঘুরে দেখেন। মাঠে উপস্থিত খেলোয়াড় ও অন্যরা স্টেডিয়ামের দাবি জানান। মহকুমা শাসক সেই দাবি শুনে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দেন। তারপর প্রশাসনের তরফে নতুন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। স্টেডিয়ামে বসে খেলা উপভোগ করার ইচ্ছে নিয়ে অপেক্ষায় ক্রীড়াপ্রেমী অর্ণব ঘোষ, সৌভিক দত্ত প্রমুখ। তাঁরা জানান, মহকুমা শাসকের আশ্বাসে কিছুটা হলেও আশা দেখছেন।

ছেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে অভিনব উদ্যোগ বাবার

চারা ব্যাংক তৈরি করে বিলি মৃদুলের

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : বদলে যাওয়া জলপাইগুড়িতে বদলাতে শুরু করেছে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের চরিত্রও। রক্তদান, নানা গাছের চারা বিলি, দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য-বস্ত্র বিতরণের মতো বিবিধ সমাজকল্যাণমূলক কর্মযজ্ঞ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে বিয়েবাড়ি, অন্নপ্রাশন কিংবা জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠানে। জলপাইগুড়ি শহরের দক্ষিণ বামনপাড়ার মৃদুল দেব তাঁর ছেলের জন্য এমনই এক নজির তৈরি করলেন। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ছেলের ১৩তম জন্মদিন। তার আগেই নিজের বাড়ির সামনে তৈরি করেছেন চারাগাছ ব্যাংক। গেটের পাশে একটি উঁচু জায়গায় সাজানো সারি সারি চারাগাছ। সেখানে আম, জাম, পেয়ারা থেকে নিম, কৃষ্ণচূড়া সবরকম গাছই রাখা থাকছে। কিন্তু থাকছে না সেগুলো দেওয়ার জন্য কেউ। কারও যদি পছন্দ হয়, তিনি তাঁর ইচ্ছেমতো নিয়ে যেতে পারবেন ওই চারা। গাছের চারা কমলেই আবার সেখানে মৃদুল রেখে দিচ্ছেন নতুন চারা।

এছাড়া বাড়িতে কেউ ঘুরতে এলেও তাঁর হাতে মৃদুল বা তাঁর পরিবারের লোকেরা কোনও না কোনও গাছের চারা উপহার দিচ্ছেন গত চার মাস ধরে। তাঁদের একটাই লক্ষ্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন অক্সিজেনের অভাবে না ভোগে। সবুজ যেন থাকে। মৃদুল বলেন, 'শীর্ষর যেদিন জন্ম হয়েছিল সেদিন আমার হঠাৎই মনে হয়েছিল ভবিষ্যতে ওরা শ্বাস নিতে পারবে তো! এই ভেবেই আমি বাড়িতে এসে মিষ্টির বদলে সকলকে চারাগাছ দিই। স্ত্রী বাড়িতে ফিরে আমার এই উদ্যোগকে আরও ইন্ধন জোগায়। তারপর থেকে তেরো বছর ধরে আমি এই কাজ করে যাচ্ছি। এবছর জুন মাস থেকেই আমি চারা বিলি শুরু করে দিই।' বৃক্ষরোপণ এবং বনসৃজনে শহরের মানুষকে উৎসাহিত করতে তাঁদের এই উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন পেশায় ব্যবসায়ী মৃদুল।

সারাবছর যে সকল ফল খাওয়া হয় তার বীজ ছাদে বিভিন্ন পাত্রে বপন করেন তিনি। সেখান থেকে চারা অঙ্কুরিত হলে সেটা বিলির জন্য বাড়ির সামনে রেখে দেন তিনি। এছাড়াও এখন পর্যন্ত বন বিভাগ এবং নার্সারি থেকে প্রায় ১৫,০০০ চারা নিয়ে বিলি করেছেন বলে জানান মৃদুল। বাবার এরূপ অভিনব উদ্যোগে বেজায় খুশি ছেলে শীর্ষ। তার কথায়, আমাদের উদ্যোগে যদি পরিবেশ সংরক্ষণের সচেতনতা সামান্য বাড়ে, সেটাই আমাদের কাছে বড় প্রাপ্তি। আমার জন্মদিনে স্কুলের সমস্ত বন্ধুকেও চারাগাছ দেব। পথচারী অপর এক উদ্ভিদপ্রেমী সন্দীপ রায় বলেন, 'রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এমন অভিনব উপহারের কথা ভাবতেই পারিনি। আমি পারলে আরও মানুষকে জানাব এই উদ্যোগের কথা। সকলে যেন শীর্ষকে আশীর্বাদ করেন সেটাই চাইব।'

চারা ব্যাংক মৃদুলের। জলপাইগুড়ির দক্ষিণ বামনপাড়ায়। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

সবুজের বার্তা
- রক্তদান, চারা বিলি, বস্ত্রদান বিবিধ সমাজকল্যাণমূলক কর্মযজ্ঞ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে বিয়েবাড়ি, অন্নপ্রাশন কিংবা জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠানে
- নিজের বাড়ির সামনে তৈরি করেছেন চারাগাছ ব্যাংক
- আম, জাম, পেয়ারা থেকে নিম, কৃষ্ণচূড়া সবরকম গাছই রাখা থাকছে সেখানে
- বনসৃজনে শহরের মানুষকে উৎসাহিত করতে তাঁর এই উদ্যোগ

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
জলপাইগুড়ি শহরের জন্য চাইছে
Media Sales Executive
টার্গেট পূরণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া এবং দিনের শেষে হাসিমুখে বাড়ি ফেরার আত্মবিশ্বাস যদি থাকে তাহলে উত্তরবঙ্গ সংবাদে জলপাইগুড়ির মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। কাজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা এবং পোর্টালের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ।
যোগ্যতা স্নাতক। মিষ্টভাষী, হাসিখুশি, মিশুকে, ধৈর্যশীল এবং কথা বলায় দক্ষতা একান্ত আবশ্যিক। বিজ্ঞাপন বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। না থাকলেও অসুবিধা নেই, যদি থাকে নিজেকে যোগ্য করে তোলার আত্মবিশ্বাস। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। বয়স অনূর্ধ্ব ৩০।
আবেদনপত্র নিয়ে সোজা চলে আসুন আমাদের দপ্তরে
মঙ্গলবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪। বেলা ১টা থেকে ২টার মধ্যে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, থানা মোড়, জলপাইগুড়ি

কোর্টে অসত্য বিজ্ঞাপনের রিপোর্ট

রায়পুর ঘুরে দেখলেন আদালতের প্রতিনিধি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ন্যাশনাল কোম্পানির ল' ট্রাইবিউনাল কোর্টে ১৮ বছর ধরে বন্ধ থাকা রায়পুর চা বাগান বিক্রি সংক্রান্ত অসত্য বিজ্ঞাপন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ নিয়ে রিপোর্ট জমা পড়েছে। শুধু তাই নয়, রায়পুর চা বাগানের বর্তমান মালিক গুরুসরণের বাগান সম্পর্কে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী অবস্থান এবং ওই বাগানের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে রেজোলিউশন প্ল্যানও ওই কোর্টে জমা দেওয়া হয়েছে। এরপরেই ওই কোর্টের প্রতিনিধি বৃহস্পতিবার বাগানটি ঘুরে দেখেন। পরে শ্রমিকদের সঙ্গে তিনি বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলেন।

সূত্রের খবর, রায়পুর চা বাগানের মালিক গুরুসরণ পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যাংক থেকে ১২ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু ওই টাকায় পরিকাঠামোর উন্নয়ন দূর অস্ত, কোনও পদক্ষেপই করেননি। বাগানের ছয়শোর বেশি শ্রমিক-কর্মচারী নিদারুণ আর্থিক সংকটে ভুগছেন। পেটের তাগিদে বহু শ্রমিক ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছেন। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় বাগানটি বিক্রির বিজ্ঞাপন প্রকাশ্যে আসে। বিষয়টি নজরে আসে এনসিএলটি কোর্টের। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে একটি রিপোর্টও জমা পড়েছে। বাগানের রিজোলিউশন প্ল্যান অনুমোদিত হলে বিধিমোতাবেক পদক্ষেপ করে পরিচালনভার দক্ষ পরিচালক গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে। ফলে, রায়পুরের সমস্যারও বহুলাংশে সমাধান হবে।

শ্রম দপ্তর থেকে বাগানটির সমস্যা সমাধানে বহুবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হলেও বাগান মালিক গুরুসরণ তাতে অংশ নেননি। যার জেরে সমস্যার সমাধান হয়নি। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন না হওয়ায় বাগানের ফ্যাক্টরির যন্ত্রাংশগুলি কার্যত ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিষয়টি এনসিএলটি কোর্টে উঠায় শ্রমিকরা খুশি। তাঁদের বক্তব্য, কোর্টের উপর তাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এবার তাঁরা ন্যায়বিচার পাবেন।

নিহত চার সেনাকর্মী

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ি পথে প্রাণ হারালেন চার সেনাকর্মী। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে সিকিমের রেহেনকের কাছে। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো এদিনও পেডং থেকে জুলুকের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল একটি গাড়ি। গাড়িতে একজন জুনিয়ার কমিশনারেট অফিসারের সঙ্গে ছিলেন আরও তিন সেনাকর্মী। রেহেনকের কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৭০০-৮০০ ফুট নীচে খাদে পড়ে যায়।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে ওলটায় গাড়ি

ঘটনার পরেই উদ্ধারকাজ শুরু করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পৌঁছে যায় মিলিটারি হেলথ টিম। সেনাকর্মীদের উদ্ধারে নিয়ে আসা হয় হেলিকপ্টার। কপ্টারের সাহায্যে চারজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও কাউকেই বাঁচানো যায়নি। মৃতদের মধ্যে গাড়ির চালক মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা প্রদীপ প্যাটেল, মণিপুরের ইম্ফলের বাসিন্দা ডব্লিউ পিটার, হরিয়ানার গুরসেভ সিং এবং তামিলনাড়ুর কে থাংগাপান্ডি।

প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে বলে মনে করা হলেও দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে সেনাবাহিনী। মৃতদের পরিবারকে ঘটনাটি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ময়নাতদন্তের পর দেহগুলি যথাযোগ্য মর্যাদায় পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

শিক্ষক দিবসে আমন্ত্রিত অঙ্কিতা

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : এসএসসির চাকরি দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের রায়ে চাকরি খুইয়েছেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারী। তাঁর চাকরি দুর্নীতি নিয়ে হইচই হয়েছে রাজ্যে। তাঁর বাবার মন্ত্রিত্বও চলে গিয়েছে। তেমনি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও জেলে রয়েছেন। অঙ্কিতাকে নিয়ে ঘরে-বাইরে সর্বত্র ক্ষোভ রয়েছে। সেই বরখাস্ত হওয়া শিক্ষিকাই মেখলিগঞ্জ কলেজের শিক্ষক দিবসের প্রধান অতিথি ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলন থেকে শুরু করে কলেজে অধ্যক্ষের সঙ্গে কেক কাটা, সেই কেক খাওয়ানো সবই দেখা গিয়েছে এদিন। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অঙ্কিতার উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা মহলে। যে শিক্ষিকা দুর্নীতির অভিযোগে চাকরি হারিয়েছেন তাঁকে কেন আমন্ত্রণ জানানো হল? উঠেছে প্রশ্ন। অঙ্কিতা শুধু নয় আর কোনও শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে পাওয়া যায়নি আমন্ত্রণ জানানোর জন্য?

কলেজের অধ্যক্ষ মিঠু দেব পুরোপুরি দায় ঝেড়ে ফেলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা তো শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করিনি। এটা করেছে ছাত্ররা।' অঙ্কিতার উপস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, 'কলেজে যে কেউ শিক্ষক দিবসের দিন এসে শিক্ষকদের সম্মান জানাতেই পারেন। সেই সম্মান নিতে অসুবিধা কোথায়? অনেকেই এসেছেন, অনেক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এসেছে। আমরা তো কাউকে বারণ করতে পারি না।'

যদিও এ নিয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর দাবি, তাঁকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'কলেজে শিক্ষক দিবসে আমাদের ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে সেজন্য গিয়েছি।'

এদিনের মেখলিগঞ্জ কলেজের অনুষ্ঠানের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকে কটাক্ষ করছেন। এরকম একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কটাক্ষ করে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায়ও লেখেন, 'চোরের রাজ্যে এটাই স্বাভাবিক'। এসএসসি দুর্নীতির চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা চোরের দলের জেলা সম্পাদিকা অঙ্কিতা অধিকারী যদি মেখলিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে গুরু হিসেবে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন তাতে অস্বাভাবিক কিছু না।

বর্তমানে গোটা সরকারটাই চোর, ছ্যাঁচড়, দুষ্কৃতী ক্রিমিনালরাই সরকার চালাচ্ছে। ছিছি করা ছাড়া সাধারণ মানুষের আর কী আছে।' পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'লজ্জা ছাড়া আর কিছুই নেই। আজকে দেখা করেও যেমন বহিরাগতদের রমরমা। তেমনি কলেজগুলিতেও বহিরাগতই মাতব্বরি দেখাচ্ছে।' যদিও বিজেপির কটাক্ষকে পাত্তা দিতে নারাজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্লক সভাপতি রাজীব রায়। তিনি বলেন, 'আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা অনুষ্ঠানে অঙ্কিতা এসেছেন এতে বিতর্কের কিছু নেই।

যে পোস্ট করেছে সেই নেতা আগে আয়নার সামনে দাঁড়াক। তার নামেও প্রচুর মামলা। তাহলে তিনি কি কোনও অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে যেতে পারবেন না?'

টেবিলে রেখে যেতে থাকে...

প্রথম পাতার পর

এখন কলকাতার নাগরিক মহলে শিরদাঁড়া চর্চা চলছে খুব। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে নকল শিরদাঁড়া নিয়ে চলে গিয়েছেন ডাক্তাররা। তাঁদের সাহসের ধন্য ধন্য হচ্ছে। বীরের সম্মান পাচ্ছেন! সত্যিই তো, আমি আপনি তো এ কাজ পারতাম না। কম কথা? লালবাজারে শিরদাঁড়া নিয়ে চলে যাওয়া!

একটা পেশার সব লোককে এভাবে মেরুদণ্ড নিয়ে অর্থহীন অপমান করা যায়? আমাদের সব পেশাতেই ধিক্কৃত লোক রয়েছে। অনেক বেশি সৎ, সাহসী লোকও। শিরদাঁড়াহীন লোক মানে মেরুদণ্ডহীন লোক। অভিধান বলে, মেরুদণ্ডহীন মানে দুর্বল ও ভীরু। আমাদের মধ্যে কি দুর্বল ও ভীরু কেউ নেই? সংকট হল, যদি কেউ এখন বিশিষ্ট ডাক্তারদের কারও চেম্বারে এমন প্লাস্টিকের শিরদাঁড়া নিয়ে হাজির হন! বলে ওঠেন, আপনি তো স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতি সব জেনেও কিছু বলেননি। ঘাপটি মেরে চুপ করেছিলেন। এখন সময় বুঝে তড়পাচ্ছেন। আপনার টেবিলেও আমি শিরদাঁড়াটা রেখে যাই। রেখে যাবই। ছাড়ব না।

যদি কেউ আরজি করের আন্দোলনকারী ডাক্তারদের সিনিয়ার দাদাদের চেম্বারেও এমন প্লাস্টিকের শিরদাঁড়া নিয়ে হাজির হন! বলে ওঠেন, আপনি তো আরজি করে ঘোষবাবুদের কীর্তি সব জানতেন। পর্দা ফাঁস করেননি কার ভয়ে? যদি কারও হুমকিতে চুপ করে থাকেন, সেটাও চরম অন্যায়। আপনার টেবিলেও শিরদাঁড়াটা রেখে যাই। আপনারও তো শিরদাঁড়া নেই।

এই যে আপনি বিদেশ থেকে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতিবাদ করছেন ডাক্তারদের দুর্নীতি নিয়ে। ওই যে আপনি রাজ্য সরকারের অনেক প্রকল্পের মাথা ছিলেন। এখন গলা কাঁপিয়ে প্রতিবাদী ভাষণ দিচ্ছেন। এতদিন সতীর্থদের কুকাজ জেনেও চুপ করে ছিলেন কেন? টেবিলে শিরদাঁড়া রেখে যাই? এই যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বিক্ষোভ হল, সেখানেও ওই শিরদাঁড়া থাকা না থাকার ব্যাপার। পরীক্ষা দুর্নীতির খবর বেরোনোয় অধ্যক্ষ প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, এ খবর ঠিক নয়। এখন আবার তিনিই তেলে জলে মিশে সবার সঙ্গে বিক্ষোভে গলা মেলাচ্ছেন। তাঁর এবং বিক্ষোভীদের টেবিলেই বা শিরদাঁড়া রাখব না কেন?

এইভাবে অনেক শিক্ষককে ক্লাসরুমে রেখে দেওয়া যায় নকল শিরদাঁড়া। শিক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি কেন? কেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের হয়ে এভাবে ইউ ওয়ান্ট জাস্টিস বলতে বলতে নামেননি?

ইদানীং বহু লোককে শিরদাঁড়া শিরদাঁড়া বলে চ্যাঁচাচ্ছেন। যেন বঙ্গসমাজে প্রতিবাদী তাঁরাই। তাঁদেরই শুধু শিরদাঁড়া আছে, বাকিদের কারও নেই। তিনি বাদে সবাই মেরুদণ্ডী বন্ধক রেখে দিয়েছে শাসকের কাছে। প্রশ্ন থাক, কোন পার্টির নেতার শিরদাঁড়া রয়েছে? তাঁদের সবাইকেই তো বড় নেতার কথা শুনে চলতে হয়। দিল্লির কথা শুনে চলতে হয়। মনে মনে গজগজ করেন। জানেন, বড় নেতার নির্দেশ হাস্যকর। তবু মেনে চলতে হয়। অনেক অর্থোডিক্স কথা বলেন, যেখানে দাদা-দিদিদের অনুপ্রেরণাই মুখ্য। তা হলে সব নেতার বাড়িতেই রেখে আসা যাক শিরদাঁড়া। অনেকে যুক্তি দেখাচ্ছেন, আগে চাপ ছিল বলেই নাকি তাঁরা এতদিন বলতে পারেননি। এখন ভয় উধাও সবাইকে বলতে দেখে। তা হলে তো আরও প্রশ্ন উঠবে, এতদিন শিরদাঁড়া জমা রেখেছিলেন কোন ব্যাংকের ভল্টে? এতদিন কি আপনি তাহলে ছিলেন মেরুদণ্ডহীন প্রাণী? এতক্ষণে মেরুদণ্ড ফিরে পেলেন।

সব পেশার লোকেরই অপছন্দের কাজ করে যেতে হয় কোনও না কোনও সময়। পুলিশকেও। তারা আপাতত সরকারি নির্দেশে পাল্টা কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছেই না। অথচ সব শহরেই যদি এভাবে নানা পেশার লোক গিয়ে পুলিশের কাছে শিরদাঁড়া রেখে আসে, তার আমরা সহনাগরিকরা গজল শোনার ভঙ্গিতে বাহ্ বাহ্ কেয়া বাত বলতে থাকি, তা হলে কি সমাজে শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে? উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের কিছু জুনিয়ার ডাক্তারকে দেখা গেল, অবরোধের মধ্যে আগুন তুলে কথা বলছেন অধ্যক্ষের সঙ্গে। এটা কীসের শিক্ষা? আসলে অনেকে বুঝে গিয়েছেন, এখন মস্তানি দেখালেও পুলিশ বা প্রশাসন কিছু বলবে না। নীরব থাকবে। প্রতিবাদের মোড়কে এখন অনেকের গলায় এমন সুর, যা মানবাধিকার লজ্জনের দায়ে পড়ে।

শাসকদলের বিধায়ক অভিনেত্রী অত্যন্ত বিশ্রী মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর সমালোচনায় ডাক্তারদের মঞ্চে গিয়ে অন্য অভিনেত্রীর ঘোষণা, 'ওর নাম ও ওর পরিবারের কারও চিকিৎসা করবেন না!' ডাক্তাররা শুনলেন। পাল্টা প্রতিবাদ করলেন না কেউই। বললেন না, ডাক্তারদের এসব করাটা অমার্জনীয় অপরাধ। ডাক্তাররা রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। অথচ তাঁদের একগাদা রাজনৈতিক সংগঠন। অনেক ডাক্তারই এখন বলছেন, ডাক্তারদের অনেকের প্রতিবাদ সংগ্রহ ভোট দখলের কথা ভেবে।

আর একটা কথা ভাবাচ্ছে খুব। ডাক্তাররা যেমন দিব্যি কাজ না করে হিরো হয়ে গেলেন, পুলিশ অফিসাররাও যদি প্রতিবাদী হয়ে শুধু অবস্থানে বসে থাকেন, তা হলে কী করব আমরা? জুনিয়ার ডাক্তাররা যেমন আউটডোরে গেলেন না, পুলিশও যদি প্রতিবাদে তিন সপ্তাহ কোনও কাজ না করে? ট্রাফিক সামলাল না। নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখল না। চোখের সামনে দিয়ে রোগী ফেরত গেল, অনেক ডাক্তার করলেন না কিছু। পুলিশও তেমন চোরদের দেখেও কিছু করল না। শিরদাঁড়া নিয়ে মিছিল করল শুধু। তাঁদেরও ডাক্তারদের মতো প্রতিবাদী নায়ক করে দেব তো আমরা? শাসকরা প্রতি পদে প্রমাণ করে যাচ্ছে, তাদের দাদাগিরি ক্ষমার অযোগ্য। দৈনন্দিন চিকিৎসায় দলের প্রতিযোগিতার ফলে অপরাধ বেড়েছে অহরহ।

আসল কথা হল একটাই। তুমি আমার পক্ষে থাকলে তোমার শিরদাঁড়া আছে। আমার দিকে না থাকলে তোমার শিরদাঁড়া নেই। আমি বলব, তোমার শিরদাঁড়া নেই। সঙ্গে বলব, আমি রাজনীতির মধ্যে নেই। পুরোপুরি অরাজনৈতিক।

শিরদাঁড়া জিন্দাবাদ। রাজনীতি জিতে রহো ভাই।

এনজেপিতে অটোমেটিক ট্রেন এগজামিনেশন সিস্টেমের কাজ শুরু।

নিশীথের সঙ্গে সাক্ষাৎ তৃণমূল নেতার

চালসা, ৫ সেপ্টেম্বর : প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সামসিংয়ের তৃণমূল নেতা সুজন লামা। যা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। যদিও এনিয়ে নিশীথ বলেন, 'সুজন আমার বহুদিনের পারিবারিক বন্ধু। বাড়িতে গণেশপুজো আছে। তাই ওঁকে নিমন্ত্রণ করে গল্প করলাম।'

বুধবার রাতে চালসা-মেটেলি রাজ্য সড়কের পাশে একটি বিলাসবহুল হোটেলে আসেন নিশীথ। রাতে ওই হোটেলেই থাকেন তিনি। বৃহস্পতিবার ওই হোটেলেই সুজন নিশীথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে ঘণ্টা দুয়েক কথাবার্তা হয়। বিকেলে নিশীথ হোটেল থেকে বেরিয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা হন। এ বিষয়ে সুজনকে একাধিকবার ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেননি। তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভানেত্রী মৌমিতা কালান্দি বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। সুজন লামা তৃণমূলের একজন সক্রিয় কর্মী। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে কারও সঙ্গে দেখা করতেই পারেন।'

ফের ট্রেন থামিয়ে হাতি রক্ষা

নাগরাকাটা, ৫ সেপ্টেম্বর : রেললাইনের ওপর একসঙ্গে তিনটি হাতি দেখে থমকে গেল ট্রেন। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার বিকেলে মহানন্দা অভয়ারণ্য চেরা সেবক ও গুলমা স্টেশনের মাঝে। সেসময় শিলিগুড়ি জংশন থেকে বামনহাটগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ওই রুট দিয়ে যাচ্ছিল। চালক জেএন আনসারি ও সহ চালক জি ঘোষ ২৩/২-১ নম্বর পিলারের কাছে হাতিগুলিকে দেখেই জরুরিকালীন ব্রেক কষে ট্রেন থামিয়ে দেন। বুনোদের দলটি রেললাইন পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকে যাওয়ার পরই ট্রেন ছাড়ে। এই নিয়ে গত ১৫ দিনের মধ্যে চারবার ডুয়ার্সের জঙ্গলে রেলচালকদের সতর্কতার কারণে হাতি রক্ষার ঘটনা ঘটল।

এর আগে গত ২৭ অগাস্ট ওই দুই স্টেশনের মাঝেই একটি দলছুট হাতিকে রেললাইন বরাবর হেঁটে যেতে দেখে শিলিগুড়ি জংশন থেকে আলিপুরদুয়ার জংশনগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের দুই চালক একই কৌশল অবলম্বন করে কয়েক মিনিটের জন্য ট্রেন থামিয়ে দেন।

তার আগের ঘটনাটি ঘটে ২৫ অগাস্ট সন্ধ্যায় জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে ১৩০/৫ নম্বর পিলারের কাছে। হাসিমারা ও মাদারিহাট স্টেশনের মাঝে ধুবড়ি থেকে শিলিগুড়িগামী ডিইএমইউ ট্রেন

মহানন্দার জঙ্গলের মাঝে রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকা হাতি।

দাঁড়িয়ে পড়ে। সেদিন একসঙ্গে নয়টি হাতি লাইন পার হচ্ছিল। ২২ অগাস্ট মহানন্দার জঙ্গলেই ২৩/৬-৭ নম্বর পিলারের কাছে শিলিগুড়ি থেকে বামনহাটগামী ডিইএমইউ ট্রেনের দুই চালকও লাইনের ওপর হাতি দেখে জরুরিকালীন ব্রেক কষেন।

ট্রেনের স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা

প্রথম পাতার পর

ট্রেনের চাকা গড়াবে, তখন কার্যকর হয়ে এটিইএস প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠানো শুরু করে দেবে। এটিইএসে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সভিত্তিক প্রযুক্তি থাকায় চলন্ত ট্রেনের প্রত্যেকটি গতিবিধি নিরীক্ষণ সহজ হবে। ট্রেনের অ্যাক্সেল বক্স বিয়ারিংয়ের পাশাপাশি চাকার তাপমাত্রা সেন্সরের মাধ্যমে রেকর্ড করা হবে। শুধু তাই নয়, কোন কোচে ত্রুটি ধরা পড়েছে, ওই কোচের অ্যাক্সেল নম্বর কত, সমস্ত তথ্যই পাওয়া যাবে। কোনও কোচের দরজা খোলা থাকলে বা খোলা থাকার কারণ হিসেবে ত্রুটি থাকলে তাও ক্যামেরা-সেন্সরে ধরা পড়বে। এটিইএসের প্রতিটি মাধ্যমের মধ্যে লিংক থাকায় প্রত্যেকটি পর্যায়ের কাজ নিখুঁত থেকে নিখুঁততর হবে বলে দাবি রেলকর্তাদের। কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'প্রযুক্তির এমন সাহায্যে ট্রেন নির্দিষ্ট গতি এবং সময়ে চলবে।' কবচ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় দুর্ঘটনা রোধে প্রথম পর্যায়ে এটিইএস প্রযুক্তিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে রেল সূত্রে খবর। এখন দেখার কতটা মান রাখে এই প্রযুক্তি।

জেলার খেলা

ইভানের ৪ গোল

চালসা, ৫ সেপ্টেম্বর : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের শুগোভালা রায় ও ফুচু সোরেন ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল সনগাছি চা বাগান। ফাইনাল রবিবার বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সনগাছি ৬-০ গোলে জলপাইগুড়ি ৭৩ মোড় রাইজিং স্টার জুনিয়ার ক্লাবকে হারিয়েছে। ইভান হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করেন। তাদের বাকি গোলদাতা আমান কচ্ছপ ও রোহিত ভুজেল।

প্রয়াত ধ্রুব

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : প্রয়াত হলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ধ্রুব সরকার। গুরুতর অবস্থায় বুধবার তাঁকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার সময় মালদায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সমাজপাড়ার বাসিন্দা ধ্রুব জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার হয়েও তিনি আন্তঃজেলা ক্রিকেটে অংশ নিয়েছিলেন।

জয়ী অঙ্কিত

চালসা, ৫ সেপ্টেম্বর : কিলকোট চা বাগানের মহাত্মা গান্ধি স্পোর্টিং ক্লাবের জাকু মাহালি ও বাহুরান তিরকি ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার মালবাজার অঙ্কিত স্পোর্টস ৩-১ গোলে হারিয়েছে আইভিল চা বাগানকে। অঙ্কিতের ইয়োজেন লামা জোড়া গোল করেন। তাদের অন্যটি কুশাল ওরাওঁয়ের। আইভিলের গোলটি বিজয় বাগওয়ারের।

ফাইনালে হিডেন

মৌলানি, ৫ সেপ্টেম্বর : মৌলানি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ডুয়ার্স কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমি, শিলিগুড়ি। বৃহস্পতিবার তারা প্রথম সেমিফাইনালে ৩-০ গোলে হারিয়েছে পিলখানা কোচিং ক্লাব, কোচবিহারকে। হিডেনের উজ্জ্বল শীল জোড়া গোল করেন। তাদের অন্যটি সুমিত বর্মনের।

চ্যাম্পিয়ন কিংস

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : নগর বেরুবাড়িতে খবিবর রহমান ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল গোমিরাপাড়ার কিংস মাইন। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে দশ দরগা সুপার লায়নকে হারিয়েছে।

ফাইনালে দোমোহনি

ময়নাগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : দেবীনগর সারবাইজ ক্লাবের ফুটবলে ফাইনালে উঠল ভাই ভাই দোমোহনি একাদশ। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৫-০ গোলে গয়েরকাটা ব্লাক প্যান্থারকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন মুন্না মুর্মু।

নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টায় 'অপরাজিতা', দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

বাংলায় ভয়ের পরিবেশ, কটাক্ষ জ্যোতিরাদিত্যের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : মহিলা নিরাপত্তা ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় টেলিযোগাযোগ এবং উত্তর-পূর্ব উন্নয়নমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তাঁর অভিযোগ, 'নারী সুরক্ষা তো দূরের কথা, পুরুষরাও নিরাপদ নন বাংলায়। এই রাজ্যে আইনের শাসন নেই।'

বৃহস্পতিবার সিকিম যাওয়ার পথে বাগডোগরা বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছরে ভয় এবং সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। তৃণমূলের আমলে মহিলাদের খুন করার পরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, বরং অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। কেউ নিরাপদ নয়।' নারী এবং শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিধানসভায় রাজ্য সরকারের 'অপরাজিতা' বিল পেশকেও কটাক্ষ করেছেন জ্যোতিরাদিত্য। সিকিমের উন্নয়ন এবং পাকিয়ং বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত ইস্যুতে শুক্রবার তিনি গ্যাংটকে বৈঠক করবেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংয়ের সঙ্গে।

আরজি করের ঘটনার আবহে এখন তপ্ত বাংলার পরিবেশ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিচারের দাবিতে বের হচ্ছে মিছিল। জ্বালানো হচ্ছে মোমবাতি। প্রশ্নের মুখে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা। একই সুর শোনা গেল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গলায়। সুরক্ষাক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকে পিছিয়েই বাংলা, দাবি জ্যোতিরাদিত্যর। তাঁর অভিযোগ, 'বাংলায় মহিলারা বিচার পান না। পুরুষদেরও ভয়কে সঙ্গী করে দিন কাটাতে হয়। গত কয়েকবছরে এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এটা বাংলার সুনাম মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।'

বিধানসভায় পেশ করা রাজ্যের বিল সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'ওটা

চড়ি বিল। নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টায় এই বিল আনা হয়েছে। বাংলার মানুষ এত বোকা নন। তাঁরা সব চালাকি ধরে ফেলেছেন।' আরজি করের ঘটনা নিয়ে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও, তা হয়নি। এই কারণে আন্দোলনে পথে নামা একটা অংশ হতাশ। যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনে করেন, 'নির্যাতিতার পরিবার এবং যাঁরা আন্দোলন করছেন, প্রত্যেককে ন্যায়বিচার দেবে সুপ্রিম কোর্টই।'

গত বছরের ৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সিকিম। উত্তর সিকিমের একাধিক জায়গা এখনও ক্ষত সারিয়ে উঠতে পারেনি। কেন্দ্রের সাহায্য চেয়ে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। ওই বৈঠকের প্রেক্ষিতে জ্যোতিরাদিত্যর সিকিম সফর বলে মনে করা হচ্ছে। শুক্রবার সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক। সিকিমের উন্নয়নের পাশাপাশি বাগডোগরা বিমানবন্দরের সঙ্গে পাকিয়ং বিমানবন্দরের যোগাযোগ স্থাপন নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

হাতি-স্নানের সাক্ষী হবেন পর্যটকরা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : জঙ্গলপ্রিয় পর্যটকদের জন্য খুশির খবর নিয়ে এসেছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ। দুর্গাপুজোর অনেক আগেই অর্থাৎ আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ফের পর্যটকদের জন্য চালু হচ্ছে হাতি-স্নান। এই দৃশ্য প্রাণভরে উপভোগের পাশাপাশি তাঁদের জীবনে হয়ে থাকবে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। অবশ্য এজন্য তাঁদের কাছ থেকে ফিও আদায় করা হবে।

গরুমারার ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বন্ধ ছিল এই স্নান। ফের এমন পরিষেবা চালুর খবরে খুশি পর্যটক মহল। নয়, খুবই খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। উত্তরের পর্যটনে বন্যপ্রাণের গুরুত্ব ও ভূমিকার অবদান অনস্বীকার্য। হাতি-স্নান পর্যটক মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়। পর্যটকদের দাবি মেনেই এলিফ্যান্ট বাথিং বা হাতি-স্নানের মতো রোমাঞ্চকর মুহূর্তের দরজা এবার ফের তাঁদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে বলে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানান। ২০১৯-এ করোনা শুরুর আগেই ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। অতীতে যেসব পর্যটক গাছবাড়িতে রাত্রিবাস করতেন না তাঁরাও কুনকি হাতিদের স্নান করাতে পারতেন। মূর্তি নদীতে মাহুতের উপস্থিতিতে কুনকি হাতিদের স্নান করানো হত। কিন্তু বন সংরক্ষণের নিয়মের গেরোয় পর্যটকদের হাতি-স্নান বন্ধ করে দেয় বন দপ্তর। লাটাগুড়ির রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানান, সব পর্যটক জঙ্গল সাফারিতে হাতির পিঠে সওয়ারি হতে পারেন না বা জঙ্গল সাফারিতে বহু সময় হাতির দেখা মেলে না। এক্ষেত্রে ধূপঝোরায় হাতি-স্নান ছিল দুধের স্বাদ ঘোলে মেটার মতো। এবার পুজো আগেই একটু অন্যভাবে ফের পর্যটকদের জন্য সেই পরিষেবা চালু হচ্ছে। ফলে, ডুয়ার্সে পর্যটকের ঢল নামবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উদ্দেশ্য, ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট

ধূপঝোরায় মূর্তি নদীতে কুনকি হাতিদের স্নান। - ফাইল চিত্র

ক্যাম্পের গাছবাড়িতে যেসব পর্যটক থাকেন, তাঁদের এখন থেকেই এলিফ্যান্ট রাইডিং করানো হয়। এবার বাইরে থেকে ধূপঝোরায় আসা পর্যটকদের কাছে জঙ্গলকে আরও আকর্ষণীয় করতে হাতি-স্নান হবে অনন্য অভিজ্ঞতা। তিন মাস জঙ্গল বন্ধ থাকার পর আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর ফের খুলছে। তখনই পর্যটকরা ফের হাতিকে স্নান করানো দৃশ্য কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাবেন। ডিএফও জানান, ধূপঝোরায় হাতির স্নানের পরিকাঠামো তৈরি আছে। কিছু আগের মতো পর্যটকরা হাতিকে ছুঁতে পারবেন না। স্নানের নির্দিষ্ট র‍্যাম্পের কাছে পর্যটকদের দাঁড় করিয়ে মাহুতরা স্নান করাবেন। সেই দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন পর্যটকরা। ঘেরাটোপের বাইরে থেকে এ দৃশ্যের ছবিও মোবাইল ও ক্যামেরাবন্দি করতে পারবেন। তবে এজন্য খুবই সামান্য কনজারভেশন বা সংরক্ষণ ফি আদায় করা হবে। ইতিমধ্যে পরিকল্পনাটি প্রস্তাবাকারে রাজ্যের মুখ্য বনপালকে পাঠানো হয়। সবুজ সংকেতও মিলেছে বলে ডিএফও জানান।

ছাত্র নেতার কাঠপুতলি

প্রথম পাতার পর

পড়ুয়াদের ধর্ষণের হুমকি দেওয়া, পরীক্ষায় খাতায় নম্বর কমিয়ে দেওয়ার মতো ভয়ংকর সব অভিযোগ উঠে এসেছে টিএমসিপি নেতাদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সার্জারি বিভাগের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি) সুমন ভার্মা বিভাগীয় প্রধানকে লিখিত অভিযোগে বলেছেন, 'সাহিন সরকার, সাহিনুল ইসলাম, সৌরভ কর্মকার সহ টিএমসিপির অন্য নেতারা আমাকে বারবার প্রাণে মারার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অভীক দে এবং সন্দীপ সেনগুপ্ত পরীক্ষার হলে এসে আমাকে পরীক্ষার খাতায় কারচুপির জন্য চাপ দিয়েছেন। কলেজ অধ্যক্ষও আমাকে সোহম, প্রান্তিক মণ্ডল, সুদীপা নন্দী সহ অন্যদের রোল নম্বর দিয়ে তাঁদের নম্বর বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

খোঁজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে, এখানে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা প্রত্যেকেই অভীক-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তাঁদের এতটাই দাপট যে, কলেজ কর্তৃপক্ষও কার্যত মুখে কুলুপ এঁটে থেকেছে। দু'-একজন পড়ুয়া বিভিন্ন সময় অভিযোগ জানানোর চেষ্টা করলেও তাতে কোনও আমল না দিয়ে বরং সমঝে চলার বার্তা দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, এত দাপটের পিছনে রহস্যটা কী? এই দুর্বৃত্তদের মাথায় কার হাত রয়েছে, যার জেরে এত সাহস পাচ্ছেন অভিযুক্তরা?

আন্দোলনকারীদের একাংশ বলছেন, অভিযুক্তদের প্রায় প্রত্যেকেই হস্টেল মনিটর হওয়ায় তাঁদের কথাকেই মান্যতা দেওয়া হত। কিন্তু সবাই যখন আন্দোলনে নেমে একজোট হয়েছেন, একে একে সমস্ত ক্ষোভ-বিক্ষোভ বেরিয়ে আসছে।

সাহিন, সৌরভ এবং টিএমসিপি'র ইউনিট সভাপতি সোহমের মতো চিকিৎসক পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে নিয়মিত থ্রেট, এমনকি খুন ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। গত বছর প্রথম বর্ষের এক পড়ুয়া সেবককে গিয়ে করোনেশন সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পিছনেও র‍্যাগিং বা থ্রেট কালচার দায়ী কি না তাও খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে মেডিকেলে। অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জমা পড়ার পরই অভিযোগের কপি পুলিশের কাছেও গিয়েছে। অভিযুক্তদের ছবি সহ কলেজে পোস্টারও পড়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের 'দাদাগিরি' চলছে। সূত্রের খবর, অভীক এখানকার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা থাকাকালীন গোটা কলেজে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। অভীকের কথামতোই কলেজের কাজকর্মও পরিচালিত হত, এমন অভিযোগও রয়েছে। সেই সময় থেকেই ডিএসও থেকে শুরু করে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলির সদস্যদের ওপরে অত্যাচার করেছে 'অভীক-বাহিনী'।

ডাক্তার হিসাবে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বদলি হয়ে যাওয়ার পরেও অভীকের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ। তাঁর কথাতেই চলেন সাহিন, সৌরভ, সোহমরা। অভীকের থ্রেট কালচার এখানে এখনও চলছে। ডাক্তারি পড়ুয়াদের অনেকেই এদিন বলছিলেন, কলেজে ঢোকার পরেই টিএমসিপি করার জন্য চাপ দেওয়া হয়।

কেউ বিরোধী মনোভাবাপন্ন হলে তাঁকে প্রথমে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। টিএমসিপি না করলে পাশ করানো হবে না বলে প্রথম বর্ষেই জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপরেই হস্টেলে থাকতে না দেওয়া, ক্লাসে যাতায়াতের পথে হেনস্তা করা সহ বিভিন্নভাবে র‍্যাগিংয়ের শিকার হতে হয়। শাসকপক্ষের ছাত্র সংগঠনের কথায় কলেজ কর্তৃপক্ষও ওঠবস করে বলেও অভিযোগ পড়ুয়াদের। ডিন সন্দীপ সেনগুপ্ত অবশ্য সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

খেলায় আজ

১৮৮০ : দ্য ওভালে টেস্টে ক্রিকেটে অভিষেক হল ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ডব্লিউজি গ্রেসের। প্রথম ইনিংসেই তিনি করলেন ১৫২ রান।

সেরা অফবিট খবর

পর্দাতেও মাহি-ম্যানিয়া

তামিল ছবিতে স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্স। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের উপস্থিতি মহেন্দ্র সিং ধোনির। আর তা নিয়েই ভক্তদের মধ্যে রীতিমতো তোলপাড়। বৃহস্পতিবার মুক্তিপ্রাপ্ত তামিল ছবির মহাতারকা বিজয় থলাপথির 'গোট' মুভিতে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখা গিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংসের প্রিয় 'থালা'-কে। তবে সরাসরি নয়। আইপিএলে চেন্নাইয়ের হয়ে হলুদ জার্সিতে 'ক্যাপ্টেন কুলের' ব্যাট করতে নামার দৃশ্য ব্যবহার করা হয়েছে 'গোট'-এ। মাহি-আবেগ উসকে দিতে সেটাই যথেষ্ট।

ভাইরাল

ভাইয়ের শতরানে দাদার উচ্ছ্বাস

দলীপ ট্রফির প্রথম দিন ইন্ডিয়া 'এ'-র বিরুদ্ধে ৯৪ রানে ৭ উইকেট পড়ে গিয়েছিল ইন্ডিয়া 'বি'-র। সেখান থেকেই টেল এন্ডার নভদীপ সাইনিকে নিয়ে শতরান করেন মুশির খান। ম্যাচে সরফরাজ খান রান না পেলেও কঠিন পরিস্থিতিতে ভাইয়ের শতরানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে আলোচনায় এসেছেন।

উত্তরের মুখ

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবলে অভিজিৎ রায় (মাঝে) জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছে। ম্যাচে তার দল দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৫-০ গোলে চূর্ণ করে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘকে।

সংখ্যায় চমক

১০

টি২০ বিশ্বকাপের এশিয়ান কোয়ালিফায়ারে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে মঙ্গোলিয়া ১০ রানে অল আউট হয়। যা পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেটে যুগ্মভাবে সর্বনিম্ন রান। জবাবে সিঙ্গাপুর মাত্র ৫ বলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয়।

সেরা উক্তি

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের উচিত অবিলম্বে আনোয়ারের বিকল্প ডিফেন্ডার সই করানো। না হলে ডিফেন্স নিয়ে চিন্তা থেকে যাবে।

- হোসে রামিরেজ ব্যারেটো,
(মোহনবাগান ডিফেন্সের দুর্বলতা প্রসঙ্গে)

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের হয়ে প্রথম কে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. রিকি পন্টিং, ২. জিকসন সিং।

সঠিক উত্তরদাতারা

পার্থ শ্রেয়াংশ সিনহা, প্রবীর সাহা, পিয়ালি দেবনাথ, শ্রীতমা কুণ্ডু, সমীর বাগচী, সবুজ উপাধ্যায়, শাশ্বত গোপ, তোতন ঋষি কেয়া, ভাস্কর বসাক, মিঠু সিনহা, ডিআরবি বসাক, নীলরতন হালদার, অসীম হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, অমৃত হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, বীথিকা দাস, বিক্রম বসাক, অরুণ বিশ্বাস, পৌলোমী সাহা, অভিদীপ্ত বসু, চিত্রা বসাক, কৌশোভ দে, বিস্ময়কুমার সাহা।

বিদায় পয়লা নম্বর সোয়াতেকের

হতাশা নিয়ে কোর্ট ছাড়ছেন ইগা সোয়াতেক।

নতুন লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন জানিক সিনার।

নিউ ইয়র্ক, ৫ সেপ্টেম্বর : প্রতিটি গ্র্যান্ড স্ল্যামে এক-দুইটি ম্যাচ থাকে যা নিয়ে প্রবল উৎসাহ তৈরি হয় টেনিস বিশ্বে। চলতি ইউএস ওপেনে সেই 'দ্য ম্যাচ' ছিল কোয়ার্টার ফাইনালে। কারণ ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক নোভাক জকোভিচ, বর্তমান টেনিসের পোস্টারবয় স্পেনের কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া আগেই প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের পয়লা নম্বর ইতালির জানিক সিনার ও আলকারাজদের ভিড়ে গত দেড় বছরে একটু আড়ালে চলে যাওয়া রাশিয়ার ড্যানিল মেদভেদেভের দ্বৈরথ যে জিতবে সে পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হবে- এমনটাই অনুমান বিশেষজ্ঞদের। টেনিসবোদ্ধাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিলবে কি না, উত্তর সময়ই দেবে। কিন্তু বৃহস্পতিবার মেদভেদেভকে চার সেটের লড়াইয়ে হারিয়ে প্রথমবার ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন সিনার। ২ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটের লড়াই শেষে সিনারের পক্ষে স্কোরলাইন ৬-২, ১-৬, ৬-১, ৬-৪।

চলতি বছর গ্র্যান্ড স্ল্যামে মেদভেদেভ-সিনারের মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের স্কোরলাইন ১-১। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে মেদভেদেভকে হারিয়েছিলেন সিনার। উইম্বলডনের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে যার বদলা নিয়েছিলেন ড্যানিল। ফলে দ্বৈরথে কে এগিয়ে যান, সেদিকে নজর ছিল। আদতে টেনিস কোর্টে দাবা খেললেন সিনার! ড্রপশটগুলি খুব বুদ্ধি করে ব্যবহার করলেন। যার প্রমাণ ৩৩-এর মধ্যে ২৮টি নেট পয়েন্ট অর্জন সিনারের। ইতালিয়ান তারকার এই চালেই মাত হয়ে গেলেন মেদভেদেভ। সঙ্গে মেদভেদেভের ৫৭টি আনফোর্সড এরর সিনারের কাজ অনেকটাই সহজ করে দেয়। সার্কিটের চতুর্থ সক্রিয় খেলোয়াড় হিসেবে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামেরই সেমিফাইনালে জায়গা পেলেন সিনার। শুধু তাই, সিনার তৃতীয় ইতালিয়ান যিনি ইউএস ওপেনের শেষ চারের টিকিট অর্জন করলেন।

সিনারের মতোই প্রথমবার টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছালেন গ্রেট ব্রিটেনের জ্যাক ড্রাপার। চলতি মরশুমে যে ফর্মে সিনার রয়েছেন তাতে তাঁর ফাইনালে উঠতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ফলে বৃহস্পতিবারের পর হওয়া যায় না। প্রত্যেক প্রতিপক্ষকে সামলানোর আলাদা রাস্তা খুঁজতে হয়। সেমিফাইনালে আমাকেও সেটাই করতে হবে।'

গত মাসে মন্ট্রিল ওপেনে ড্রাপারের সঙ্গে ডাবলস খেলেছিলেন সিনার। এবার সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সিনার বলেছেন, 'ড্রাপারের সার্ভিস, ফোরহ্যান্ড ভালো। ব্যাকহ্যান্ড বেশ সলিড। সার্ভ অ্যান্ড ভলিতে পয়েন্ট নেওয়ার চেষ্টা করে। ড্রপশটে বৈচিত্র্য দেখায়। সবমিলিয়ে কমপ্লিট প্যাকেজ। দুইজনের জন্যই কঠিন ম্যাচ হবে। প্রথম, দ্বিতীয় রাউন্ডের চেয়ে সেমিফাইনাল আলাদা। মানসিক শক্তির পরীক্ষা হবে এই ম্যাচে।'

অ্যান্ডি মারের পর দ্বিতীয় ব্রিটিশ হিসেবে ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন ২২ বছরের ড্রাপার। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ২ ঘণ্টা ৭ মিনিটের লড়াইয়ে স্ট্রেট সেটে হারালেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডি মিনাউরকে। ড্রাপারের পক্ষে স্কোরলাইন ৬-৩, ৭-৫, ৬-২। মিনাউরের বিরুদ্ধে প্রথম জয় ও প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে পৌঁছানোর পর ঘোরের মধ্যে রয়েছেন ড্রাপার। বলেছেন, 'অবিশ্বাস্য অনুভূতি। বিশ্বের সেরা টেনিস কোর্টে প্রথমবার খেললাম। প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামে শেষ চারের টিকিট পেলাম। স্বপ্নের মতো লাগছে। আজ শারীরিকভাবে দুর্দান্ত অবস্থায় ছিলাম। অতীতে মিনাউর এই জায়গায় আমাকে টেক্কা দিয়েছে।'

মহিলাদের সিঙ্গলসে অবশ্য এক বনাম দুইয়ের ফাইনাল হচ্ছে না। কারণ বিশ্বের পয়লা নম্বর ইগা সোয়াতেককে ৬-২, ৬-৪ গেমে হারিয়ে প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে উঠেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেসিকা পেগুলা। শেষ চারে তাঁর প্রতিপক্ষ ক্যারোলিনা মুচোভা।

সেমিফাইনালে কেউ ফেভারিট নয় : সিনার

কর প্রদানে ধোনিকে টেক্কা কোহলির

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : কর প্রদানে মহেন্দ্র সিং ধোনি, শচীন তেন্ডুলকারকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিলেন বিরাট কোহলি। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে মাহি ৩৮ কোটি টাকা কর দিয়েছেন। শচীনের প্রদেয় করের পরিমাণ ২৮ কোটি। তবে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সবাধিক ৬৬ কোটি টাকা কর দিয়েছেন বিরাটই। যা ধোনি-শচীনের প্রদেয় করের সমান।

জাতীয় দলের পাশাপাশি আইপিএল থেকে বড় অঙ্কের আয় করে থাকেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। রয়েছে একঝাঁক বিজ্ঞাপন চুক্তিও। আকাশচুম্বী আয়ের প্রতিফলন কর প্রদানের তালিকায়। 'ফরচুন ইন্ডিয়া'-র রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে ক্রিকেটারদের উপস্থিতি বেশি কর প্রদানের শীর্ষতালিকায়। একনম্বরে বিরাট।

ক্রিকেটারদের করের (২০২৩-'২৪) তালিকা

বিরাট কোহলি	৬৬ কোটি
মহেন্দ্র সিং ধোনি	৩৮ কোটি
শচীন তেন্ডুলকার	২৮ কোটি
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়	২৩ কোটি
হার্দিক পান্ডিয়া	১২ কোটি
ঋষভ পন্থ	১০ কোটি

শচীনের থেকে খুব বেশি পিছিয়ে নেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন অধিনায়ক তথা বোর্ড সভাপতি সৌরভের করের অঙ্ক ২৩ কোটি। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে হার্দিক পান্ডিয়া ও ঋষভ পন্থ যথাক্রমে ১২ ও ১০ কোটি টাকা কর দিয়েছেন।

ক্রিকেট থেকে দূরে থেকেও আলোচনায় বিরাট কোহলি।

তিন ফরম্যাটে বিরাটই পছন্দ গিলক্রিস্টের

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : কয়েকদিন আগে বিরাট কোহলি, জো রুটের টেস্ট পরিসংখ্যান পোস্ট করে বিতর্ক উসকে দিয়েছিলেন মাইকেল ভন। লাল বলের ফরম্যাটে বিরাটের থেকে রুটের দাপটের দাবি করে বিরাগভাজন হয়েছিলেন কোহলি-ভক্তদের কাছে। এদিন বিরাট না রুট, কে কোন ফর্ম্যাটে এগিয়ে, তা নিয়ে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে জড়ান ভন।

'ক্লাব প্রাইরি ফায়ার' পডকাস্টে বিরাট-রুটকে নিয়ে দুই প্রাক্তনের রীতিমতো তর্কযুদ্ধ। যেখানে গিলক্রিস্টের ভোট প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের দিকে। স্বদেশীয়কে সমর্থন ভনের। শেষপর্যন্ত দুইজন একমত হন, সাদা বলের জোড়া ফরম্যাটে বিরাট অনেকটাই এগিয়ে। তবে টেস্টে ভনের বাজি রুট, গিলির বিরাটই।

টেস্টে রুটকে সেরা বলছেন ভন

কিছুদিন আগে ওডিআই সেঞ্চুরিতে শচীন তেন্ডুলকারকে পিছনে ফেলেছিলেন বিরাট। রুটের সামনে হাতছানি মাস্টার ব্লাস্টারের সবাধিক টেস্ট রানের নজির। বর্তমান প্রজন্মের দুই সেরাকে নিয়ে আলোচনায় নিজেদের মতামত ভাগ করতে গিয়ে বিপরীত মেরুতে গিলক্রিস্ট, ভন।

টি২০ ফরম্যাটে কে সেরা? প্রশ্নের জবাবে মাইকেল ভন স্বীকার করেন, বিরাটের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রশ্ন নেই। রুটের অনেকটাই আগে রাখলেন বিরাটকে। গিলক্রিস্ট অপরদিকে বলেছেন, 'সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে দুইজনের মধ্যে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে বিরাট। ওকেই বেছে নেব। আর পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটেও বিরাটের পক্ষে যাব।' অস্ট্রেলীয় কিংবদন্তি উইকেটকিপার-ব্যাটারের যে দাবি অস্বীকার করতে পারেননি ভনও।

টেস্টে 'ফ্যাব ফোর'-এর দুই তারকার মধ্যে সেরা বাছতে বসে রীতিমতো বাগযুদ্ধ। ভনের যুক্তি, 'টেস্ট ক্রিকেটে রুট নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে।' জবাবে গিলি বলেছেন, 'সাম্প্রতিক ফর্ম ধরলে অবশ্য রুট। নিঃসন্দেহে ইংল্যান্ডের সর্বকালের সেরা ব্যাটার। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাটের সাফল্য অস্বীকার করা মুশকিল।'

পারথে বিরাটের সেঞ্চুরি ইনিংসের কথাও তুলে ধরেন গিলক্রিস্ট। দাবি, ওয়াকাতে খেলা বিরাটের যে ইনিংসটা অন্য জগতের ছিল। তাঁর দেখা অন্যতম সেরা টেস্ট ইনিংস। তাই তাঁর ভোট বিরাটের দিকেই থাকবে। এরপর ভনের দিকে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন গিলি। মনে করিয়ে দেন, স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে রুটের কোনও সেঞ্চুরি নেই।

নাছোড় ভন অবশ্য টেস্টের মুকুট বিরাটকে দিতে নারাজ। পালটা দাবি, অস্ট্রেলিয়ায় বিরাটের সেঞ্চুরি আছে, রুটের নেই, সব ঠিক আছে। কিন্তু টেস্টে তাঁর সেরা রুটই। ভারতের মাটিতে জো রুটের রেকর্ড সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

নতুন ইনিংস শুরুর আগে স্ত্রী রিভাভার সঙ্গে পুরোনো ছবি পোস্ট করলেন রবীন্দ্র জাদেজা।

বিজেপিতে যোগ দিলেন জাদেজা

রাজকোট, ৫ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফি থেকে আচমকা সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে বলা হয়েছিল, একান্ত ব্যক্তিগত কারণে দলীপে খেলছেন না রবীন্দ্র জাদেজা। আর সেই সময় থেকেই টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডারকে নিয়ে শুরু হয়েছিল জল্পনা। আজ যার অবসান হল। জাড্ডুর স্ত্রী তথা জামনগরের বিধায়ক রিভাভা জাদেজা আজ সন্ধ্যার দিকে ঘোষণা করেছেন, তাঁর স্বামী রবীন্দ্র বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। আপাতত দলের প্রাথমিক স্তরের সদস্য হয়েছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। স্যর জাদেজার আচমকা বিজেপিতে যোগদান নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ। সূত্রের খবর, জাদেজাকে নিয়ে বৃহত্তর ভাবনা ও পরিকল্পনা রয়েছে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা-দের।

বার্বাডোজে বিশ্বজয়ের রাতেই প্রথমে বিরাট কোহলি, কিছু সময় পর অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও পরদিন জাদেজা কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। রোহিত-বিরাটদের মতোই জাদেজাও একদিনের ক্রিকেট ও টেস্ট চালিয়ে যাবেন। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। তার আগে জাড্ডুর বিজেপিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত চমকপ্রদ। তাঁর স্ত্রী রিভাভা বিজেপিতে যোগদানের খবর জানিয়ে আজ বলেছেন, 'জামনগর বিধানসভা এলাকায় সদস্য সংগ্রহের নয়া কর্মসূচি গ্রহণ করেছি আমরা। আমার বাড়ি থেকেই সেই যাত্রা শুরু হল। রবীন্দ্র আজ বিজেপিতে যোগ দিয়েছে।' উল্লেখ্য, জাড্ডুর স্ত্রী রিভাভা ২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। ২০২২ সালে জামনগর বিধানসভা থেকে ভোটে জিতে বিধায়ক হন তিনি।

আশা দেখাচ্ছেন আকাশ-অভিষেক

দলীপে মুশিরের শতরান

বেঙ্গালুরু ও অনন্তপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন তারকা বলা হচ্ছে।

চলতি বছরে তাঁর দুরন্ত ফর্ম, পরিণত ক্রিকেট বারবার তারিফ কুড়িয়েছে। যুব বিশ্বকাপের পর মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা। দলীপ ট্রফির অভিষেক ম্যাচেও সেই ধারা অব্যাহত সবে উনিশে পা রাখা মুশির খানের। পেস সহায়ক সবুজ পিচে পেসারদের দাপটে সিনিয়ার সতীর্থদের ঠকঠকানির মাঝে পরিণত ব্যাটিংয়ে আগামীর তারকা হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি মুশিরের।

বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় 'এ' বনাম 'বি' দলের ম্যাচের প্রথম দিনে ১০৫ রানে অপরাজিত মুশির। খলিল আহমেদ, আকাশ দীপ, আবেশ খান—ভারতীয় দলে খেলা পেসত্রয়ীর দাপটে ব্যাটিং রীতিমতো কঠিন হয়ে পড়ে। যার ধাক্কায় একসময় ৯৪/৭ অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন 'বি' দল।

যশস্বী জয়সওয়াল ভালো শুরু করেও ৩০-এ আটকে যান। খলিল, আকাশদের পেস-সুইং সামলাতে ব্যর্থ ঈশ্বরণ (১৩), সরফরাজ খান (৯), নীতীশকুমার রেড্ডি (০), ওয়াশিংটন সুন্দররা (০)। বিগড়ে যায় ১ বছর ৯ মাস পর ঋষভ পন্থের (৭) লাল বলের ফর্ম্যাটে প্রত্যাবর্তন। আকাশকে অনসাইডে মারতে গিয়ে বল হাওয়ায় চলে যায়। অনেকটা দৌড়ে ঝাঁপিয়ে ক্যাচ ধরেন শুভমান।

৯৪/৭ থেকে টিনএজার মুশিরের বুক চিতিয়ে লড়াই, পরিণত ক্রিকেট। অস্ট্রেলিয়া সফরের কথা মাথায় রেখে দলীপ ট্রফি বাউন্সি, পেস সহায়ক পিচে করা হচ্ছে। ব্যাটারদের প্রস্তুতির পাশাপাশি পেস বোলারদের পরখ করার প্রয়াস। কঠিন সেই পিচে লাঞ্চের আগে ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকলেন সরফরাজ খানের ভাই মুশির। সেট হওয়ার পর মাঝের সেশনে বোঝালেন কেন তাঁকে নিয়ে এত উচ্ছ্বসিত ক্রিকেটমহল। নভদীপ সাইনিকে (অপরাজিত ২৯) সঙ্গী করে অবিচ্ছিন্ন অষ্টম উইকেটে ১০৮ রান যোগ করে কোণঠাসা দলকে ২০২/৭ স্কোরে পৌঁছে দেন। দুটি করে উইকেট নেন আকাশ, খলিল, আবেশ।

দিনের শেষে অপরাজিত থেকে ফিরছেন মুশির।

অপরদিকে অনন্তপুরে অনুষ্ঠিত 'ডি' বনাম 'সি' দলের ম্যাচে প্রথম দিনটা একান্তভাবেই অক্ষর প্যাটেলের। প্রথমে ব্যাট হাতে দলের ব্যাটিং-বিপর্যয়ের মাঝে ৮৬ রানের ইনিংস খেলেন শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন টিম 'ডি'-র হয়ে। অক্ষরের পাশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩! নিট ফল, অক্ষরের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র ১৬৪ রানে গুটিয়ে যায় শ্রেয়সের 'ডি' দল।

বাংলাদেশ সিরিজের আগে প্রস্তুতির সুযোগ এদিন হাতছাড়া করেন শ্রেয়স (৯)। দেবদূত পাড়িক্কাল রানের খাতা খুলতে ব্যর্থ। শ্রীকর ভরত, সারাংশ জৈনরা আনলাকি থার্টিনে আটকে যান। প্রতিপক্ষকে ১৬৪-তে অলআউট করেও স্বস্তিতে নেই রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের 'সি' দল। দিনের শেষে তাঁদের স্কোর ৯১/৪। নতুন বলে রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৫) ও সাই সুদর্শনকে (৭) ফেরান কেকেআরের পেসার হর্ষিত রানা।

জোড়া উইকেট অক্ষরের ঝোলাতেও। টি২০ বিশ্বকাপ থেকে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে অক্ষরের পারফরমেন্স গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। ব্যাটে-বলে দাপট দেখাচ্ছেন। দলীপ ট্রফিতেও এদিন যার ব্যতিক্রম হল না। রবীন্দ্র জাদেজার 'বিকল্প' হয়ে ওঠার প্রয়াসে ভরসা জোগালেন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। ৪৩/৪ থেকে অন্তিম সেশনে ভারতীয় 'সি' দলের হয়ে প্রতিরোধ বলতে বাংলার অভিষেক পোড়েল (অপরাজিত ৩২) ও বাবা ইন্দ্রজিতের (অপরাজিত ১৫)।

বাংলাদেশকে হালকাভাবে নিতে নারাজ ঋষভ

বেঙ্গালুরু, ৫ সেপ্টেম্বর : লাল বলে শেষবার খেলেন ২০২২ সালের ডিসেম্বরে।

মিরপুরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৯৩ রান করেছিলেন। মাঝের সময় মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার আতঙ্ক কাটিয়ে মাঠে ফেরার লড়াই। সাদা বলের ফর্ম্যাটে গত আইপিএলেই প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। ছিলেন ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী দলেও।

আজ দলীপ ট্রফির সৌজন্যে প্রত্যাবর্তন লাল বলের ক্রিকেটেও। প্রথম সুযোগে মাত্র ৭ রান করলেও দীর্ঘদিন পর দীর্ঘমেয়াদি ক্রিকেটে ফিরতে পেরে খুশি ঋষভ। চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ শুরু হচ্ছে। তার প্রাক্কালে দলীপে নেমে পড়া উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে টেস্ট-টক্করের প্রস্তুতি সেরে নিতে চান।

ঋষভ আরও জানিয়ে দিচ্ছেন, বাংলাদেশ সিরিজে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। সাফল্যের জন্য নিজেদের সেরা দিতে হবে। দলীপ ট্রফির অভিযান শুরুর প্রাক্কালে ঋষভ পন্থ বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মানেই চাপ। কোনও সিরিজকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না। উনিশ-বিশে হারজিতের ফারাক হয়ে যায়। দলগুলির মধ্যে ব্যবধানও এখন কমে আসছে। আর পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার মতো দলগুলি উপমহাদেশীয় পিচে বেশ শক্তিশালী। তবে নিজেদের মান অনুযায়ী পারফর্ম করাই আমাদের লক্ষ্য। প্রতিপক্ষ যেই হোক, নিজেদের একশোভাগ দেওয়ার তাগিদ নিয়েই নামব।'

দলীপ ট্রফির সুবাদে প্রয়োজনীয় ম্যাচ প্র্যাকটিসের সুবিধার কথাও শোনালেন। টিম ইন্ডিয়ার পয়লা নম্বর উইকেটকিপার-ব্যাটারের যুক্তি, প্রতিটি খেলোয়াড়ের জন্য ঘরোয়া ক্রিকেট গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচ প্র্যাকটিস যেমন মেলে, তেমনই উঠতি খেলোয়াড়রাও সিনিয়ার, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলার সুবাদে শেখার সুযোগও পায়। ঋষভের মতে, এর ফলে ভারতীয় ক্রিকেটকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগও পাচ্ছেন তাঁরা।

ডিসেম্বর, ২০২২ সালের পর লাল বলের প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরার খুশি আপাতত তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন। ঋষভ বলেছেন, 'দারুণ অনুভূতি। বিশেষত, ২ বছর আগের দুর্ঘটনার পর। আবার কবে জাতীয় দলের হয়ে খেলব, এই ভাবনাগুলি তখন মাথায় ঘুরপাক খেত। গত মাস ছয়েকে আইপিএল খেলেছি। বিশ্বকাপও জিতেছি আমরা, যে স্বপ্নটা ছোট থেকে দেখেছি।'

ইংল্যান্ড অধিনায়ক সল্ট

লন্ডন, ৫ সেপ্টেম্বর : পায়ের পেশিতে চোট রয়েছে। এই চোটের কারণেই ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজে ইংল্যান্ড দলকে নেতৃত্ব দিতে পারছেন না জস বাটলার। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে ইসিবি-র তরফে আজ ইংল্যান্ড দলের কার্যনির্বাহী অধিনায়ক হিসেবে উইকেটকিপার-ব্যাটার ফিল সল্টের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিশাল অভিজ্ঞতা না থাকলেও সম্প্রতি বিলেতের ঘরোয়া ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব করেছেন সল্ট। সঙ্গে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্বও সামলেছিলেন। সেকথা মাথায় রেখেই আজ ইসিবির তরফে অজিদের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজে সল্টকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হল। নয়া দায়িত্ব পাওয়ার পর কলকাতা নাইট রাইডার্সের ওপেনিং ব্যাটার বলেছেন, 'জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ বিরাট গর্বের বিষয়। নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য আমি তৈরি।'

অসাধ্য সাধন করে দর্শকদের মাঝে পুরুষদের ক্লাব থ্রোয়ে সোনাজয়ী ধরমবীর।

অসাড় কোমর নিয়ে বাজিগর ধরমবীর

প্যারিস, ৫ সেপ্টেম্বর : অলিম্পিকে হ্যামার থ্রো ইভেন্ট যেমন হয়, প্যারালিম্পিকে সেটাই ক্লাব থ্রো। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয়দের কাছে এই ক্লাব থ্রো ইভেন্ট খুব একটা জনপ্রিয় নয়। কিন্তু এই অপরিচিত ইভেন্ট থেকেই বুধবার রাতে জোড়া পদক এসেছিল। বৃহস্পতিবার প্যারালিম্পিকে জুডো থেকে দেশকে প্রথমবার ব্রোঞ্জ এনে দিলেন কপিল পারমার। যার ফলে চলতি প্যারিস প্যারালিম্পিকে ভারতের ২৫ পদক হয়ে গেল। প্যারিস রওনা হওয়ার আগে যা লক্ষ্য ছিল দেশের প্যারা অ্যাথলিটদের।

বুধবার প্যারালিম্পিকের ইতিহাসে দেশের সর্বাধিক পদক (২১টি) পদক হয়ে গিয়েছিল। পরে তাতে সোনালি মাত্রা যোগ করেন তিরন্দাজ হরবিন্দার সিং। কিন্তু গভীর রাতে ক্লাব থ্রো-র মতো আনকোরা ইভেন্ট থেকে যে জোড়া পদক আসতে পারে, সেটা আসমুদ্র হিমাচলের প্রত্যাশার কিছুটা বাইরে ছিল। কিন্তু সেটাই বাস্তবে করে দেখালেন হরিয়ানার ধরমবীর। পুরুষদের ক্লাব থ্রো ইভেন্টের এফ-৫১ ক্যাটিগোরিতে সোনা জিতে দেশবাসীকে খুশির মুহূর্ত উপহার দিলেন। শুধু তাই নয়, এই ইভেন্ট থেকে ব্রোঞ্জ পেলেন আরেক ভারতীয় প্রণব সুরমা।

২০১৪ সালে এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন ধরমবীর। যার জেরে কোমরের নীচের অংশ অসাড় হয়ে যায় তাঁর। কিন্তু সতীর্থ প্যারা অ্যাথলিট অমিতকুমার সারোহার পরামর্শ ৩৫ বছরের ধরমবীরের জীবন পালটে দেয়। অমিতের কথায় প্যারা স্পোর্টসে যোগ দেন ধরমবীর। এরপর আর তাঁকে পিছনে তাকাতে হয়নি।

> **প্যারালিম্পিকে ২৫ পদক ভারতের**
>
> শারীরিক অক্ষমতার জন্য আমরা থ্রোয়ের সময় অনেকক্ষেত্রে ক্লাব ঠিকমতো ধরতেও পারি না। হাতে আঠাজাতীয় বস্তু লাগাতে হয়। যার ফলে থ্রো অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এদিন প্রথম চারটি থ্রো আমার ভালো হয়নি। কিন্তু পঞ্চম থ্রোয়ের পর মনে হয়েছিল পদক আসতে পারে।
>
> **ধরমবীর**

দুই বছরের মধ্যে ২০১৬ সালের রিও প্যারালিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করেন ধরমবীর। ২০২২ সালের এশিয়ান প্যারা গেমসেও রুপো জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু ২০২১ সালে টোকিও প্যারালিম্পিকে অষ্টম স্থানে থামতে হয় ধরমবীরকে। সেই হতাশা কাটিয়ে প্যারিসে স্বর্ণপ্রাপ্তি ধরমবীরের। মজার বিষয় হল, ফাইনালে ধরমবীরের ছয়টির মধ্যে পাঁচটি থ্রো বাতিল হয়। কিন্তু পঞ্চম থ্রোয়ে ৩৪.৯২ মিটার ছুড়ে বাজিমাত করেন ধরমবীর। সোনা জয়ের পর জাতীয় পতাকা কাঁধে নিয়ে ধরমবীর বলেছেন, 'শারীরিক অক্ষমতার জন্য আমরা থ্রোয়ের সময় অনেকক্ষেত্রে ক্লাব ঠিকমতো ধরতেও পারি না। হাতে আঠাজাতীয় বস্তু লাগাতে হয়। যার ফলে থ্রো অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এদিন প্রথম চারটি থ্রো আমার ভালো হয়নি। কিন্তু পঞ্চম থ্রোয়ের পর মনে হয়েছিল পদক আসতে পারে। কিন্তু পদকের রং নিয়ে নিশ্চিত ছিলাম না। পরে দেখলাম আমার ৩৪.৯২ মিটার থ্রো সবার সেরা হয়েছে। প্যারিসে আসার আগে আমাদের লক্ষ্য ছিল ২৫ পদক। তাতে আমি ও প্রণবও অবদান রাখতে পারলাম।'

২৫-এর ম্যাজিক ফিগার ভারত স্পর্শ করল জুডোকা কপিলের হাত ধরে। পুরুষদের ৬০ কেজি বিভাগে জে-১ ক্যাটিগোরিতে তিনি ব্রোঞ্জ জয়ের ম্যাচে মাত্র ৩৩ সেকেন্ডে ১০-০ পয়েন্টে ব্রাজিলের এলিটন অলিভিয়েরাকে হারিয়েছেন। এর আগে কপিল সেমিফাইনালে ০-১০ পয়েন্টে ইরানের সৈয়দ আবাদির বিরুদ্ধে হারেন।

২৯ সেপ্টেম্বর বোর্ডের এজিএম

নভেম্বরের শেষে হবে এসজিএম

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : দিন ঘোষণা হয়ে গেল। কিন্তু জট কাটল না! জয় শা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব পদ ছেড়ে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসির শীর্ষ পদে বসতে চলেছেন। আগামী ১ ডিসেম্বর জয় তাঁর নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। এসবই পুরোনো তথ্য, সবারই জানা। প্রশ্ন ও জল্পনা একটাই, জয়ের ফেলে যাওয়া সচিব পদে আগামীদিনে কাকে দেখা যাবে?

আপাতত সেই প্রশ্ন ও জল্পনার অবসান হচ্ছে না। বিসিসিআইয়ের তরফে আজ ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে হবে বার্ষিক সাধারণ সভা। এজিএমের এজেন্ডাও সামনে এসেছে। চমকপ্রদভাবে সেই অ্যাজেন্ডার মধ্যে নতুন সচিব নির্বাচন নিয়ে কিছু বলা হয়নি। যার মানে হল, ২৯ সেপ্টেম্বরের পরও বিসিসিআই সচিব হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন জয়, অন্তত নভেম্বর পর্যন্ত সচিব পদে থাকবেন তিনি। বোর্ডের অন্দরের খবর, নভেম্বরের শেষে নতুন সচিব নির্বাচনের জন্য বিশেষ সাধারণ সভা ডাকবে বিসিসিআই। সেখানেই জয় তাঁর সচিব পদ থেকে সরবেন। অরুণ সিং ধুমল হয়তো হবেন আগামীর সচিব। যদিও অরুণ ছাড়া আরও কিছু নামও শোনা যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহল থেকে।

জল্পনার শেষ এখানেই নয়। বরং আরও রয়েছে। জয় আইসিসির চেয়ারম্যান হয়ে যাওয়ার পর ২৯ সেপ্টেম্বরের এজিএমে বিসিসিআইকে আইসিসিতে ভারতীয় বোর্ডের নয়া প্রতিনিধিও খুঁজতে হবে। কে হতে পারেন সেই প্রতিনিধি, স্পষ্ট হয়নি এখনও। যদিও বিসিসিআইয়ের অন্দরের খবর, বর্তমান সভাপতি তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার রজার বিনিকেই বিসিসিআই প্রতিনিধি হিসেবে আগামীদিনে আইসিসি-তে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্রের দাবি, আইসিসি প্রতিনিধিত্ব নিয়ে কিছুই চূড়ান্ত হয়নি বলে জয় এখনই সচিব পদ ছাড়ছেন না। তিনিই সব চূড়ান্ত করে ১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসির শীর্ষ পদের দায়িত্ব নেবেন।

২৯ সেপ্টেম্বরের এজিএমের অ্যাজেন্ডা মোট দুই পাতার। যার মধ্যে রয়েছে মোট ১৮টি বিষয়। যার অন্যতম হল, বেঙ্গালুরুতে প্রায় তৈরি হয়ে যাওয়া নতুন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্বোধনও। পাশাপাশি আর্থিক নানা বিষয়ও রয়েছে বোর্ডের এজিএমের অ্যাজেন্ডায়। নতুন ক্রিকেট পরামর্শদাতা কমিটির পাশে আম্পায়ারদের কমিটিও গঠন হবে ২৯ সেপ্টেম্বরের বার্ষিক সাধারণ সভায়। সবমিলিয়ে দলীপ ট্রফির মাধ্যমে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেট শুরুর মরশুম শুরুর দিনই বোর্ডের প্রশাসনিক স্তরেও আগামীর তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। যার রেশ সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

চোটের জন্য খেলতে না পারলেও দলীপ ট্রফি দেখতে হাজির সূর্যকুমার যাদব।

নেশনস লিগে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো।

ব্যালনের দৌড়ে নেই মেসি, রোনাল্ডো

প্যারিস, ৫ সেপ্টেম্বর : ২০২৩-'২৪ মরশুমের ব্যালন ডি'অর পুরস্কারের জন্য চূড়ান্ত তিরিশজন ফুটবলারের নাম ঘোষণা করা হল বুধবার। ২০০৩ সালের পর প্রথমবার তালিকায় স্থান হল না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো কিংবা লিওনেল মেসির। প্রত্যাশামতো তালিকায় রয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, জুডে বেলিংহাম ও কিলিয়ান এমবাপে, ম্যাঞ্চেস্টার সিটির রড্রি ও আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড এবং বায়ার্ন মিউনিখের হ্যারি কেন।

গতবারের বিজয়ী মেসি মোট আটবার ব্যালন ডি'অর জিতেছেন। তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রোনাল্ডো জিতেছেন পাঁচবার। কিন্তু এই মরশুমে তাঁদের পারফরমেন্স উল্লেখযোগ্য নয়। ভিনিসিয়াস, বেলিংহাম রিয়ালকে লা লিগা এবং ১৬তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতিয়েছেন। অন্যদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার সিটির টানা চারবার প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পিছনে অন্যতম ভূমিকা ছিল রড্রি ও হাল্যান্ডের। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বায়ার্নের হয়ে প্রথম মরশুমে কোনও ট্রফি না পেলেও তিনি রেকর্ড ৪৬টি গোল করেছিলেন।

সোনাজয়ী পোল ভল্টার জিতলেন ১০০ মিটারে

জুরিখ, ৫ সেপ্টেম্বর : আর্মান্ড মনডো ডুপ্লান্টিস কি পারেন না? বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সার্কিটে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। সেই চর্চার কেন্দ্রে রয়েছেন সুইডেনের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন পোল ভল্টার ডুপ্লান্টিস। তিনি বুধবার ১০০ মিটার প্রদর্শনী রেসে হারিয়েছেন নরওয়ের হার্ডলার কার্স্টেন ওয়ারহোমকে। এই ওয়ারহোমের আবার বিশ্বরেকর্ড রয়েছে ৪০০ মিটার হার্ডলে। গত প্যারিস অলিম্পিকে তিনি রুপোও জিতেছেন।

ডুপ্লান্টিস জুরিখ ডায়মন্ড লিগের ট্র্যাকে ১০.৩৭ সময় নেন ১০০ মিটার স্প্রিন্ট শেষ করতে। বন্ধু ওয়ারহোমকে হারিয়ে রসিকতার সুরে ডুপ্লান্টিসের মন্তব্য, 'উত্তেজিত লাগছে। আর যেভাবে রেস জিতলাম উত্তেজিত হওয়ারই কথা। এরপর আমার সঙ্গে আর খেলতে এসো না কেউ!'

ডুপ্লান্টিস নিজের অ্যাথলেটিক্স কেরিয়ারে মোট ১০ বার বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন। গত প্যারিসেও তিনি ৬.১০ মিটার পার করে অলিম্পিকের রেকর্ড ভাঙেন এবং সোনা নিশ্চিত করেন। তারপরের চেষ্টার নিজেরই বিশ্বরেকর্ড ভেঙে পার করেন ৬.২৫ মিটার। অলিম্পিকের পরও জারি থাকে ডুপ্লান্টিসের রেকর্ড ভাঙার খেলা। দশদিন আগেই সিলেসিয়ান ডায়মন্ড লিগে তিনি পার করেন ৬.২৬ মিটার উচ্চতা। যা তাঁর কেরিয়ারের দশ নম্বর বিশ্বরেকর্ড।

টোকিও অলিম্পিকে সোনা জয়ী ওয়ারহোম হারের পর বলেছেন, 'আসাধারণ একটি রেস হল। ডুপ্লান্টিস যোগ্য হিসেবেই জিতেছে। ও আজ অসম্ভব দ্রুত ছিল। একই রকম ক্ষিপ্র।'

৪০০ মিটার হার্ডলের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কার্স্টেন ওয়ারহোমকে (ডানে) ১০০ মিটার দৌড়ে হারিয়ে নিজের জার্সি তুলে দিলেন আর্মান্ড মনডো ডুপ্লান্টিস।

আনোয়ারের বিকল্প দরকার : ব্যারেটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : নতুন মরশুমে ভারতীয় ফুটবলের সবচেয়ে আলোচিত নাম আনোয়ার আলি। সেই আনোয়ার বিতর্ক এখনও মেটেনি। তবে একদা মোহনবাগান প্রাণভোমরা হোসে রামিরেজ ব্যারেটো মনে করেন, দ্রুত আনোয়ারের বিকল্প ফুটবলার দরকার মোহনবাগানে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের উচিত অবিলম্বে আনোয়ারের বিকল্প ডিফেন্ডার সই করানো। না হলে ডিফেন্স নিয়ে চিন্তা থেকে যাবে।' সেইসঙ্গে ডুরান্ড কাপে প্রিয় দলের হার মানতে পারছেন না সবুজ তোতা। তাঁর মতে, মোহনবাগানের ফাইনালটা জেতা উচিত ছিল। চলতি মরশুমে অবশ্য কলকাতা থেকে তিনটি দল খেলছে। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'এবার কলকাতা থেকে তিনটি দল খেলছে। এটা খুব ভালো খবর। গত কয়েকবছরে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ভালো উন্নতি করেছে। তবে আমার মতে, এবার আইএসএল জয়ের অন্যতম দাবিদার মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মুম্বই সিটি এফসি।'

ফের একমঞ্চে ডগলাস ও ব্যারেটো।

তবে বাগান রক্ষণ নিয়ে যখন ব্যারেটো চিন্তিত তখন অন্য সুর শোনা গেল আরেক ব্রাজিলিয়ান ডগলাসের গলায়। তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগান দেরিতে প্রি সিজন শুরু করেছে। দলটা সেট হতে সময় লাগবে। তবে ওদের তিনজন বিশ্বকাপার রয়েছে এটা বড় অ্যাডভান্টেজ।' পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল নিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমি এই মরশুমে লাল-হলুদকে নিয়ে আশাবাদী। এবছর কলকাতা থেকে তিনটি দল খেলছে। এ' এদিন কলকাতার সেন্ট থমাস স্কুলে একটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমির উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন এই দুই ব্রাজিলিয়ান।

অনুশীলনে যোগ দিলেন ম্যাকলারেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : অনুশীলনের পর গান গাইতে গাইতে বেরোলেন অজি তারকা জেসন কামিংস। দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে দেখে বেশ কয়েকবার স্লোগান দিলেন সমর্থকরা। হাসিমুখে দিমিও হাত নাড়লেন তাদের উদ্দেশে। ডুরান্ড কাপে হারের ধাক্কা কাটিয়ে বাগান ফুটবলাররা রয়েছে বেশ ফুরফুরে মেজাজে।

বৃহস্পতিবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন অজি বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন। তবে তিনি মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি। সাইডলাইনে সারাক্ষণ রিহ্যাব করে গেলেন। তাঁর সঙ্গে রিহ্যাবে ব্যস্ত ছিলেন আরেক বিদেশি আলবার্তো রডরিগেজ। বাকি ফুটবলারদের নিয়ে অনুশীলন সারেন কোচ হোসে মোলিনা। এদিন মূলত ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের দিকে গুরুত্ব দেন এই স্প্যানিশ কোচ। অনুশীলনের পর একটি মোহনবাগান ফ্যানস ক্লাবের পক্ষ থেকে কোচ মোলিনা সহ সকল কোচিং স্টাফদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। সেইসময় কোচ মোলিনা অবশ্য সহকারী বাস্তব রায়কে 'দ্য লেজেন্ড' নামে ডেকে হালকা মজাও করলেন। আসলে পুরো মোহনবাগানকে একটা সূত্রে বাঁধতে চাইছেন স্প্যানিশ কোচ।

আইএসএলের প্রস্তুতিতে কামিংস।

চোট পেলেন কাদিরি

এদিকে, বাগানে যখন ফিলগুড পরিবেশ তখন আইএসএল অভিষেকের আগে বড় ধাক্কা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব শিবিরে। অনুশীলনে পায়ে চোট পেয়েছেন বিদেশি ফুটবলার মহম্মদ কাদিরি। একপ্রকার খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়েন তিনি। শুক্রবার পরীক্ষার পর জানা যাবে তাঁর চোট কতটা গুরুতর। তবে কাদিরির চোটে চাপে পড়ে গিয়েছে মহমেডান। এদিন বিকাশ সিং, আঙ্গুসানাও চোট পেয়েছেন। তবে তেমন গুরুতর নয়। এদিন অবশ্য মহমেডান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ ফিজিক্যাল ট্রেনিং ও পাসিং ফুটবলের দিকেই গুরুত্ব দেন। তবে কাদিরির চোট কিন্তু তাঁকে বেশ চিন্তায় রেখেছে।

সাইডব্যাক নিয়ে চিন্তিত নন কোচ কোয়াদ্রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : ইস্টবেঙ্গলের সাইডব্যাক পজিশনই কি একমাত্র সমস্যা? সমর্থকদের এমনই মত। যদিও সেই কথা শুনে মুচকি হাসি কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাতের মুখে। তিনি বরং বলছেন, এইটুকু সমস্যা থাকলে তো অনেক ঝামেলাই মিটে যেত।

প্রভাত লাকড়া ও নীশু কুমারের চোট এখনও ভোগাচ্ছে। এই দুজনকেই আইএসএলের শুরুতে পাওয়া যাবে না। প্রথম ম্যাচ বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে তাদের মাঠে। স্বাভাবিকভাবেই কঠিন ম্যাচ। আর এই ম্যাচে দুই সাইডব্যাককেই পাওয়া যাবে না বলে সম্ভবত তিন ব্যাকে খেলাবেন কোয়াদ্রাত। লালচুংনুঙ্গার সঙ্গে দুই বিদেশি হেক্টর ইউস্তে ও হিজাজি মাহেরকে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে অনুশীলন দেখে মনে হচ্ছে। তবে তিনি কেন আনোয়ার আলিকে না খেলিয়ে ফর্মে না থাকা নুঙ্গাকে ডুরান্ড কাপে খেলালেন, তা পরিষ্কার নয়। তিন ব্যাকেও আনোয়ার ফিরে এলে খেলানো হবে কিনা তা সময়ই বলবে।

এই মরশুমে দলগঠন ভালো হলেও অনেকেই মনে করছেন, এবারও গতবারের মতো সাইডব্যাক পজিশন নিয়ে ভুগতে হতে পারে। তাঁর সমস্যা কি শুধুই এই পজিশন, এই প্রশ্ন করা হলে কোয়াদ্রাত হেসে বলেছেন, 'শুধুমাত্র সাইডব্যাক পজিশন, দুর্বল হলে তো অনেক সমস্যাই মিটে যায়। সব জায়গাতেই উন্নতি দরকার। শুধুমাত্র সাইডব্যাকে না।' কিন্তু তাঁর দল কেন শেষদিকে ভালো কোনও ফুটবলার নিতে পারেনি, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লাল-হলুদ কোচের ব্যাখ্যা, 'আমাদের দলে গভীরতা আছে। যথেষ্ট ভালো হয়েছে দলটা। এখন জয়ের সূত্র খুঁজে প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি করতে হবে।'

আইএসএলের নতুন হোম জার্সি গায়ে ইস্টবেঙ্গলের নন্দকুমার শেখর।

মাদিহ তালাল, সাউল ক্রেসপো বা দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসরা নিজেদের খানিকটা গুটিয়েই রেখেছেন। এঁরা কেন শুধু স্প্রিন্ট টানছেন, সবার সঙ্গে অনুশীলনে তাঁদের সবসময় দেখা যাচ্ছে না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এই তিন বিদেশি পুরোপুরি ফিট নন বলে অনেকেই মনে করছেন। যদিও সেটা দলের তরফ থেকে স্বীকার করা হচ্ছে না। বরং বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে শুরু থেকেই তিন বিদেশিকে মাঠে দেখা যাবে বলে দাবি টিম ম্যানেজমেন্টের। কোয়াদ্রাত বলেছেন, 'আমরা ভালো অবস্থায় আছি যা ক্লাবের জন্যও ভালো। দেখুন না গত পাঁচ বছর এই প্রথমবার ক্লাবে কোচ বদল হল না। তার মানে স্থিরতা আছে ক্লাবের মধ্যে। গত মরশুমের অনেক ফুটবলারকেও ধরে রাখা গেছে। যেমন ধরুন হিজাজি, সাউল, ক্লেইটন সিলভা, সৌভিক চক্রবর্তীরা ছাড়াও কয়েকজন জাতীয় শিবিরে আছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জয় কুমার সাহা - কে 03.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 49H 85640 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, এই রকম একটি চমৎকার স্কিম প্রদান করার জন্য। এটি আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করবে। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার পর আমি নিজেকে আরও স্বাধীন অনুভব করছিলাম। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

কালীঘাটের কাছে হার মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতা লিগে সুপার সিক্সের লড়াই থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এদিন কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেলেন ডেগি কার্ডোজার ছেলেরা। ম্যাচের ৩৬ মিনিটে খাংগাম হোরামের গোলে এগিয়ে যায় কালীঘাট। ৫২ মিনিটে আদিল আমলের গোলে সমতা ফেরায় মোহনবাগান। ৭১ মিনিটে কালীঘাটের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন সৈকত সরকার। এই মুহূর্তে ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে সপ্তম স্থানে রয়েছে মোহনবাগান।

আজ নামছে ইস্টবেঙ্গল

এদিকে, শুক্রবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। এই ম্যাচ জিতলে শীর্ষে থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করবে তারা। ম্যাচের আগে কোচ বিনো জর্জ বলেছেন, 'আমি প্রতিটা ম্যাচ জিততে চাই। যদিও সব ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে জয়ের ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করব।' এদিন সকালে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক অনুশীলন করিয়েছেন তিনি। অনুশীলনে অবশ্য পিভি বিষ্ণু, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপস্থিত ছিলেন। এদিকে প্রায় সুস্থ হয়ে উঠছেন চোট পাওয়া নসিব-উর-রহমান। তবে তিনি খেলবেন কি না তা জানা যায়নি। আপাতত ১১ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড।

সাঙ্গা নাইটদের মেন্টরের দৌড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে নাকি যোগ দিতে চলেছেন কুমার সাঙ্গাকারা। সূত্রের খবর, গৌতম গম্ভীরের শূন্যস্থানে নাইটদের মেন্টর হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি। রাজস্থান রয়্যালস ইতিমধ্যেই হেডকোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়কে নিয়োগ করেছে। সেক্ষেত্রে বিদেশি লিগে খেলা রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির অপর দলগুলির দায়িত্ব সামলানোর কথা সাঙ্গাকারার। এর মধ্যেই খবর, সাঙ্গার পরবর্তী গন্তব্য হতে পারে 'সিটি অফ জয়' কলকাতা। ২০২১ থেকে রাজস্থান রয়্যালসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের ভার সামলানো শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি নিয়ে আগ্রহী শাহরুখ খান শিবিরও। সবকিছু ঠিকঠাক চললে গম্ভীরে পরিবর্ত হিসেবে নাইটদের মেন্টর হিসেবে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, ভরত অরুণদের সঙ্গে কাজ করতে দেখা যাবে সাঙ্গাকারাকে।